বেতারবাংলা

ফাল্গুন- চৈত্র ১৪৩০

১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল সাক্ষাৎ করেন

১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথবাক্য পাঠ করান

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০ ● ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ - ১৩ এপ্রিল ২০২৪

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
এ.কে.এম. ফজলুর রহমান

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

ঋতু পরিবর্তনের ধারায় এখন ফাগুন হাওয়ার দোল লেগেছে ষড়ঋতু দেশ বাংলার প্রকৃতিতে। ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠছে প্রকৃতির সবুজ অঙ্গন। শীতের রিক্ততার খোলসে থাকা নিসর্গ এক অলৌকিক স্পর্শে জেগে উঠে বসন্তে। মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ জানিয়ে দেয় বসন্তের আগমনী। বসন্ত যেন আপন-পরকে ভোলার, প্রকৃতির সুরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর ঋতু। শীতের রিক্ততার মাঝে নতুন প্রাণের পল্লব মুখরিত হয় শত কলতানে। উদ্ভাসিত প্রকৃতি গায় নতুনের আবাহনী গান -

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।'

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...'। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশসহ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীর জন্য গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালির ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ও স্মৃতিবিজড়িত এই দিনটি। ১৯৫২ সালের এইদিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ শহিদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো রফিক, জব্বার, শফিউর, সালাম, বরকত-সহ নাম না জানা অনেকেই। বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সাথে জড়িয়ে আছে বাংলার অধিকার আদায়ের ইতিহাস। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি- বিশ্ব বেতার দিবস। 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার' '(Radio: A Century informing, entertaining and Educating)' - এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। বেতার সগৌরবে অতিক্রম করেছে সম্প্রচারের ১০০ বছর। তাই ২০২৪ সালে বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য বেতারের অসাধারণ অতীত, প্রাসঙ্গিক বর্তমান এবং গতিশীল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। বেতারের অদম্য ইতিহাস; গান, নাটক, সংবাদ, খেলাধুলায় এর শক্তিশালী প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত। প্রমাণিত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে বেতারের সহজেই পৌছে যাবার সক্ষমতা, উপযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। অভিবাসী, ধর্মীয়, সংখ্যালঘু এবং দারিদ্র-পীড়িতসহ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ তৈরীতেও অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে বেতার। বাক-স্বাধীনতার অন্যতম উৎস বেতার। বেতারের আজকের পথ চলা সোনালী অতীত পেরিয়ে সামনের শতাব্দিতে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। এ অভিযাত্রায় বেতার বাংলা'র সকল পাঠক, গ্রাহক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেতারের সাথে থাকুন, বেতার আপনার সাথে আছে, থাকবে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

আগামী দিনের অর্থনীতির পথ-নকশা: তরুণ জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা
ড. আতিউর রহমান ২৭

বাংলা ভাষার লড়াই এবং মর্যাদা
ড. সুলতান মাহমুদ ৩০

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তারিক মনজুর ৩৪

মৃতপ্রায় ভাষাগুলোকে কেন বাঁচাতেই হবে
মূল: র‍্যাচেল ন্যু'য়ার
অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ ৩৬

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন
মঈনুল হক চৌধুরী ৪৬

গল্প

ফেব্রুয়ারির আল্পনা
রফিকুর রশীদ ৪১

একুশের মাইক
ইমরুল ইউসুফ ৪৮

স্মৃতিচারণ

জাহিদুল হক স্মরণে
এস.এম জাহিদ হোসেন ৫১

বিশ্ব বেতার দিবস পর্ব

৯

৮৬

বেতার সংবাদ ৮২

বেতার আলাপন ৮৫

কবিতা

বসন্ত বন্দনা
নির্মলেন্দু গুণ ২৯

মনোহর
জেবুন্নেছা জেবু ২৯

লাল বর্ণমালা
পারভেজ বাবুল ২৯

বসন্তের একটি বাংলা উদ্ধৃতি
মহাদেব সাহা ৪০

প্রশান্তির প্রতীক
মহসিন কবির ৪০

আমাকে পাবে নাকো
মিয়া সালাহউদ্দিন ৪৫

নিশাচরী
শারমিন নাহার ঝর্ণা ৪৫

আমার প্রিয় বাংলা মাগো
সরকার জাহানারা ফরিদ ৪৫

ভাষার জন্য
গোলাম নবী পান্না ৪৫

ফ্রকের ঘেরে শৈশব
জান্নাতুল বাকেয়া কেকা ৫০

ফুল ফোটাবার মন্ত্র শুধু বলো ॥
কামাল মাহমুদ ৫০

হেরে যাওয়ার গল্প
শামীমা খালিদ শাম্মী ৫০

ঢাকপল্লব

চিরকাল তাঁরা রবে স্মরণীয়
আবদুল লতিফ ৫৪

আমার ভাষা আমার কাছে
ফারুক হাসান ৫৪

ভাষা দিবস
শচীন্দ্র নাথ গাইন ৫৪

ভাবুকটা শহিদ মিনার আঁকবে
আবুল কালাম আজাদ ৫৫

ফেব্রুয়ারি
কাজল নিশি ৫৭

বাংলা আমার বুলি
শাকিব হুসাইন ৫৭

ফাগুনের ছড়া
জান্নাতুল মাওয়া হ্যাপী ৫৭

বেতার পর্ব

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫৮

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৭১

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৭৩

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ ৭৫

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

৩০ মাঘ ১৪৩০
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রোতামন্ডলীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শব্দশক্তি ব্যবহার করে জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে জনপ্রিয় গণমাধ্যম বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতে শতাব্দীপ্রাচীন এ গণমাধ্যমের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তে জরুরি বার্তা, নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনেও বেতার সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রেক্ষিতে বিশ্ব বেতার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining and Educating) যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম গণমাধ্যম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে বাংলাদেশ বেতার প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান জনমত গঠনের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, গুজব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু, করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ বেতার সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪৩০
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে বেতারের শিল্পী, কলাকুশলী, শ্রোতা ও সম্প্রচারকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেতার দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining And Educating)'- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতার সূচনাকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে আসছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা পালন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তৎকালীন স্বৈরশাসকের বাধা উপেক্ষা করে ৮ মার্চ বেতারেই প্রচার করা হয়, যা মুক্তিকামী বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বাংলাদেশ বেতার এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নাগরিক অধিকার সুরক্ষায় এবং দেশ ও জনগণের উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রণয়ন করেছে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯'। এছাড়াও প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪'। বেসরকারি খাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অডিও ভিজ্যুয়ালসহ ইলেকট্রনিক যোগাযোগে এসেছে নতুন মাত্রা। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে অ্যাপ এবং ওয়েব ব্রডকাস্ট- এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বেতারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা- মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ বেতার প্রযুক্তির বিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সম্পৃক্ত করবে।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪৩০
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব বেতার দিবস' উদযাপন করা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে বিশ্ব বেতার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলা-কুশলী, শ্রোতামণ্ডলী, শুভানুধ্যায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে সবধরণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু মিডিয়া বৈচিত্র্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। দেশের আপামর জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতার দীর্ঘকাল ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে এবছরের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপ্রাদ্য 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining And Educating), অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উত্তরসূরি বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশ বেতারের নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকরা তাদের কণ্ঠযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য বাংলাদেশ বেতার মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

বর্তমানে সম্প্রচার পরিধি এবং সময় বিবেচনায় বাংলাদেশ বেতার দেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। বাংলাদেশ বেতার আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম উৎস। এছাড়াও যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করে মানুষকে সচেতন করতেও বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

দেশ ও বিদেশের অগণিত শ্রোতার রুচি ও চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদিন সংবাদ আর অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে দেশের প্রাচীন গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে দুই হাজারেরও বেশি শ্রোতা ক্লাব। দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে সরকারের নীতি, উন্নয়ন কার্যক্রম, বিনোদন, খেলাধুলাসহ সর্বক্ষেত্রে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে জাতীয় অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখছে বেতার। এছাড়াও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অবাধ সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং অপতথ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ বেতার। তবে সময়ের সাথে সাথে শ্রোতাদের পছন্দ, রুচি ও চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশ বেতার তার সংবাদ উপস্থাপন কৌশল, অনুষ্ঠান নির্মাণ শৈলিতে বৈচিত্র্য আনবে বলে আমার বিশ্বাস। পাশাপাশি সম্প্রচার প্রকৌশলেও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজন করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে যদি কোনো গোষ্ঠী অপপ্রচার ও মিথ্যাচার করে সেটি গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশকে নিয়ে বিদেশ থেকে যে অপপ্রচার হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বেতার নিরন্তর কাজ করবে বলবে আমি আশাবাদী।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব বেতার দিবস'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১২ সাল থেকে দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের এ বিশেষ দিনে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, শ্রোতা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সম্প্রচারকর্মীসহ সকল কলাকুশলীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতি বছর বিশ্ব বেতার দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে বাংলাদেশ বেতারের গুরুত্ব এবং এর কার্যকর ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়। এবারের বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining And Educating)'। আমি মনে করি, এ প্রতিপাদ্য জনগণের তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার চাহিদা মিটাতে বেতারের ভূমিকাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার শ্রোতা চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্যের প্রচার, বিনোদনমূলক এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ বেতার তাদের সংবাদ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গুজব, অপপ্রচার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে শ্রোতাদের সচেতন করার পাশাপাশি জনগণের তথ্যের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি কৃষি, জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও শিক্ষামূলক সম্প্রচারের সুফল পাচ্ছেন দেশ-বিদেশের শ্রোতারা।

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর "ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র" নামে বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ বেতার অব্যাহতভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। দুর্যোগ ও সংকটে বাংলাদেশ বেতার সবসময় সবখানে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রম পৌঁছে যাচ্ছে দেশের দুর্গম অঞ্চলে।

কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতার নিজস্ব গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কাজের ব্যাপ্তিকে প্রসার করছে। বাংলাদেশ বেতার সরকারের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের প্রচারে যেভাবে ভূমিকা রেখেছে ঠিক সেভাবেই রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি সঠিক তথ্য, রুচিশীল বিনোদন ও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশ গড়ার কাজে সকলকে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ বেতার তার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

08/02/2024

মো: হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সিনিয়র সচিব

শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে দুটি স্টুডিও নিয়ে 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে প্রাচীন এ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস। এদেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ বেতার এ অঞ্চলের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে রেখেছে অনন্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশের আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত ও সাহস যোগাতে বাংলাদেশ বেতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে আসছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকার পাশাপাশি দেশীয় শিল্প ও পণ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ বেতার ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দেশের আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান দেশের মুক্তিকামী জনতাকে করেছিল উজ্জীবিত। এই কেন্দ্রের সূচনা সংগীত ছিল 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'। এখান থেকে সম্প্রচারিত জাগরণের গান আর চরমপত্র সংগ্রামী বীর বাঙালির আলোর দিশারী হয়ে কাজ করেছিল।

এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য "শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century Informing, Entertaining and Educating)", বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বেতারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জনকণ্ঠের মাঝে মুক্ত ও স্বাধীন বেতারের গুরুত্ব তুলে ধরা, মানুষের তথ্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং দেশি-বিদেশি বেতার মাধ্যমের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি করা।

সময়ের পথ বেয়ে বাংলাদেশ বেতার অতিক্রম করেছে সুদীর্ঘ ৮৪ বছর। দীর্ঘ এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ বেতারের কলেবর, আয়তন, কার্যক্রম এবং সম্প্রচার সময়। মধ্যম তরঙ্গ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এফএম ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি ডিজিটাল প্লাটফর্ম অর্থাৎ ওয়েবসাইটে অনলাইন স্ট্রিমিং এবং মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বেতার। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়ত সম্প্রচার করছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং এসডিজি সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাভিত্তিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ১৬টি মিডিয়াম ওয়েভ

ট্রান্সমিটার, ২টি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ও ৩৪টি এফএম ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ৬টি ইউনিট ও ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ ঘণ্টার অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচার করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ Bangladesh Betar, ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd, ইউটিউব এবং ফেসবুকেও বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বাংলাদেশ বেতার দেশের কমিউনিটি রেডিওতে নিয়মিতভাবে কনটেন্ট সরবরাহসহ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের শ্রুতিলিখন সম্পন্ন করা ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসমূহ নিয়মিত শ্রুতিলিখন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতারের মনিটরিং পরিদপ্তর। বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ, হারানো দিনের গানের সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই অডিও আর্কাইভ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

তথ্য ও শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতার চিত্তবিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। পাঁচ সহস্রাধিক শিল্পীর নিয়মিত রেকর্ডকৃত গান, নাটক, সাক্ষাৎকার, কথিকা, আলোচনা, টক-শো, ফিচার, জিঙ্গেল, স্পট-রিপোর্টিং, আলেখ্যানুষ্ঠান, সঙ্গীত বিষয়ক অনুষ্ঠান, চিঠিপত্রের উত্তর, সৈনিকদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান-দুর্বারসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনোদন দিচ্ছে বেতার। শিক্ষা বিস্তারেও বাংলাদেশ বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বেতারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করা। মানুষের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে এবং সভ্যতা বিকাশে বেতার প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বিনোদন ও তথ্যের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। বাংলাদেশ বেতারে বর্তমানে রয়েছে ত্রিশ সহস্রাধিক বিভিন্ন শ্রেণির তালিকাভুক্ত শিল্পী যারা বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারের কাজ করছে। শিল্পীদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন-পালনে বাংলাদেশ বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিমূলক বিষয় নিয়ে বেতারে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বেতারের ভূমিকা অনন্য। বাংলাদেশ বেতার প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন 'Standing Orders on Disaster' এর নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে জরুরি তথ্য ও সতর্কবার্তা নিয়ে জনগণের পাশে থেকে রাতদিন নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করে থাকে। সারাদেশে বাংলাদেশ বেতারের প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতাক্লাব রয়েছে। এই ক্লাবসমূহের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক ও গণসচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়াও বিশ্ব বেতার দিবসের শ্রোতা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত চিঠি লিখে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০৪১ সালে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতার সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ফলে অপার সম্ভাবনার চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সফল করতে বর্তমান সরকারের বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের প্রচার করছে বাংলাদেশ বেতার। ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তরে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখায় তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকায়নে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার তার কার্যক্রমের জন্য বেশ কিছু জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার জন্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বেতারকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের সংগ্রহে রয়েছে ৫০টিরও বেশি আর্ন্তজাতিক পুরস্কার।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের এ যুগে তথ্যের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে দেশের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নাম বাংলাদেশ বেতার। প্রমিত বাংলা ভাষা ও স্বদেশি ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলবন্ধন রচনা করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণ করা বাংলাদেশ বেতারের অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ বেতার সবার জন্য, সবসময়, সবখানে।

বাংলাদেশ বেতারের সাথেই থাকুন।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৪

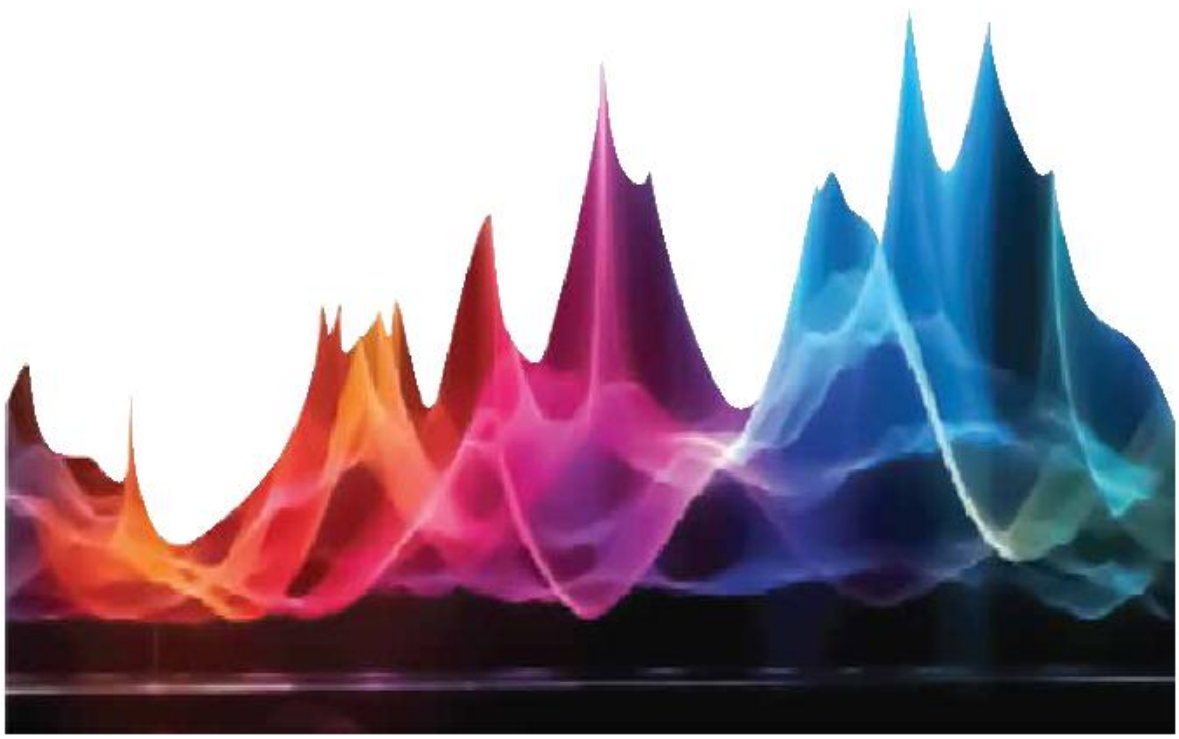

Radio: A Century Informing, Entertaining and Educating

শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার

বাংলাদেশ বেতার

এগিয়ে চলার স্পন্দন বেতার

মো: ছালাহ উদ্দিন

শতাব্দীকাল ধরে বেতার একটি বিশ্বস্ত গণমাধ্যম গণমাধ্যম হিসেবে বেতারের ব্যবহার ব্যাপক। বাংলাদেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আজকের বাংলাদেশ বেতার।

বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে রেখেছে অনন্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রয়েছে বেতারের। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেশের আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বাংলাদেশ বেতার। মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান দেশের মুক্তিপাগল জনতাকে করেছিল উজ্জীবিত।

কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বেতারের কর্মপরিধি বেড়েছে। বেড়েছে বাংলাদেশ বেতারের কলেবর, আয়তন, কার্যক্রম এবং সম্প্রচার সময়। সম্প্রসারিত হয়েছে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমও। মধ্যম তরঙ্গ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এফএম ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইটে অনলাইন স্ট্রিমিং এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করছে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করে বেতার অনুষ্ঠান পৌঁছে গেছে দেশ-বিদেশের সকল প্রান্তের জনগোষ্ঠীর কাছে।

এবছরের বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার (Radio: A Century informing, entertaining and Educating)' বাংলাদেশ বেতারের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বাংলাদেশ বেতার প্রতিনিয়ত সম্প্রচার করছে অনুষ্ঠান ও সংবাদ। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং এসডিজি সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত বেতারে সম্প্রচার করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম অংশিদার বাংলাদেশ বেতার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সত্তাকে সমুন্নত রাখা, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক

বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বিরোধ মীমাংসা, ব্লু ইকোনমি, সমুদ্র বিজয়, শুদ্ধাচার, এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জন, তথ্য অধিকার আইন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, তথ্য বাতায়নসহ আরো অনেক বিষয়ে নিয়মিত সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম এবং মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার উপর প্রতিদিনই প্রচারিত হচ্ছে সংবাদ এবং অনুষ্ঠান। যার লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা দেশের জনগণ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতিমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেতার। বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের প্রত্যাশার কথা স্মরণে রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণের কথা তুলে ধরে অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি বহিরাঙ্গনের মত জনমুখী অনুষ্ঠান প্রচার করছে এই প্রতিষ্ঠান।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও মাঠ থেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক খেলা সরাসরি সম্প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এই সম্প্রচার বাংলাদেশ বেতারকে জনগণের কাছে করেছে তুমুল জনপ্রিয়। ক্রীড়াঙ্গনের খবরাখবর নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচার হয় অনুষ্ঠান ও সংবাদ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতারকে সবসময় কাছে পায় দেশের আপামর জনগণ। প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের পাশে থেকে নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করে থাকে বাংলাদেশ বেতার।

নিয়মিত শিল্পী তালিকাভুক্তির মাধ্যমে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে বেতার। বাংলাদেশ বেতার শ্রোতাদের জন্য প্রতিদিন ৫২০ ঘন্টারও বেশি অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্প্রচার করে। ফোন-ইন প্রোগ্রাম, এসএমএস ভিত্তিক অনুষ্ঠান, অ্যাপ, বেতার লাইভ স্ট্রিমিং-এর মত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতারা

সরাসরি যুক্ত হতে পারছেন বেতারের সঙ্গে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতাক্লাব। এই ক্লাবগুলোর সদস্যরা নিয়মিত চিঠি লিখে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

শুধু দেশে নয় বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সঙ্গে কাজ করছে ওতপ্রোতভাবে। যার মধ্যে আছে বিবিসি, প্রসার ভারতী, এনএইচকে ওয়ার্ল্ড জাপান ইত্যাদি। বাংলাদেশ বেতার Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD)-এ পরপর দুই মেয়াদে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার তার কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে পুরস্কার অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ বেতারকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার অর্জন করেছে ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে সংরক্ষিত রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য তথ্যচিত্র, হারানো দিনের গানের সংগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অডিও আর্কাইভটি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যে সংরক্ষণে মূল্যবান ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ বেতার তার সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বেতার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার।

লেখক: অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতারের কর্মপরিকল্পনা

মো: তৌহিদুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ জাতীয় ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই প্রতিষ্ঠানের সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ বেতার তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, বিভিন্ন জনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এদেশের ইতিহাসের সকল সংকটকালীন বাংলাদেশ বেতার দেশের বৃহত্তম গণমাধ্যম হিসেবে মানুষের আশা আকাঙ্খার যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বেতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সঙ্গীত ও খবর প্রচারের মাধ্যমে এদেশের মুক্তি অর্জনে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ বেতার ২০০৬ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করে। এই প্রাচীন ও জনপ্রিয় গণমাধ্যমকে আধুনিকায়নের জন্য বাংলাদেশ বেতারের পরিকল্পনা শাখা বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ বেতারে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো হলো-

ক) "জাতীয় বেতার ভবনে আধুনিক ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" প্রকল্প।

খ) "বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন" প্রকল্প।

গ) "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন" প্রকল্প।

ঘ) "বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প।

এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারের "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" সফল করার জন্য বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ বেতার তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের পরিকল্পনা শাখার বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা রয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

কর্মপরিকল্পনার মূল ক্ষেত্রসমূহ:

- বাংলাদেশের সমগ্র ভূখন্ড বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. কভারেজের আওতাভুক্ত করা;
- সমুদ্র উপকূলবর্তী ও তৎসংলগ্ন এলাকাসহ সমুদ্রের দিকে বাংলাদেশ বেতারের সর্বোচ্চ কভারেজ অর্জন;
- বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহসহ সকল স্টুডিও অটোমেশন;
- বাংলাদেশ বেতারের সকল রেকর্ডিং, ডাবিং, এডিটিং, অনুষ্ঠান সজ্জিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অটোমেশন;
- বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সমিটারসমূহে ডিজিটাল সম্প্রচার;
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ

বেতারের প্রকৌশল বিভাগে স্মার্ট ও দক্ষ জনবল তৈরী;

- বাংলাদেশ বেতারকে স্মার্ট উপায়ে অন-লাইন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার; এবং
- বাংলাদেশ বেতারের সকল অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিষয়াদি আর্কাইভিং।

মূল ক্ষেত্রসমূহের আলোকে স্বল্পমেয়াদী (২০২৭), মধ্যমেয়াদী (২০৩১) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিকল্পনা শাখার কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী (Long-term), ডিসেম্বর, ২০৪১

ইতোপূর্বে "বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ এম সম্প্রচার প্রবর্তন (১ম পর্যায়)" এবং "ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট এফ এম বেতার কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা এফ.এম. ব্যান্ডের কভারেজ এলাকার মধ্যে এসেছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চল এফ.এম.সম্প্রচারের আওতায় আনার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ এম সম্প্রচার প্রবর্তন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর ও নোয়াখালী জেলায় বাংলাদেশ বেতারের পূর্ণাঙ্গ এফ.এম. বেতার কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পটির আরও একাধিক পর্যায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কমপক্ষে সর্বমোট ৯০ শতাংশ এলাকা এফ.এম. সম্প্রচারের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

- বাংলাদেশ বেতারের মোট ১৬টি সম্প্রচার কেন্দ্র/ইউনিট-এর স্টুডিও পর্যায়ক্রমে ৯০% এর অধিক অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য এনালগ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির স্থলে আধুনিক ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন বিষয়ক একাধিক প্রকল্প গ্রহণ।
- বাংলাদেশ বেতারের এ.এম. (১৬টি ফ্রিকোয়েন্সি) এবং এফ.এম. (৩৪টি ফ্রিকোয়েন্সি) ট্রান্সমিটারগুলো পর্যায়ক্রমে ৯৫% এর অধিক ডিজিটাল সম্প্রচারকরণ।

মধ্যমেয়াদী (Mid-term), ডিসেম্বর, ২০৩১

- বাংলাদেশ বেতারের সকল অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য বিষয়াদি ৯৫% এর অধিক স্মার্ট উপায়ে আর্কাইভিং এর জন্য ডিজিটাল আর্কাইভিং বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ।
- বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের ১৬টি মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার রয়েছে। বেশিরভাগ ট্রান্সমিটার spare parts এর অভাবে পূর্ণ ক্ষমতায় চালানো সম্ভব হচ্ছেনা। নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার এর ডিজিটাইজেশন, শক্তিশালীকরণ ও কভারেজ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
- অন-লাইনের বিভিন্ন ফরমেটে (যেমন- Streaming, podcast ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্মার্ট উপায়ে (AI, Voice Command সহ অন্যান্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে) সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্বল্পমেয়াদী (Short-term), ডিসেম্বর, ২০২৭

- "বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ এম সম্প্রচার প্রবর্তন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর ও নোয়াখালী জেলায় বাংলাদেশ বেতারের পূর্ণাঙ্গ এফ.এম. বেতার কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- "উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম বাংলাদেশের উপকূলীয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের কাভারেজ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
- "বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্মার্ট কেপিআই নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- "বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্র সামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপন।

এর ফলে:

- "বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফ এম সম্প্রচার প্রবর্তন (২য় পর্যায়)" এবং "উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখন্ডের অধিকাংশ এলাকা এফ.এম. নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত হবে।
- বাংলাদেশ বেতারের মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার এর ডিজিটাইজেশন, শক্তিশালীকরণ ও কভারেজ এলাকা বৃদ্ধি পাবে।
- বাংলাদেশ বেতারের পুরাতন ও এনালগ যন্ত্রের স্থলে ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ব্রডকাস্ট ইকুইপমেন্ট প্রতিস্থাপিত হবে।
- দপ্তর ভবন, আবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- ডিজিটাল আর্কাইভিং বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের সকল অনুষ্ঠান স্মার্ট উপায়ে আর্কাইভিং করা সম্ভব হবে।
- অন-লাইনের বিভিন্ন ফরমেটে এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচার নিশ্চিত হবে।
- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারে স্মার্ট ও দক্ষ জনবল তৈরী হবে।

ফলাফল:

বাংলাদেশের সমুদ্রউপকূলীয় ও সীমান্তবর্তী এলাকায় বেতার প্রেরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি বিপর্যয়ের সময়ে জরুরী আবহাওয়া বার্তা পৌঁছানোসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় করনীয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বার্তা পৌঁছানো যাবে।

বেতার কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনমূলক বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্প্রচার করা সম্ভব হবে। এ সকল অনুষ্ঠান জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এতে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মানব সম্পদেরও উন্নয়ন হবে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেগবান হবে যা দারিদ্র দূরীকরণে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

যন্ত্রপাতিসমূহের ডিজিটাইজেশন, ডিজিটাল আর্কাইভিং, অন-লাইন সম্প্রচার, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

লেখক: প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

আমরা বেতারের সংবাদকর্মী

মোছাঃ তানিয়া নাজনীন

আমার শিক্ষক বাবা ছিলেন একজন সচেতন নাগরিক। তাঁর দিন শুরু হতো খবর শোনা দিয়ে। ভোরে আকাশবাণী কোলকাতা শুনতে শুনতে তিনি রেডিও সেটের নব ঘুরিয়ে দিতেন বাংলাদেশ বেতারে। আমরা শুনতাম বাংলাদেশ বেতারের সকাল ৭টার খবর। সেই শৈশবে মাগুরায় আমার ছোট্ট গ্রামে বসে অনেকের মধ্যে বিশেষ করে আসমা আহমেদ মাসুদ-এর নান্দনিক উপস্থাপনায় পরিবেশিত বাংলাদেশ বেতারের খবর আজও আমার কানে বাজে।

পঁচিশ বছর আগে ১৮তম বিসিএস-এ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক হিসেবে যখন বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থায় পদায়ন হলো, মানুষকে দেশ-বিদেশের হালনাগাদ খবর পৌঁছে দেয়ার গুরুদায়িত্বটা তখনই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করলাম। অনেকের সাথে আমিও হলাম দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের একজন সংবাদকর্মী।

সম্প্রচার মাধ্যমের মূল লক্ষ্য মানুষকে তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদন দেওয়া, তা সে যে ফরমেটেই হোক না কেন। সরকারি গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতারও সাফল্যের সঙ্গে এসব করে আসছে জন্মলগ্ন থেকে। আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশ গঠনে ও উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতারের অসামান্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

দেশ-বিদেশের খবরাখবর জানতে না পারলে যারা অস্বস্তি অনুভব করেন তাদের কাছে খবরের আবেদন বিনোদনের চেয়ে কিছু কম নয়। আর হালনাগাদ খবর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনও বটে। বার্তা শাখায় কাজ করতে গিয়ে এটা জেনেছি যে চারপাশের হাজারো ঘটনার সবকিছুই খবর নয়, গণমানুষকে আকৃষ্ট করে বা সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন ঘটনাই হলো খবর বা নিউজ। নিত্যদিনে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া হাজারো ঘটনার মধ্য থেকে নিউজ বাছাই ও সম্প্রচার উপযোগী করে সময়মতো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজটি সত্যিকার অর্থেই একটি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। এই কঠিন কাজের দায়িত্বটি নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছেন বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের কর্মীরা। বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হলো ঢাকার জাতীয় বেতার ভবনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা বা সিএনও। এখানে কাজ শুরু হয় ভোর ৫টায় আর শেষ হয় রাত ১২টা ১০ মিনিটে। এই কর্মযজ্ঞে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার ব্যক্তিগণ নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংবাদ উপস্থাপকের হাতে বুলেটিন তুলে দিতে ঘড়ির কাঁটা মেপে কঠোর সময়ানুবর্তিতা, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সমন্বয়ে বছরে ৩৬৫ দিনই কাজ করছেন বার্তা বিভাগের কর্মীরা। দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈরী আবহাওয়া কোনোকিছুই তাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

বর্তমানে ঢাকার কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা এবং সারাদেশে বেতারের ১৩টি আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা থেকে সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা ও আঞ্চলিক

বার্তা সংস্থার নিউজ বুলেটিনের মধ্যে বিষয়বস্তু ও সময়দৈর্ঘ্যের দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সিএনও-র তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ২টি প্রাইম বাংলা ও ২টি প্রাইম ইংরেজি সংবাদ বুলেটিনসহ মোট ২২টি সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি সার্ক বুলেটিন, ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমা প্রচার করা হয়।

সিএনও থেকে সকাল ৭টা ও রাত সাড়ে ৮টায় প্রচারিত ২০ মিনিটের বাংলা সংবাদ বৈচিত্র্যময় তথ্যে ভরপুর একটি বুলেটিন। জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের খবর, সরকারি কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন খাতের উদ্ভাবন কিংবা আবিষ্কার, জনসচেতনতামূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক খবর, খেলাধুলা ও আবহাওয়ার সংবাদ, কী নেই তাতে? সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা হলেও সংবাদ সম্পাদনা, প্রতিবেদন তৈরি ও তাতে কণ্ঠ দেওয়ার কাজগুলো কতটা পেশাদারিত্বের সঙ্গে করে চলেছেন বার্তা বিভাগের কর্মকর্তারা, তা সকাল ৭টা ও রাত সাড়ে ৮টার প্রাইম বুলেটিন শুনলে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন শিফটের কারণে কাক ডাকা ভোরে অফিসে আসা, প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করা, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে দায়িত্ব পালন, উৎসব আনন্দের দিনে পরিবারকে বঞ্চিত রেখে অফিসে আসা এগুলো বার্তা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তির প্রসার ও গণমাধ্যমের বহুমুখীতার ফসল হিসেবে তথ্য প্রাপ্তির নানা উৎস এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তাই তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের উপর গণমানুষের নির্ভরশীলতা আগের তুলনায় বহুলাংশে কমেছে। কিন্তু বেতারের কার্যক্রম এতটুকুও কমেনি। বরং দেশের ঐতিহ্যবাহী ও বৃহত্তম গণমাধ্যম হিসেবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জোর প্রচেষ্টায় বেতারের কার্যক্রম বহুগুণে বেড়ে গেছে। তবে বাড়েনি জনবল ও লজিস্টিক সুবিধা। বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে অনেক স্বপ্ন নিয়ে বেতারে যোগদান করার কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তবতা উপলব্ধি করে ক্যারিয়ারে আরও ভাল সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশায় বেতারের অনেক কর্মকর্তা বর্তমানে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ করে নিচ্ছেন। বার্তা বিভাগের কর্মকর্তারাও এর ব্যতিক্রম নন। বার্তা বিভাগে মোট ৮৩টি পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৬৩ জন কর্মকর্তা। এর মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ডজন খানেক কর্মকর্তা বেতার বহির্ভূত অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন যার প্রভাব পড়ছে যারা বেতারে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের উপর।

> দেশ-বিদেশের খবরাখবর জানতে না পারলে যারা অস্বস্তি অনুভব করেন তাদের কাছে খবরের আবেদন বিনোদনের চেয়ে কিছু কম নয়। আর হালনাগাদ খবর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনও বটে। বার্তা শাখায় কাজ করতে গিয়ে এটা জেনেছি যে চারপাশের হাজারো ঘটনার সবকিছুই খবর নয়, গণমানুষকে আকৃষ্ট করে বা সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন ঘটনাই হলো খবর বা নিউজ। নিত্যদিনে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া হাজারো ঘটনার মধ্য থেকে নিউজ বাছাই ও সম্প্রচার উপযোগী করে সময়মতো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজটি সত্যিকার অর্থেই একটি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। এই কঠিন কাজের দায়িত্বটি নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছেন বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের কর্মীরা।

পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে পাঠালে এই প্রভাব আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। কারণ সংবাদ সম্প্রচার কাজ ফাইল ওয়ার্কের মতো ফেলে রাখার কোনো সুযোগ নেই। একারণে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থায় অতিরিক্ত কাজের চাপ, টেনশন, অড আওয়ারে ডিউটি, ছুটি কম, বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে অন্য ক্যাডার সার্ভিসের তুলনায় উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতি নিয়ে শঙ্কা, সব মিলিয়ে এক ধরণের হতাশা কাজ করছে বার্তা বিভাগের মধ্যম থেকে জুনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে।

বার্তা কক্ষে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাকে বলা হয় নিউজ এডিটর যাকে সংবাদ সম্পাদনা, অনুবাদ কিংবা স্ক্রিপ্ট লেখার পাশাপাশি সঠিক শব্দচয়ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাজনৈতিক সচেতনতা এসকল বিষয়েই দক্ষ হতে হয়। বার্তা বিভাগের এডিটরগণ বিশেষ করে সিএনও-তে পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের সাধারণ প্রশাসনিক কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় না। পরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের কাজ মূলত সংবাদ বুলেটিন তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বার্তা বিভাগের কর্মকর্তাদের সংবাদ বুলেটিনের স্ক্রিপ্ট লিখন বা অনুবাদের মতো অত্যন্ত সৃজনশীল কাজ করতে হয় এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়েই সময়ের পরিক্রমায় তারা বুৎপত্তি অর্জন করেন। একনাগাড়ে দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদ সম্পাদনা ও বুলেটিন তৈরির কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকলে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন। সাম্প্রতিক সময়ে বার্তা বিভাগের মধ্যম ও জুনিয়র পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তার অধিক সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বেতারের বাইরের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার প্রবণতা অবশ্যম্ভাবীভাবে ভবিষ্যতে এখানকার কাজের উপর প্রভাব ফেলবে এমন আশংকা প্রকাশ করা অমূলক হবে না যেটা ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতার এই যুগে বেতারের টিকে থাকাকে আরও কঠিন করে তুলবে। তাই গণমানুষের কাছে বেতারের গ্রহণযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে নবীন কর্মকর্তাদের বেতারমুখী করতে হলে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: পরিচালক বার্তা (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার

তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বেতার

সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরস্পর সম্পর্কিত তিনটি বিষয় যা একটি দেশের জনসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন দেশগড়ার হাতিয়ার অন্যদিকে তা দেশের সুযোগ ও সম্পদের অপচয় রোধ করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সরাসরি জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুশৃঙ্খল জীবনমান নিশ্চিত করণে কাজ করে চলেছে। আয়তনে ক্ষুদ্র বাংলাদেশ নামক এই ভু-খণ্ডের জনসংখ্যা বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশের তালিকায় অষ্টম। যখন কোন দেশের জনসংখ্যা সে দেশের আয়তন ও সম্পদের অনুপাতে কাম্য হয় একই সাথে জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে তখন সে জনসংখ্যাকে জনসম্পদরূপে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের সময়কালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি এবং প্রজনন হার ছিলো ৬.৩ শতাংশ। দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অথবা পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে জনগণের সামনে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপদ্ধতি বা নির্দেশনা না থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার দেশের মোট আয়তন ও সম্পদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শাসনামলে দেশের মোট জনসংখ্যা সম্পদ ও আয়তন অনুপাতে কাম্য পর্যায়ে রাখতে বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বরং জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে সচেতন করে তোলাসহ জনগণের জন্য সচ্ছল ও উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার একটি সমন্বিত কার্যক্রম। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম চালু রেখেছে এবং নিঃসন্দেহে এর সফলতাও উল্লেখ করার মতো। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিশেষায়িত ইউনিট তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কার্যক্রমের অন্যতম সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করে চলেছে।

বাংলাদেশ বেতারের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার কার্যক্রম ১৯৭৫ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর মূল লক্ষ্য ছিলো স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করা। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় নতুনরূপে অবির্ভূত হয় একই সাথে এর কলেবরও বৃদ্ধি পায় । এর নতুন নামকরণ হয় জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল। সেলের অনুষ্ঠানসমূহে জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টিও প্রাধান্য পাচ্ছে, একই সাথে থাকছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ।

বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল ঢাকা, প্রধান সেল থেকে শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ ঘন্টা ৩৩ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে থাকে। চারটি ভিন্ন শিরোনামে প্রচারিত অনুষ্ঠানে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের বিষয়টি মুখ্য হলেও অনুষ্ঠানের স্থিতি ও প্রচার সময় অনুসারে এক একটি অনুষ্ঠানের

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ভিন্ন। জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী সকাল ৭:২০ মিনিটে প্রচারিত ১০ মিনিট স্থিতির 'সুখের ঠিকানা' এবং রাত ৮:১০ মিনিটে প্রচারিত 'সুখী সংসার' অনুষ্ঠান দুটি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে প্রচারিত হলেও অনুষ্ঠান দুটি জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচার হওয়ায় তা বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। 'সুখের ঠিকানা' অনুষ্ঠানে মূলতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি এর সুবিধা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সমস্যা ও এর সমাধান, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে করণীয় পদক্ষেপ, প্রজনন স্বাস্থ্য, ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা প্রচার হয়ে থাকে। অন্যদিকে 'সুখী সংসার' অনুষ্ঠানটির আঙ্গিক আবার ভিন্ন - যেখানে ধারাবাহিক নাটক, ম্যাগাজিন, অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতাদের মতামত ও পরামর্শ সম্বলিত চিঠিপত্রের জবাব ডাকবাক্স, নির্ধারিত রোগ সম্পর্কিত শ্রোতাদের জিজ্ঞাসার জবাব আপনি কেমন আছেন, সমসাময়িক সমস্যা, রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান 'জীবনের গল্প' প্রচার হয়ে থাকে। এছাড়া স্কুল- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণে তারুণ্যের কণ্ঠ নামে মাঠ পর্যায়ে ধারণকৃত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তরুণ শ্রোতাদের বাল্য বিবাহ ও অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণে ক্ষতিকর দিক নিয়ে তাদের সচেতন ভাবনা প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানের আঙ্গিক যাই হোক না কেন লক্ষ্য একটাই, নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার সমৃদ্ধ দেশ ও সুস্থ জাতি গঠনে সাধারণ শ্রোতাদের তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সচেতন করে তাদের আচরণিক পরিবর্তনে সহায়তা করা।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণমাধ্যম হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার, যার সম্প্রচার এলাকা সারা বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে বিনোদন দেয়া যা একই সাথে তথ্য প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করবে এবং জনগণের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। যেহেতু শুধুমাত্র তথ্যবহুল কোন অনুষ্ঠান কখনই শ্রোতাবান্ধব হয়না সে কারণে অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে ভিন্নতা রাখা হয়। বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল ঢাকা, প্রধান সেল থেকে প্রচারিত অপর দুটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হচ্ছে 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল' ও 'এসো গড়ি ছোট পরিবার' এ অনুষ্ঠান দুটি মূলত ম্যাগাজিন ফরমেটে প্রচারিত হয়ে থাকে। যেখানে আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের তথ্যতো থাকেই, পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, সার্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন দিক, নিরাপদ খাদ্য, শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের বিভিন্ন আইন-নীতি ও প্রণোদনা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও কথিকা প্রচারিত হয়।

'এসো গড়ি ছোট পরিবার' অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম ও জনপ্রিয় আঙ্গিক হচ্ছে ফোন-ইন অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে শ্রোতারা সরাসরি ফোনে প্রশ্ন করতে পারেন বেতার স্টুডিওতে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন।

'স্বাস্থ্যই সুখের মূল' অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশ উদ্যোগ ও এস ডি জি এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রচার হয়ে থাকে। এছাড়া প্রান্তিক পর্যায়ের শ্রোতাদের জন্য বিভিন্ন আইন ও আইনী তথ্য নিয়ে পর্ব জানবো-জানাবো তে বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক আইন, শিশু ও নারী নীতি, বিবাহ ও তালাক আইন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল ঢাকা, প্রধান সেল ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, রাঙামাটি, ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান, কক্সবাজার, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ ও ময়মনসিংহ উপসেল থেকে সোনালী প্রত্যাশা, ছোট পরিবার, সুখী পরিবার, সুখী জীবন, সুখের নীড়, সুন্দর জীবন, সুখের আঙিনা, অগ্রযাত্রা, পরিকল্পিত জীবন ও সুখের নিলয় শিরোনামে বিভিন্ন আঙ্গিকে সপ্তাহে এক বা একাধিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল একদিকে যেমন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নির্দেশিত ইউনিট তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কার্যক্রমের অপারেশনাল প্ল্যানের (OP) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে একই সাথে অবদান রাখছে টেকসই উন্নয়নের

লক্ষ্য (SDG) পূরণে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের সফলতা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত লক্ষ্য টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহে SDG এর ২, ৩, ৫ ও ৬ধারার লক্ষ্যে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। বিশেষ করে সাধারণ জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, ভালো স্বাস্থ্য, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ, নিরাপদ পানি এবং শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে।

যে কোন কার্যক্রম বা কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে তা জনগণের দোর গোঁড়ায় নিয়ে যাওয়া জরুরী। গণমাধ্যম এমন একটি প্লাটফর্ম যা তথ্য ও তথ্য গ্রহিতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে । প্রকৃত অর্থে যাদের জন্য উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তাদেরকে যদি সে পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত না করা যায় তবে তার সুফল কখনই আশা করা যায় না। বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল সেই কাজটিই করে থাকে অর্থাৎ জনগণের জন্য সরকার গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সাথে জনগণের সংযোগ বা সেতুবন্ধন রচনা করে।

লেখক: উপ-পরিচালক, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল
বাংলাদেশ বেতার

আলো দিয়ে আলো জ্বালানো প্রতিষ্ঠান-বাংলাদেশ বেতার

কাজী মদিনা

'বাংলাদেশ বেতারের চেতনার রঙে
পান্না হ'ল সবুজ
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে
বাংলাদেশ বেতার চোখ মেললো আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো পূবে পশ্চিমে।'

আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে ১৯৩৯ সালে ১৬ ডিসেম্বর বেতারের যাত্রা শুরু। জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেতার দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারণ ও লালন করে আসছে। বেতার একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, অন্যদিকে শুদ্ধ ও পরিশীলিত সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও সততার সাথে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। বিনির্মাণ করছে আলোকিত পথ। সেই পথে চলছে আলোর পথযাত্রী, যাদের মেধা, মনন, চিন্তা, শ্রম ও দক্ষতার গুণে বেতার দেশের প্রাচীনতম সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিচ্ছে নিরন্তর।

বেতারের সম্প্রচার কার্যক্রমে রয়েছে শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশের জন্য অনুষ্ঠান, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য অনুষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান, সুস্থ পরিবেশবান্ধব জীবনের জন্য বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান, সৃজনশীল মনন বিকাশের জন্য সাহিত্যের অনুষ্ঠান, পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এ সকল অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিশাল জনপদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার মহান কাজটি বেতার সুচারুভাবে সম্পন্ন করে চলেছে নিরন্তর।

১৯৭১ সালে বেতার যে তেজস্বী ভূমিকা পালন করেছে তা জাতিকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখতে হবে চিরকাল। সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়, তখন বেতারের একটি টিম রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থেকে ঐতিহাসিক ভাষণ রেকর্ড করেন। পরদিন সাহসিকতার সাথে রেকর্ডকৃত ভাষণটি বেতার থেকে প্রচার করা হয়। শুধু তাই নয় ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে রাতের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত প্রচার না করে ঢাকা বেতার থেকে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি প্রচার করা হয়। ২৬শে মার্চ সারা বিশ্বে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে বেতারের। বেতারের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মী ২৫ মার্চের পর দেশত্যাগ করেন। সাথে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতের টেপ। যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হ'ত।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণকে যেমন উজ্জীবিত রেখেছিল, আবার একই সাথে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখতে নিরলস কাজ করেছে। আমি অহংকারের সাথে স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদানকে। আর সেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গর্বিত উত্তরাধিকারী বাংলাদেশ বেতার।

"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

বিশ্ব বেতার দিবসে আমি বাংলাদেশ বেতারের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রোতাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। উড়িয়ে ধ্বজা, অভ্রভেদি রথে চড়ে দীপ্ত পদক্ষেপে বাংলাদেশ বেতার এগিয়ে চলুক আলোর পথে এই আমার নিরন্তর প্রার্থনা। জয় হোক বাংলাদেশ বেতারের - জয় বাংলা।

লেখক: সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ
বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ বেতারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম

শৈল্পিক পরিমণ্ডলে নান্দনিক অভিব্যক্তিতে যেমন দিবা-রাত্রি মুখরিত তেমনি জীবন ও জগতের কোন রূঢ় কঠিন সময়ের উত্তাল উত্তেজনাকর মুহূর্তে মানুষের সাথে তথ্য সংযোগ মাধ্যমে নৈকট্য স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ গণযোগাযোগ মাধ্যম বেতার। মানুষের ব্যক্তিজাগতিক ভুবনে 'বেতার' একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা বৈ নয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস। কাকতালীয়ভাবেই বাংলাদেশের ভাষার মাসে নির্ধারিত ও পালিত হয় বিশ্ব বেতার দিবস। ২০২৪ এ দিবসটির জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়-" শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার"

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে রেডিও পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বেতার এর রূপান্তর। এই রূপান্তরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বেতার যে বৈপ্লবিক ভূমিকা দৃষ্ট হয় তা বাংলা ভাষার নিরাপত্তা রক্ষার প্রাচীন বুদ্ধিজীবী উদ্যোগের সাথে তুলনীয়। শোষক ও অপশাসনের কবল থেকে বাংলা ভাষা রক্ষার্থে প্রাচীন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ যেমন বাংলা পাণ্ডুলিপি বুকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে নেপালের রাজ প্রাসাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেছিলেন তেমনি ১৯৭১ এ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনালগ্নেই স্বল্প বিস্তারে ছোট একটি বেতার ট্রান্সমিটার পরম সতর্কতায় সযত্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে সংস্থাপন করেছিলেন তৎকালীন অকুতভয় বাঙালি বেতার কর্মীগণ। প্রত্যয় তাদের- দেশ রক্ষা করতে হবে।

২৬শে মার্চ ১৯৭১ দেশের ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনীতি রক্ষার্থে ভূ-খণ্ডের মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, অরণ্য, পাহাড়, সাগর অধ্যুষিত প্রতি ইঞ্চি ভূমির নিরাপত্তা বিধানে স্বাধীনতা সংগ্রামের 'ডাক' দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই 'ডাক' দেশের প্রতি ঘরে, পথে-প্রান্তরে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে বেতার সম্প্রচার যন্ত্রটি আগলে রেখে ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা (বেতার কর্মীগণ)। বারবার প্রচার করেছিলেন বঙ্গবন্ধু প্রেরিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। বেতার কর্মীগণ তখন 'শব্দ সৈনিক', অজান্তেই তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রচার মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনেও বিশেষ ভূমিকা রাখে বেতার। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত একটি অনবদ্য ইতিহাস। বাংলাদেশ বেতার এর এই অভিযাত্রা-পথ আজ বহুদিকে বিস্তৃত; একদিকে সঙ্গীত-আবৃত্তি-নাটক, অপরদিকে আলোকিত সমাজ গঠনে নিয়মিত সংবাদ প্রচার। পাশাপাশি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে কথিকা/আলোচনা উপস্থাপন, নারী-মুক্তি, বিশ্বকোষ বিবরণী, বহিঃবিশ্বের জন্য অনুষ্ঠান, রাজধানীর ট্রাফিক-আইন ও তাৎক্ষণিক তথ্য দিয়ে জনগণের সাথেই থাকছে বেতার সবসময়। সর্বোপরি দেশের জ্ঞানভিত্তিক নাগরিক সমাজ গঠনে বাংলাদেশ বেতার এর নিরন্তর প্রয়াস পথে বেতারের জন্য অশেষ শুভেচ্ছা।

লেখক: সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (অব)
বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বেতারের কাছে অনেক চাওয়া

ফারোহা সুহরোয়ার্দী

রেডিও অর্থাৎ আমরা যাকে বেতার বলছি, সেটি একশ বছরের মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে। এবছরের ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে অর্থাৎ বিশ্ব বেতার দিবস আয়োজনে বেতারের গৌরবের অতীত স্মরণ করা, বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনে বেতার কিভাবে নিজেকে আরো সকল করে তুলবে তার হিসাব-নিকাশ করার সময় এসেছে। এ জায়গায় রাখঢাক না করে খোলামেলা কথা বলা জরুরী। যে গণমাধ্যম মানুষকে বাক-স্বাধীনতা শিখিয়েছে, তার তো নিজেকে রুদ্ধবাক করা শোভা পায় না।

আমি বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার কৃষি রেডিও এবং আন্তর্জাতিক বেতার ভয়েস অব আমেরিকাতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তিন স্তরের বেতারে মিডিয়াম ওয়েভ, শর্ট ওয়েভ এবং একএম ট্রান্সমিশনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ইন্টারনেটভিত্তিক সম্প্রচারও কিছু শিখেছি। জ্ঞানবুদ্ধি হবার আগে থেকেই বেতারের গান-নাটক কিংবা বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়েছি। সম্প্রচার এবং সাংবাদিকতা নিয়ে লেখালেখাও কিছুটা আছে। তাই অধিকারের দাবী নিয়ে আমি বেতারের অতীতের গৌরব চর্চা না করে সমালোচনার দিকটাই বেছে নেবো।

গণমাধ্যম হিসাবে বেতারের অসীম ক্ষমতার কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু সেই ক্ষমতা কদাচিৎ দেখতে পাই। মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ বেতারের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সোনার অক্ষরে সেসব কীর্তি লেখা থাকবে। তারপর সবুজ বিপ্লব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পোলিও নির্মূল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কিংবা বিভিন্ন জনহিতকর বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। যদি প্রচার ঘণ্টার হিসাব করা হয়, তবে সে সংখ্যা আমাদের অনুমানকে হার মানাবে। কিন্তু কেউ যদি এর ফল জানতে চান, তার পক্ষে যথেষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্যাদি আছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। আজকাল অনেক দেশি-বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে এসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দেয়। সেরকম একটা গবেষণা করে দেখা যেতে পারে। আমি নিশ্চিত, এ গবেষণা একদিকে যেমন বেতারের গৌরবের কথা বলবে, আবার হাজারটা ভাবনাও জুড়ে দেবে।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে আফ্রিকার দেশগুলোতে বেতার গণমাধ্যম হিসাবে সমাজগঠন ও আধুনিক সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। P. J. Deutschmann, R. Dutta, D. Lerner, Y.V. Rao, E.M. Rogers, W. Schramm, V.C. Troldahl, কিংবা G.C. Whiting - এসব উঁচু দরের গবেষকরা গত শতাব্দির ৫০ থেকে ৭০ এর দশকে নানা গবেষণায় বেতার মাধ্যমের সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে লিখেছেন। সেসব সমীক্ষায় বাংলাদেশ বেতার নেই। আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল বা লাতিন আমেরিকার নির্জন গ্রাম আছে অথচ দক্ষিণ এশিয়ার এই সমৃদ্ধ জনপদ নেই। উন্নয়ন সমীক্ষায় বাংলাদেশ খুব একটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ভাণ্ডারে কিছু মাত্র পর্যালোচনার সমীক্ষা রক্ষিত আছে। জানি না সেসবের খোঁজ করে, তথ্য-উপাত্ত থেকে আমরা কেউ কোন দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করি কিনা?

বাংলাদেশ বেতারের দীর্ঘ কর্মজীবনে আমি গবেষণায় অনীহা দেখেছি। সেখানে বিনিয়োগ বলে তেমন কিছু নেই। বৈদেশিক দাতা সংস্থা নানা সময়ে তহবিল প্রদান করে গবেষণা করেছে। তবে সেগুলো সেসব সংস্থার অর্থায়নে পরিবেশিত অনুষ্ঠানের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে। সার্বিকভাবে বেতার অনুষ্ঠান, শ্রোতার চাহিদা, অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা, কিংবা

প্রচারের সফলতা নিয়ে তেমন বড় মাপের কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কখনো কখনো মনে হয়েছে, বেতার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা অনেকটা উপর থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছে। শ্রোতার চাওয়া একেবারে তলানিতেই থেকে যাচ্ছে।

সমাজ যতো বিকশিত হয়, ততই জটিল হতে থাকে। সেখানে সহজ মানুষ আর সহজ থাকেন না। তার ভূমিকা, কাজ, সম্পর্ক, যোগাযোগ, মাধ্যম সবকিছুতেই নতুনত্ব আসে। গণমাধ্যম মানুষকে এসব সম্পর্কে সচেতন করে, উপযুক্ত করে তোলে। এতে বিচ্ছিন্নতার উপশম ঘটে, সম্পৃক্ততার সংস্কৃতি তৈরি হয়। উন্নয়নে গতি আসে, সুষম হয় বন্টন। এ জায়গায় বেতার এতদিন কেমন সাফল্য পেলো? সব কি ঠিকঠাক ছিলো, যেমনটা নীতিনির্ধারকরা চেয়েছিলেন? এসব প্রশ্নের সুরাহা না হলে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফসল তুলতে বেতারের ভূমিকা কী হবে, তার হিসাব কিভাবে মিলবে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কঠিন বাস্তবতা, তার সুফল পেতে যে সামাজিক গড়ন ও প্রস্তুতি, সেসবের কী হবে?

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একসময় রূপকথা মনে হতো, এখন আমাদের জীবনের কোন অংশটা বাস্তব আর কোনটা ভার্চুয়াল তা ঠাহর করা কঠিন। বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচারের বর্তমান হালচাল এবং ভবিষ্যৎ পথচলা বুঝতে আমরা কতোটা সক্ষম। এ নিয়ে ভাবনার অবতারণা করা দরকার এখনই। আত্মতুষ্টি আর অতীতচারিতার ঢাকঢোলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভুলে যাওয়ার সংস্কৃতি অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। আমি জানি বেতারে যোগ্য নেতৃত্ব আছে, সরকার সমন্বয় আর সদিচ্ছা। বাংলাদেশ বেতারে চাকরি করে আমি দেশের বরেণ্য মানুষদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছি। শুধু সম্মানী বা গুণী শিল্পী করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, মানুষগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা কাজে লাগানো খুব জরুরী।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ এক নবীন রাষ্ট্র, সম্প্রতি আমরা এর পঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছি। নবীন এ রাষ্ট্রে ১৫ থেকে ২৯, অর্থাৎ তরুণ প্রজন্ম মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ। বেতারের অন্যতম প্রধান কাজ এ তরুণ জনগোষ্ঠীর আত্মিক, মানসিক এবং বৈষয়িক উন্নয়নে সহযোগিতা করা। তাদের সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা এবং তাদের চাহিদায় সাড়া দেয়া। এ তরুণদের মধ্যে দেশী এবং বিদেশী

কারিকুলামে পড়া শিক্ষার্থী আছে। আছে ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষার্থী। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য দরকার বাড়তি মনোযোগ। প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল ধারায় যুক্ত করার দায়িত্ব রয়েছে বেতারের। তৃতীয় লিঙ্গের তরুণদেরই বা কী হবে? আমরা কী এসব নিয়ে ভাবছি? তাহলে সেসব ভাবনার রূপরেখা হাতের নাগালে, সাধারণ মানুষের সীমানায় রাখাটা জরুরী। বেতার গণমাধ্যম, গণমানুষই এর ধারক-বাহক।

বাংলাদেশ বেতারে এখন কজন শিক্ষার্থী ইন্টার্নশিপ করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কজন গবেষক বেতার ভবন বা ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে যাতায়াত করেন, কিংবা বেতারের কজন কর্মকর্তা ও কলাকুশলী সম্প্রচারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনে তৎপর রয়েছেন? এসব তথ্য থেকে কোন প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং এবং সুনাম তৈরি হয়। সম্প্রচারের হালচাল নিয়ে বেতার প্রকাশনা কি কোন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে? সম্প্রচারে অনবদ্য অবদানের জন্য বেতারের কোন সম্মাননা কিংবা পুরস্কার কী চালু আছে? বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব কোন স্যুভেনিয়রের দোকান আছে? একুশের বইমেলায় বাংলাদেশ বেতারের স্টল নম্বর কতো? এসব প্রশ্ন তুলে আমি কাউকে বিব্রত করলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের মতো অকাল অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা থেকে নতুন নেতৃত্ব সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে এগিয়ে যেতে পারেন, সেই আশাতেই এসব প্রশ্নের অবতারণা।

বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ নিয়ে কতো কী করার আছে। সংবাদে ব্রেকিং নিউজ শুরু করলে বেশ জমতো বলে মনে হয় আমার। Talk Radio মন্দ হতো না। রাত জেগে যেমন টিভি টকশো দেখি। বেতারে তেমনটা হলে শ্রোতার মতামত গঠনের সুযোগ তৈরি হতো। এ নিয়ে কতো ব্যবসা মডেল তৈরি হয়েছে আজকাল।

বিনোদনে বেতার বেশ এগিয়ে, কিন্তু কমেডির বড্ড অভাব। রুচিসম্মত কমেডি বা রম্য অনুষ্ঠান নিয়ে চারদিকে কতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেদিকে একটু নজর দেবার অনুরোধ বাংলাদেশ বেতারের কাছে। রম্য ফর্মেটে কতো কঠিন কথা সহজেই বলে দেয়া যায়। আবার বিনোদনও থাকে। আনন্দের সঙ্গে শেখার পরিবেশ তৈরি করে কমেডি শো। তরুণ শ্রোতার কাছে পৌঁছাতে কমেডি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কমেডি মানুষকে পরমতসহনীয় হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

বেতারের কাছে আমার চাওয়ার শেষ নেই। বেতার শ্রোতা থেকে কর্মকর্তা, আবার শ্রোতার আসনে ফিরে যাওয়া। এ পথ পরিক্রমায় আমি বেতারের শক্তিমত্তা টের পাই। সেজন্যই চাওয়ার তালিকা দীর্ঘ হয়। যে প্রতিষ্ঠান দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করে, জাতি গঠনে নেতৃত্ব দেয়, তার কাছেই তো বেশি চাওয়া। যে প্রতিষ্ঠান, লোকশিল্পের শেষ ভরসা, নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে যে অগ্রগণ্য তার কাছেই আমরা বারবার ফিরে আসি। বিশ্ব বেতার দিবসে, বাংলাদেশ বেতারের জন্য অফুরান ভালোবাসা এবং শুভকামনা। সকল বেতারকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা।

লেখক: সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

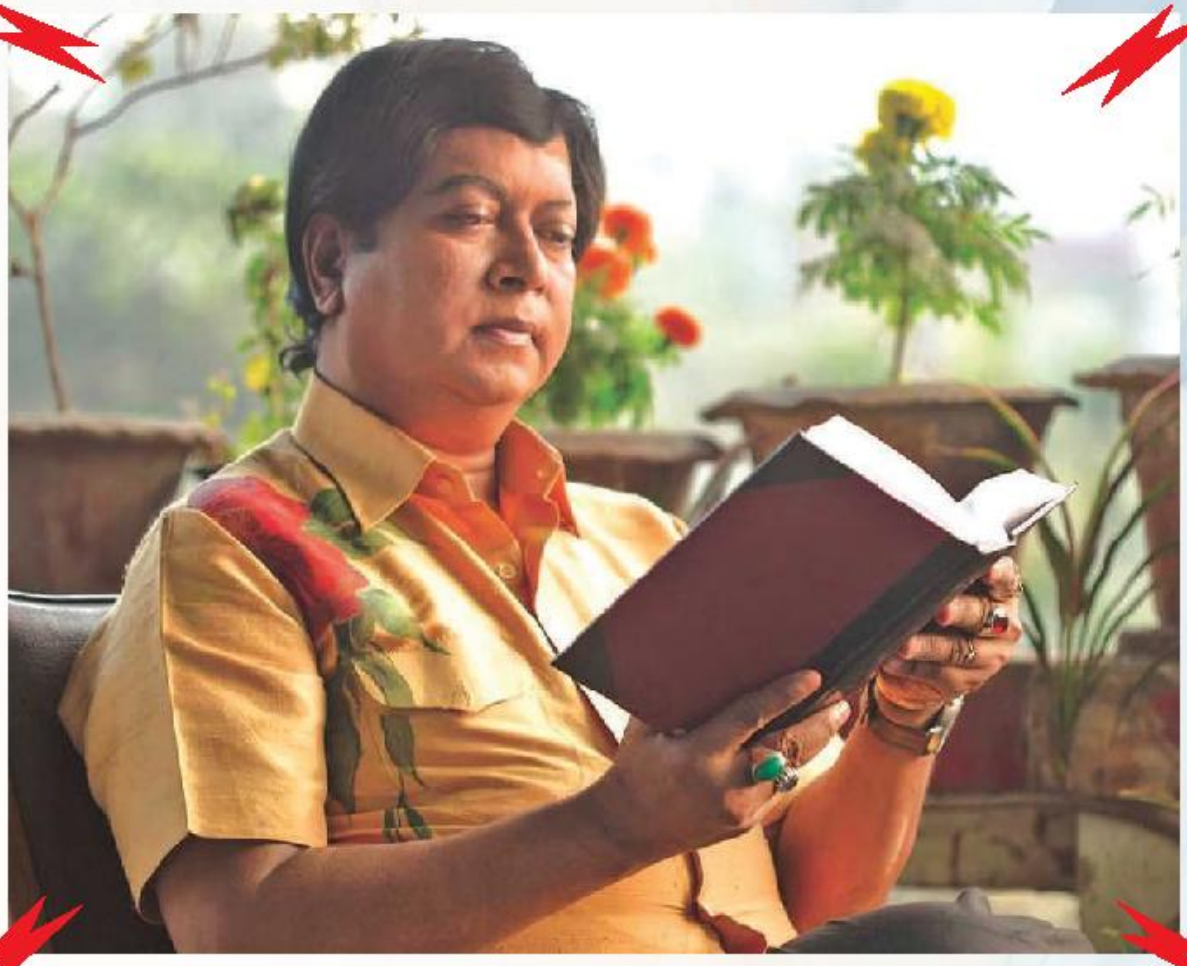

আমার জীবন নদীর এপারে বাংলাদেশ বেতার

সাদি মহম্মদ

ছোট থেকেই বেতার ছিল নিত্য সঙ্গী - গুনগুন্ করতাম, সঙ্গী বড় বোন - লতা। সন্ধ্যা, হেমন্ত, মান্না, আব্বাসউদ্দীন, সোহরাব হোসেন, আব্দুল আলীম সব-মোহিত-আচ্ছন্ন সময়। নাড়া বেঁধে কোনো শিক্ষকের কাছে তালিম কোনদিন নিইনি বা সুযোগ হয়নি। ভরসা 'বেতার'। ৭১ এলো-বাবা শহীদ হলেন - কাকা-ভাই - ঘরিয়ে যাওয়া দিনগুলো ভেবে নতুন করে বেদনা জাগাতে আর চাই না। '৭১ এর সেই দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলা বেতার অনেক উৎসাহ যুগিয়েছে, সবার মত আমাকেও।

রেকর্ড বাজিয়ে গান তোলা। এ যেন হালকা যাওয়ার পানসীতে ভেসে গুনগুন্ করার মতো বোলো আনা আত্মবিশ্বাস। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে '৭৫ এর পট পরিবর্তন আমায় কোনো কূলঃ পাথারে ডুবিয়ে দিল। শান্তিনিকেতনে মানে ভারতীয় বৃত্তি নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে একটু সুরে সুরে নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় চলে গেলাম। মৃত্যুশোক আমায় বিহ্বল করে তোলার আগেই। বেতারে নবকল্লোল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'বনে যদি ফুটলো কুসুম' প্রথম গাওয়া গান। প্রথম দিকে বেতারের অভিজ্ঞতাগুলো সুখকর তো নয়ই - কলবো দুর্বিসহ - অসহায় আমি। পূজোর ছুটিতে এলে দু'টো গান গাইবার সুযোগ পেতাম-LIVE অনুষ্ঠানে। '৭৬ এর কোন এক বিকেল এটা ০৫ মিনিটে প্রচারিত হবে। মা - ভাই - বোনেরা কান পেতে আছে। গান ছিল 'জীবনে যত পূজা' আর 'আজি প্রণমি তোমায়'। বড় কর্তা বললেন - গান পাল্টে অন্য গান গাইতে। পূজা, প্রণমি, দেবতা এগুলো বলবে না। আমি বললাম - এ দুটো গানই গাইবো। নাকচ করে বিদায়। বুঠোকোল তখন ছিলোনা, অন্য কোন কোন গাইনি যে বাড়িতে জানাবো। রাস্তায় কোন দুর্ঘটনায় মরিনি - মরেছি রবীন্দ্রনাথের গানের জীবন-মরণের সীমানায়-হায়, বেতার এর কত কী? এখন এসব পোষাতে হয়না।

ভালবাসার পাল্লাটাই আমার সঙ্গীত জীবনে অনেক সম্মানের। কিন্তু অতীত? ওটাকে সঙ্গে নিয়েই পথচলা। '৭৭ সালে - তখনো শাহবাগে হোম সার্ভিসের স্টুডিওতেই সরাসরি গাওয়া। প্রাচীন আমলের মাইক্রোফোন। লম্বায় এতই ছোট - হারমোনিয়াম এর ওপর বসিয়ে, গলা-মাথা খানিকটা কাত করে ঝুলে ঝুলে গাইছি- "তোমার মোহনরূপে" শরৎকাল - ব্যাস - কাত হয়ে পড়ে গেল মাইক্রোফোন। - আমার হাসির রোল। খুবই গর্হিত কাজ। বেহালা-বাঁশিতে শুধুই ছাড়াটুকু বাজছে সুরে সুরে। আর আমার হাসি, বাকিটুকু স্মৃতিতেই থাক। আমার কান্না হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাল্গুনের পালা সাঙ্গ হলো। এখনো আমার বেতারে নিত্যই যাওয়া-আসা। দুর্বিষহ অতীত পিছে ফেলে সামনের দিকে পথ-চলা।

লেখক: বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী

আমার যত কথা

ফরিদা পারভিন

বাংলাদেশ বেতারের প্রতি প্রথমত আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এ কারণে যে বাংলাদেশ বেতার আমাকে শ্রোতাদের কাছে পরিচিত করেছে। এজন্য আমি সকলের কাছে খুব ঋণী। সে সময় কর্মকর্তা যারা ছিলেন তাদের হাত ধরে আমি প্রথমত বাংলাদেশ বেতারে গান করেছি সেটি ভুলবার নয়। বাংলাদেশ বেতারের যে স্মৃতি তা আমার সংগীত জীবনের পাথেয়।

আমি প্রথম গান করি রংপুর বেতারে। তদাকর হোসেন খান ওনার গান করি। তখন ওই স্টেশনে মোবারক হোসেন খান তখন আরডি ছিলেন। তখন তো বুঝতাম না কি হচ্ছে না হচ্ছে। যখন আমি মেট্রিক দিবো ৬৯-৭০ এ, তখন আমি অডিশন দিলাম রাজশাহী বেতারে। রাজশাহী বেতারে অডিশন দিয়ে প্রথমবার আমি উত্তির্ণ হলাম না, দ্বিতীয়বারও আমি উত্তীর্ণ হলাম না। তৃতীয়বারে উত্তীর্ণ হলাম। কিন্তু এর পেছনে একটু কষ্ট ছিলো, সেখানে মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার তখন রাজশাহী কেন্দ্রে সংগীত পরিচালনা করতেন, সংগীত প্রযোজক ছিলেন। তিনি প্রথমবারে আমাকে এমন তিরস্কারের সুরে কথা বললেন যে – যাও ১৪ বছর তুমি গান করো গিয়ে, গলা সাজিয়ে তারপরে আসো। আমি কাঁদতে কাঁদতে চলে এলাম। আমার একটা অভিমান ছোটবেলা থেকেই বেহেতু আমি আমার পিতা মাতার একটি সন্তান, সে কারণে আমার অভিমানটা একটু বেশিই ছিলো। তো আমি বাসায় এসে খুব কান্নাকাটি করি। কিছুদিন পরে আবার আমি নজরুলের গান করতাম, ক্লাসিকাল চর্চা করেছি, আমার যেসব গুরুরা ছিলেন তাঁদের কাছে ক্লাসিকাল এবং নজরুলের গান করতাম। আমি নজরুলের গান নিয়ে বাংলাদেশ বেতার রাজশাহীতে অডিশন দিলাম। এরপর আমার গুরু বললেন দুইবার যখন আমি উত্তির্ণ হতে পারলাম না, এর যে কষ্ট, আমার মনে হলো যে পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাই না। আমি বাংলাদেশ বেতারে গান করতে পারলেই আমার মনটা খুশি হয়ে যাবে। এরপরে যখন আমি পাশ করলাম, যে ব্যক্তিটি আমার তিরস্কার করেছিলেন জব্বার কাকা, আমরা কাকা বলে ডাকতাম। আমার বাবার সাথে তার একটু সুসম্পর্ক ছিলো, তখন উনিই আবার বললেন মেয়েটা এতো সুরে গান করে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে সংগীত জীবনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রথমতর অধ্যায় বলে আমি মনে করি।

এরপরে রাজশাহী বেতার থেকে আমি এ মাসের গান, নজরুলের গান করেছি, ওই সময় বেতারে ছিলেন ভালো ভালো সুরকার। তাদের মধ্যে আলতাফ হোসেন কাকা, আব্দুল আজীজ কাকা, সারোয়ার জাহান ছিলেন যিনি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসারি করতেন। ঐসময় যে গান করেছি, কি আন্তরিক ছিল। এখনকার সময়ে যারা চেনে জানে, তারাও খুব সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতেন আমাদের সাথে এবং সেই সময় তারা এত স্নেহ করতেন যা মতকাল আমি বাঁচব বাংলাদেশ বেতারের কথা অবশ্যই অবশ্যই আমি বলব। সবসময় আমি আকাশ মিডিয়াতে সাক্ষাতকারে বাংলাদেশ বেতারের কথাই বলি, সবসময় বলব।

আর প্রথম যখন আমি ঢাকায় আসি, বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস থেকে এক মাসব্যাপী লোকসংগীত একটি সমাবেশ হতো। সেই সমাবেশে আমি লালনের গান করতাম। সেই সময় বেতারের যারা ওস্তাদ ব্যক্তি ছিলেন, তাদের মধ্যে কমল দাস গুপ্ত, কাদেরী কিবরিয়া, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ফুলঝুরি খান অন্যতম। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের তখন ডিরেক্টর ছিলেন শহীদুল ইসলাম। তিনি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমি তখনো ওনাদের কাউকে চিনতাম না। আমার গুরু মোকছেদ আলী সাঁই, তিনি আমাকে লালনের গান শেখাতেন। তাঁর হাত ধরে তখন আমাকে লালন সঙ্গীতে ঢাকা বেতারে ইনভুক্ত করা হলো। প্রত্যেকটা রাত্রিতে আমি এতো গান করেছি মাসব্যাপি, প্রতি রাত্রে ১০/১২টা করে গান করবার চেষ্টা করেছি বেতারে রেকর্ড করার জন্য। সেগুলো রেকর্ডকৃতও আছে বাংলাদেশ বেতারের আর্কাইভে।

বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার-কে আমার পরমতম সৌহার্দপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আমি সবসময় বেতারকে সামনে রেখেই পথ এগুতে চাই। কেননা বেতার আমার সংগীত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। যে কারণে আমি বেতারের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ সবসময়ের জন্য। বাংলাদেশ বেতারের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং বেতার আরো এগিয়ে যাবে, আমাদের মত যারা সঙ্গীত নিয়ে বেঁচে আছি, বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হাত বাড়িয়ে দেবে এই প্রত্যাশা করছি।

লেখক: বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী

স্মৃতিতে কিছু কথা

মলয় কুমার গাঙ্গুলী

১৯৬৩ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলার ঢাকায় মতিঝিলে হিজ মাস্টার ভয়েস এ আমার প্রথম গান ও অভিনয়ের সুযোগ হয়। সারারাত জেগে গান ও অভিনয় চলে, এতে অনেক গুণীজন অংশ নেন। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন এ দেশের লোকসঙ্গীতের প্রবাদ পুরুষ মোঃ ওসমান খাঁন। নতুন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আমাকে সন্ধ্যায় রেকর্ডিং এর সুযোগ দেয়া হয়। আমি জীবনের প্রথম Recording একবারেই সেরে ফেলি। এতে উপস্থিত সবাই আমাকে আশীর্বাদ করেন। তার মধ্যে-প্রয়াত বিশিষ্ট সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব মমতাজ আলী খান এবং তৎকালীন ঢাকা কেন্দ্রের RD আশরাফুজ্জামান সাহেব। RD সাহেব আমাকে ঢাকা কেন্দ্রে কণ্ঠ পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরের দিন রেডিওতে গিয়ে কণ্ঠ পরীক্ষা দেই এবং ৩ মাস পর আমাকে চিঠির মাধ্যমে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে নেয়া হয়েছে জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়। এই আমার বেতারের সঙ্গে আত্মীয়তার শুরু, যা আজও চলমান। জানিনা আর কত দিন এ সম্পর্ক চলমান থাকবে।

এবার কিছু কথা বলব যা স্মৃতিতে মিশে আছে। জনাব ওছমান খান আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। সঙ্গীতের ব্যাপারে তার সহযোগিতায় কোন ঘাটতি ছিল না আমার জন্য, তার গান দিয়েই বেতারে গাওয়া শুরু। ঐ সময়ের যারা সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন জনাব ওসমান খান, তার প্রতি আমার আমৃত্যু শ্রদ্ধা। পরিচয় হয় কিংবদন্তি লোকসংগীত শিল্পী মরহুম আবদুল আলীম, মাহমুদুন্নবী, মীনা খান - অর্থাৎ মীনা হামিদ, খন্দকার ফারুক আহমেদ, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর সাথে। এভাবে এগুতে এগুতে ১৯৭১ সাল - আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম চরমপর্যায়ে। ২৫শে মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ মেনে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমিও এ যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেই। '৭১ এর জুন মাসের শেষ দিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠযোদ্ধা হিসেবে অংশ নেই।

দীর্ঘ ৯ মাস পর ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ এ বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্বভার আসে স্বাধীন বাংলা বেতারের পরিচালনা পর্ষদের উপর। দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু হয় ৭২-এ। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি বেতারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আমার একটি গান ছিল, যার কথা ও সুর এবং পরিচালনায় ছিলেন সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব আবদুল লতিফ। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'কান্দে বাউল একতারাতে।' আমার গানের কথা ছিল - "নদীর বুকে যে ভাবাতে মাঝির গলায় গান সেই ভাষারই জন্য দিল আমার ভাইয়ে প্রাণ"

তারপর আসে মার্চে স্বাধীনতা দিবস। সেখানেও আমার একটি গান গাওয়ার সুযোগ আসে। তাও লতিফ ভাইয়ের পরিচালনা, লেখা ও সুরে - গানটি হল - 'আজকে সবার মুখে হাসি স্বাধীন মোদের দেশ, অত্যাচারি অনাচারির দিন যে হল শেষ।'

এবার আসি বেতারে নিজস্ব শিল্পী হিসাবে আমার যোগদান প্রসঙ্গে। অনুষ্ঠান তৈরী, রেকর্ডিং এর জন্য লোকের প্রয়োজন এবং সরকারের নির্দেশে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস নামে একটি Unit পরিচালনার জন্য পরিচালকের দরকার। সেখানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে জনাব শহীদুল ইসলামকে নেয়া হয়। আমি নিজস্ব শিল্পী হিসাবে যোগদান করি। ঘোষক হিসাবে মাজহারুল ইসলামকে নেয়া হয়। কিন্তু বসার কারো কোন জায়গা নেই, দপ্তরও নেই। তারপর মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি আসে নতুন দপ্তর তৈরী করার এবং ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস বিল্ডিং তৈরী হয়। এতে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল অংশগ্রহণ করার অর্থাৎ বিল্ডিং এর যখন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি শুরু হয় তখন একটি ইট আমিও দিয়েছিলাম যার ফলে নিজেকে সর্বদাই বেতারের অংশীদার মনে হয়। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস ৭৩ সালে সপ্তাহব্যাপী লোকসঙ্গীত উৎসব করে। এতে দেশের লোকগানের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নিয়েছিলেন এবং উৎসবটি দেশের বাইরেও প্রশংসিত হয়েছিল। বেতারে থাকা অবস্থায় আমি Sound and Balance এর উপর বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স করি। Sound এর প্রশিক্ষক ছিলেন BBC এর-টিফ ইঞ্জিনিয়ার ড. উইলিয়ামস এবং Balance এর উপর ছিলেন অষ্ট্রেলিয়া রেডিওর প্রধান শব্দ নিয়ন্ত্রক রিচার্ড এসপিন্যাল।

সঙ্গীতের কারণে আজ আমি সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত। এর জন্য বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বেতার আমাকে গাওয়ার শক্তি দিয়েছে, সুযোগ করে দিয়েছে চলচ্চিত্র, টিভিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সঙ্গীত পরিবেশন করে। বেতার থেকে ২০০২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর চীফ মিউজিক প্রডিউসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করি। তবে অবসরে গেলেও আজও বেতারের ডাকে ছুটে আসি, পরিবেশন করার চেষ্টা করি। যত দিন বাঁচব এখানে আসবো, গাইবো এবং আগামী অনুষ্ঠান কখন হবে তা বেতার বাংলায় দেখব। শেষ করার আগে আবার বেতার এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পীদের বিশ্ব বেতার দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।

লেখক: শিল্পী, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক

বে-তারে বাধা বীণার তার

আজিজুল হাকিম

লেখাটা কোথা থেকে শুরু করবো সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। বেতারের সাথে আমার সম্পৃক্ততা অনেক দিনের। কাজের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতিও প্রচুর। বেতারের প্রতি আগ্রহটা তৈরী হয়েছে আমার কিশোর বয়স থেকেই। আব্বার একটি বক্স টাইপ রেডিও ছিল বিশালাকৃতির। আব্বা এবং আম্মা সেটি নিয়মিত শুনতেন। আমার ভাই বোনেরা যেহেতু সবাই শিক্ষার্থী তাই আমাদের রেডিও শোনার কোন অনুমতি ছিল না। সালটা ১৯৬৮-৬৯, যখন আব্বা এবং আম্মা রেডিও শুনতেন তখন আমরা ভাই বোনেরা পাশের ঘর থেকে তা শুনবার চেষ্টা করতাম। ঐখান থেকে ভেসে আসা মানুষের কণ্ঠ এবং সংগীত আমাদেরকে আগ্রহী করে তুলতো এবং তাবাতো, সংবাদ থেকে শুরু করে গান – নাটক আমাকে আপ্লুত করতো। ছোট বেলায় মায়ের কোলে বসে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার কারণে পর্দার মানুষদের প্রতি এবং অভিনয়ের প্রতি একধরনের আগ্রহ জন্মাতে শুরু করে। আব্বা অফিসে থাকলে বড় আপা আর আমি রেডিও নিয়ে বসে যেতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠান শোনার জন্য। মনে পড়ে তখন এ সপ্তাহের নাটক, অনুরোধের আসর 'পানের ডালি', সৈনিক ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান 'দুর্বার' এসব ছিল আমাদের দুজনের অত্যন্ত প্রিয়। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা ছিলাম নিয়মিত শ্রোতা। গানের জন্য অনুরোধ করে নিজের নাম রেডিওতে শুনে আমরা খুব উজ্জীবিত হতাম। সিনেমা দেখে এবং বেতার নাটক শুনে অভিনয়ের প্রতি যে আগ্রহটা তৈরী হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় মঞ্চে কাজ করা শুরু করি এবং একটা সময়ে টেলিভিশনে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে যাই।

১৯৮৪ সালে বেতারে অভিনয়ে কণ্ঠস্বর পরীক্ষার জন্য ডাক পাই। অডিশন বোর্ডে বাংলাদেশের নামকরা সব অভিনয় শিল্পীরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আমার মত আরো অনেকেই এসেছেন কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দেবার জন্য। যখন আমার ডাক পড়ল তখন আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল, কারণ অভিনয় করার জন্য যে স্ক্রিপটি দেয়া হয়েছিল সেটা সবার সামনে আমাকে অভিনয় করে শোনাতে হবে সেই জন্য। মাইক্রোফোনের সামনে আমি আর কাঁচের দেয়ালের ওপারে বিচারকগন, শ্রদ্ধেয় হাসান ইমাম, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, রণেন কুশারীসহ আরো কয়েকজন। সেদিন ভয় পেলেও অভিনয়টা খারাপ করিনি, তাই তালিকাভুক্ত হয়ে গেলাম বেতারের নাট্যশিল্পী হিসাবে।

১৯৮৪ থেকে আজ পর্যন্ত এই এতগুলো বছরে বেতারে নাটক ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিয়েছি। সখ্যতা হয়েছে অনেক নাট্যজন এবং নির্দেশকের সঙ্গে। কিছু কিছু ঘটনা চোখ বুজলেই চোখের সামনে এসে ধরা পড়ে।

এই সুযোগে কয়েকটি ঘটনার কথা এই লেখায় লিখতে চাই। প্রথম যে ঘটনাটি আমার মনে পড়ছে সেটি হচ্ছে – দুই প্রজন্মের দুই নাট্যশিল্পীর সাক্ষাৎকার। এই প্রজন্মের আমি এবং আগের প্রজন্মের অভিনয় শিল্পী নাট্যকার প্রযোজক শ্রদ্ধেয় রণেন কুশারী। আমরা দুজন দুজনকে প্রশ্ন করে অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিতে হবে। আজ আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি আমাদের অভিভাবক, শিক্ষক, সহশিল্পী প্রয়াত রণেন কুশারীকে। যিনি আমাকে শিখিয়েছেন অভিনয়, বিনয় এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে কিভাবে নিজেকে তৈরী করতে হবে তার সূত্র। এমন আরো অনেক গুণি মানুষের সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বেতার নাটকের শ্রোতা এত মনোযোগী এবং দেশব্যাপী এত বিস্তৃত যে একটি ধারাবাহিক নাটক তাদের ভালবাসায় সাড়ে তিন বছর প্রচারিত হয়। নাটকটি জনসংখ্যা কার্যক্রমের 'মানিক চান্দের কিস্সা'। শ্রোতাদের ভালবাসায় সিক্ত আমার অভিনিত চরিত্র 'মানিক চান্দ' এখনও শ্রোতাদের হৃদয়ে বেঁচে আছে। এটি আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। এই নাটকের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের প্রত্যেকের ডেডিকেশন এবং কমিটমেন্ট একটি প্রযোজনাকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়, তার প্রমাণ এই 'মানিক চান্দের কিস্সা'। নাটকটি লিখেছেন মো. শাহ আলমগীর এবং প্রযোজনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় হেদায়েতুর রহমান, যিনি তখন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমার সহশিল্পী হিসেবে পেয়েছিলাম শিরীন বকুল, ফজলুর রহমান বাবু, আশিষ কুমার সোহ, আনিসুর রহমানসহ আরো অনেক শিল্পীকে।

অতি সম্প্রতি জনসংখ্যার আরেকটি ধারাবাহিক নাটক শেষ করলাম। এটিও প্রায় চার বছর শ্রোতাদের ভালোবাসায় প্রচারিত হয়েছে। নাটকটির নাম 'নিহার বানু'। সৌভাগ্যক্রমে এই নাটকটির রচয়িতাও মো. শাহ আলমগীর। পরিচালনা করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু নওশের ভাই, প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন। সহশিল্পী হিসেবে ছিলেন রুবি আফরোজ আসা, জিয়াউল হাসান কিসলু ভাই, মামুনুর রশীদ ভাই, ফজলুর রহমান বাবু, বহ্নি বেপারীসহ অনেকেই। একসাথে কাজ করতে গিয়ে মনে হয় আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। বাণিজ্যিক কার্যক্রম, কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, হোম সার্ভিসসহ বেতারের সবগুলো ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি।

বেতারের প্রতি আমার ভালোবাসা অন্যদের চেয়ে একটু বেশী, কারণ আমার শ্বশুর প্রয়াত হাবিবুর রহমান ছিলেন বেতারের একজন কর্মকর্তা। সেই সূত্র ধরে বেতারের অনেকেই আমাকে বেতারের জামাই বলে ডাকেন। আমি আপ্লুত হই। আমার ভালোলাগে - যখন কেউ আমাকে বলেন 'আপনার শ্বশুর ছিলেন একজন নিখাদ ভালোমানুষ'। আমার ভালোলাগায়, ভালোবাসায় প্রতিষ্ঠান বেতারে যাঁরা নিয়মিত কাজ করছেন আমার বিশ্বাস তাঁরা প্রত্যেকেই ভলো মানুষ। বেতার দিবসে আমি বেতারের সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং সেই সাথে সেইসব ভালো মানুষদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

লেখক: নাট্য অভিনেতা

বাংলাদেশ বেতার জনসাধারণের বিশ্বস্ত বন্ধু

ইকবাল খোরশেদ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে নাড়ির সম্পর্ক। এর জন্মকালের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে এক ঐতিহাসিক মেলবন্ধন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে নয় মাসব্যাপী সংঘটিত রক্তক্ষয়ী এক জনযুদ্ধের অবসানে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থানলাভ করে। এর ৩২ বছর পূর্বে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ বেতারের। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে অনন্য সাধারণ এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বেতারকর্মীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চালু করে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। এই কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। কেননা, এই কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান, নাটক, কবিতা, আলেখ্যানুষ্ঠান, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের জনগণকে স্বাধীনতার প্রশ্নে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বেতারকর্মীবৃন্দ আরও একটি দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। '৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন বেতারকর্মীগণ সেটি সরাসরি সম্প্রচার করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করতে দেয় না। প্রতিবাদে বেতারকর্মীবৃন্দ ঐদিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার পুরোপুরি বন্ধ করে দেন। সামরিক সরকার বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুর রেকর্ডকৃত ভাষণ পরদিন ৮ই মার্চ সকাল ৮টায় সম্প্রচার করতে। এর মধ্যদিয়ে বেতারের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। বেতারকর্মীদের দুঃসাহসিক এই ভূমিকার ফলে সারাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পায় এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে অনুপ্রাণিত হয়।

বাংলাদেশ বেতার জনসাধারণের বিশ্বস্ত বন্ধু। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর দেশের প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, বিনোদন, খেলাধুলা, আবহাওয়া, কৃষি, নাটক, শিশু-কিশোরদের উপযোগী নানা অনুষ্ঠান এবং দেশি-বিদেশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সম্প্রচার করে বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কুমিল্লা এই বারোটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন প্রায় তিনশো ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এই বারোটি কেন্দ্র ছাড়াও ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, বাণিজ্যিক কার্যক্রম, কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল এবং ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে। বহির্বিশ্ব কার্যক্রম বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি ও আরবি মোট পাঁচটি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে। বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে মেধাবী, দক্ষ, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ও কর্মীবাহিনী। যাঁরা জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে এবং নানারকম অনুষ্ঠান প্রচার করে মানুষের জীবনমান সমৃদ্ধ করতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

একজন নগণ্য লেখক ও কণ্ঠশিল্পী (তালিকাভুক্ত আর্টিস্ট) হিসেবে জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'শতাব্দী জুড়ে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার'। প্রকৃত অর্থেই বিগত ৮৫ বছর ধরে বাংলাদেশ বেতার তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। বেতার দিবসে বাংলাদেশ বেতারের সকল কর্মকর্তা, কর্মীবাহিনী, শিল্পী, কলাকুশলী, পাণ্ডুলিপি লেখক, বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে এবং সর্বোপরি বেতার শ্রোতা বন্ধুদের জানাই একরাশ ফুলেল শুভেচ্ছা ও হার্দিক ভালোবাসা।

লেখক: বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব

আগামী দিনের অর্থনীতির পথ-নকশা: তরুণ জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা

ড. আতিউর রহমান

মূলত তরুণদের রক্তে-ঘামেই অর্জিত হয়েছে আমাদের এই প্রিয় স্বদেশভূমি। মুক্তিযোদ্ধাদের তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন সরাসরি কৃষকের সন্তান। তাদের গড় বয়স ছিল ২২ বছরের আশেপাশে। তাদের স্বপ্ন ছিল সবার জন্য আত্মমর্যাদাপূর্ণ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তাই কষ্ট হয় যখন যাদের এক জরিপে (৫,৬০০ জনের ওপর পরিচালিত) জানতে পারি যে তাদের ৪২ শতাংশই বিদেশে চলে যেতে আগ্রহী। কেন এই হতাশাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো? তারাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে স্পষ্ট করে। উত্তরদাতাদের ৫১% বলেছে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ জোটেনা। ৪১% মনে করে উদ্ভাবনী ও উদ্যোক্তা হবার সুযোগের বড়ো অভাব। উপযুক্ত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ কম বলে জানিয়েছে ৪২%। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ৪০% উত্তরদাতা। তাদের কাছে মূল্যস্ফীতি (৫০.৫%), কর্মসংস্থানের অভাব (৬৭.৩%), দুর্নীতি (৮৮.৮%) এবং নিরাপত্তাহীনতা (৪৭.৩%) উন্নয়নের বড় বাধা।

এই প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করার প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা তরুণ জনগোষ্ঠীর সামনে অবশ্যই ব্যক্ত করতে হবে। অগ্রাধিকার দিতে হবে খাদ্য নিরাপত্তা, আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনা, বহিঃঅর্থনীতির সুরক্ষাকে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল সকলের কাছে পৌঁছাতে কর্মসংস্থান তৈরিকে প্রধানতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রতি বছর ২০ লক্ষ তরুণ শ্রমবাজারে ঢুকছে। অথচ প্রতি বছর আনুষ্ঠানিক খাতে কাজের সুযোগ বাড়ছে মাত্র ২ লক্ষ। কাজের সুযোগ বাড়ানোর এবং শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে অল্প সময়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার কয়েক গুণ বাড়িয়ে ১৭ শতাংশে ওঠানো গেছে (এর মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ নারী)। তাই কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ৩-৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের অধিকার দলগুলোকে দিতে হবে।

বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আইন-কানুন আরও সহজ করার পাশাপাশি ডিজিটাইজেশনের ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে (স্মার্ট অর্থনীতি)। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু অর্থায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিদেশমুখী তরুণদের দেশের বিষয়ে আশাবাদি করে তোলার জন্য খাতভিত্তিক

সুনির্দিষ্ট উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে শুরু করে কর প্রদান, ভূমি ব্যবস্থাপনা- সহ সকল সরকারি সেবায় শতভাগ ডিজিটাইজেশনের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ তথা চলমান সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গিকার দরকার। এরই মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাইজেশনে চোখে পড়ার মতো বেশ কিছু কাজ করে ফেলেছে। এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সেই অঙ্গিকার দলগুলোকে প্রকাশ্যে বলতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মানুষের জন্য উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী জীবন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য নাগরিকদের 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর পরিকল্পনা চাই। মূলধারার কারিকুলাম-সহ অন্যান্য মাধ্যমেও (যেমন: গণমাধ্যম) এই 'ডিজিটাল লিটারেসি' বাড়ানোর কর্মসূচি নিতে হবে। এতে পুরো সমাজই ডিজিটাল প্রযুক্তি ও 'ইন্টারনেট অফ থিংস'-এর সুফল নিতে সক্ষম হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি, দারিদ্র্য রেখার একটু উপরে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের সুরক্ষায়ও নতুন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে।

মুদ্রাস্ফীতি এবং অনিয়ম থেকে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সুরক্ষা করার মাধ্যমেই দেশের মানুষকে বিশেষত তরুণ সমাজকে দেশ নিয়ে আশাবাদি করা যাবে। তাই অনিয়ম রোধে সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিকল্পনা ও অঙ্গিকার সব দলের ইশতেহারে থাকা চাই। যেমন: ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে শহরের খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সরবরাহ চেইনের বিভিন্ন ধাপে ঘুষ ও চাঁদাবাজি রোধের প্রতিশ্রুতি থাকলে নিত্যপণ্য নিয়ে মানুষের দুর্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমবে।

তবে তরুণদের স্বদেশমুখী করতে কেবল প্রতিশ্রুতি দেয়া আর সেগুলো পূরণের রোডম্যাপ দেয়াই যথেষ্ট হবে না। ক্ষু-রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক যে চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশের সামনে রয়েছে সেগুলোর দিকেও রয়েছে তাদের সজাগ দৃষ্টি। বিশেষ করে আর্থিক খাতের বিরাজমান সংকটগুলো নিয়ে আর সকলের মতো তরুণরাও ভাবিত। নীতি-নির্ধারকদের তাই আর্থিক খাতের সুশাসন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। মুদ্রানীতিকে আরও কিছুদিন সংরক্ষণশীল করতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থেই ঋণ প্রবাহ কমিয়ে আনা দরকার। টাকাকে দামি করা দরকার। তবে লক্ষ্য রাখা চাই যেন উৎপাদনমুখী খাতে (বিশেষ করে কৃষিতে) ঋণ প্রবাহ না কমিয়ে অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ কমে। যে সব ঋণ দেয়ার ফলে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে এমএসএমইগুলোর দিকে সুনজর নিশ্চিত করা চাই।

হুন্ডির মাধ্যমে প্রবাসী আয় দেশে পাঠানোর প্রবণতা রুখতে শক্তিশালী মনিটরিং লাগবে। পাশাপাশি জনগণকে প্রবাসী ও তাদের পরিবারকে বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানোর সুবিধাগুলো সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলার দিকেই বেশি মনযোগী হওয়া চাই। প্রবাসীদের জন্য তৈরি বন্ডের সুদের হার আরও বাড়ানো এবং ডিজিটাল মঞ্চ থেকে সহজেই তার লেনদেন নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারি ট্রেজারি বন্ডকেও প্রবাসীদের কাছে ডিজিটালি বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিদ্যমান সংকটকালে প্রবাসী আয়ের পাশাপাশি রপ্তানি আয় প্রবাহ ধরে রাখাও একান্ত জরুরি। আরএমজি রপ্তানি যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে আরএমজি উদ্যোক্তাদের যথাযথ সুবিধা দিতে হবে। রপ্তানি প্রণোদনার পাশাপাশি ডলার সংকট বা অন্যান্য কারণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করার ক্ষেত্রেও যেন উদ্যোক্তারা কোন চ্যালেঞ্জের মুখে না পড়েন তা দেখতে হবে। আরএমজির পাশাপাশি অন্য রপ্তানি খাতগুলোকেও আরও শক্তিশালি করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে চামড়া শিল্পে ২০৩০ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ১০ বিলিয়নে নিয়ে যাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বাস্তবায়নে বিশেষ মনযোগ দরকার। বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্যোগে মূল চালিকা শক্তিই হবে তরুণ উদ্যোক্তা ও কর্মীরা।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করতে পারলেই আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে ভরসা সঞ্চার করা যাবে। এ জন্য একদিকে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেমন দক্ষতা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজস্ব আহরণের সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। সরকারের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। নির্ধারিত সময়ে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় সীমার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। সরকারি প্রকল্পের ব্যয় তদারকির জন্য দরকারবোধে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। আর সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের আশেপাশে আটকে না রেখে মধ্যম মেয়াদে ১৫ শতাংশে এবং দীর্ঘমেয়াদে ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে।

আমাদের আশাবাদি তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। তরুণদের প্রত্যাশা হলো- আমাদের নীতি-নির্ধারকরা তরুণদের কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অমিত আর্থ-সামাজিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার একটি ভরসা-সঞ্চারি পথনকশা হাজির করবেন।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বসন্ত বন্দনা

নির্মলেন্দু গুণ

হয়তো ফুটেনি ফুল রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যতো আছে,
হয়তো গাহেনি পাখি অন্তর উদাস করা সুরে
বনের কুসুমগুলি ঘিরে। আকাশে মেলিয়া আঁখি
তবুও ফুটেছে জবা, দুরন্ত শিমুল গাছে গাছে,
তার তলে ভালোবেসে বসে আছে বসন্তপথিক।

এলিয়ে পড়েছে হাওয়া, ত্বকে কী চঞ্চল শিহরণ,
মন যেন দুপুরের ঘূর্ণি-পাওয়া পাতা, ভালোবেসে
অনন্ত সঙ্গীত স্রোতে পাক খেয়ে মৃত্তিকার বুকে
নিমজ্জিত হতে চায়। হায় কী আনন্দ জাগানিয়া।

এমন আগ্রাসী ঋতু থেকে যতোই ফেরাই চোখ,
যতোই এড়াতে চাই তাকে দেখি সে অনতিক্রম্য।
বসন্ত কবির মতো রচে তার রম্য কাব্য খানি
নবীন পল্লবে, ফুলে ফুলে। বুঝি আমাকেও শেষে
গিলেছে এ খল-নারী আপাদমস্তক ভালোবেসে।

আমি তাই লঘুচালে বন্দিলাম স্বরূপ তাহার,
সহজ অক্ষরবৃত্তে বাঙলার বসন্ত বাহার।

মনোহর

জেবুন্নেছা জেবু

আকাশের মতো করে
ভালোবেসো না আমায়,
আকাশ যে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়
প্রেম চাই না কখনো আমি
তা কেবলই দূরত্ব বাড়ায়।
আমি চাই সেই ভালোবাসা
যে ভালোবাসা অস্তিত্বের মতো,
পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
অবিরাম ছুটে চলা
ঝরনার মতো বিস্ময়কর।
কিংবা নিরবচ্ছিন্ন
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মনোহর।
বৃষ্টির মতো ঢেও না আমায়
তা থাকে না সবসময়,
আমি তোমাকে অপরূপ ভালোবাসি
চন্দ্র সূর্যের মতো লেনাদেনায় দিবানিশি,
দেখি ঠিক মায়ের মমতার মতো
রাখি তোমায় অরূপ ভালোবাসায়,
সে ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন নাই
সবার জীবনে এমন একজন থাকা চায়।

লাল বর্ণমালা

পারভেজ বাবুল

আমাকে কয়েকটি বর্ণমালা দাও
লাল বর্ণমালা, বাংলা বর্ণমালা।

আমি আমার মা, মাটি, আর মানুষের কথা লিখবো
অমর একুশে ফেব্রুয়ারির কথা লিখবো
বাংলা ভাষা আন্দোলনের কথা লিখবো
রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বার -
সকল শহিদের রক্তে কেনা বাংলা ভাষার কথা লিখবো।

আমি শহিদ মিনারের কথা লিখবো
একুশের চেতনায় উজ্জীবিত "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" -
স্লোগানের কথা লিখবো;
একুশের কবিতা ও গানের কথা লিখবো।

আমাকে কয়েকটি বর্ণমালা দাও
লাল বর্ণমালা, বাংলা বর্ণমালা।

আমি আমার স্বাধীনতার কথা লিখবো
লাল সবুজ পতাকার কথা লিখবো
লাখ শহিদের রক্তে আঁকা -
বাংলাদেশের মানচিত্রের কথা লিখবো।

আমি উনিশশো বায়ান্ন সালের কথা লিখবো
উনিশশো একাত্তর সালের কথা লিখবো
ত্রিশ লাখ শহিদ, পাঁচ লাখ নির্যাতিতা নারীর কথা লিখবো
পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রির কথা লিখবো
ষোলোই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় দিবসের কথা লিখবো।

আমাকে কয়েকটি বর্ণমালা দাও
লাল বর্ণমালা, বাংলা বর্ণমালা।

প্রিয়তম দেশের প্রাণের আওয়াজ -
"জয় বাংলা" স্লোগানের কথা লিখবো
চিরায়ত বাংলা, অদম্য বাঙালি,
এবং মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস লিখবো।

আমাকে কয়েকটি বর্ণমালা দাও
লাল বর্ণমালা, বাংলা বর্ণমালা।

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষার লড়াই এবং মর্যাদা

ড. সুলতান মাহমুদ

যেকোনো জাতিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা অনন্য এক মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমেই নিজেদের আত্মমর্যাদা এবং আত্মপরিচয় ফুটে ওঠে। পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীই তার মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। মাতৃভাষার মর্যাদার ওপর ভিত্তি করেই একটা জাতিকে এগিয়ে যেতে হয়। এই পথচলায় বিপত্তি ঘটে পরাধীন জাতির। যেটি আমাদের বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের জাঁতাকলে বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন কষ্টভোগ করেছে। যে কষ্টের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। ব্রিটিশ শাসনের কাছ থেকে মুক্ত হবার পর ভারতবর্ষ তিন খণ্ডে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ হয়। ভারত-পাকিস্তান নামে রাষ্ট্র দুটোর জন্ম হয় ধর্মভিত্তিক। দ্বিজাতিতত্ত্ব নামের একটি অদ্ভুত দর্শনকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তান অংশের বাঙালিরা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দর্শনকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। আর গান্ধীজির ধ্যানের ভারত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হলেও জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়ে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলে। সেটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পরিচয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি অধ্যুষিত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী খামচে ধরে। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অশুভ ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে পাকিস্তান সৃষ্টির পর নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষার মাধ্যম, দাপ্তরিক ও আদালতের ভাষা ঘোষণার দাবিটি বিবৃতি, সভা-সমাবেশ, গণসংযোগ ইত্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল। ডিসেম্বর মাস থেকে সরকারের উচ্চতর প্রশাসন ও পুরান ঢাকার কিছু অভিজাত পরিবার, যারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাস করেও এ দেশের ভাষা রপ্ত করতে পারেনি বা উর্দু ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো, তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। এই কর্মকাণ্ডে স্বভাবতই ঢাকা শহরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংলাভাষী সাধারণ জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয় ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কার্যত পূর্ব পাকিস্তান অংশের বাংলাভাষী মানুষ আকস্মিক ও অন্যায্য এ সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি এবং মানসিকভাবে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এর ফলে বাংলাভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এ ভাষা নিয়ে সীমিত পর্যায়ের আন্দোলন হয়। তা চরমে রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ওইদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষার দাবিতে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলিতে হতাহত হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সমাবেশ-মিছিল ইত্যাদি বেআইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তানি শাসকগণ সুচিন্তিতভাবে বাংলা ভাষার

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালেই শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় দুটো সংগঠন গড়ে তোলা হয়। একটি 'রেনেসাঁ সোসাইটি' আর অন্যটি 'সাহিত্য সংসদ'। এই সংগঠন দুটো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি নীতি গ্রহণের জন্য বাংলা ভাষার ভেতর একটি ইসলামি ধারণা বের করার চেষ্টা করে। বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ থাকায় এ ব্যাপারে তারা উৎসাহী হয়। এমনকি তারা আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবও উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবটি দ্রুতই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা চর্চা শুরু হয়।

এদেশের আলোকিত মানুষরা পাকিস্তানি শাসকদের ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে। সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, খুব সচেতনভাবে শাসকরা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চাচ্ছে। পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের মধ্য থেকে গঠিত 'ভাষা কমিটি' প্রথমেই সরকারি অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। একইভাবে প্রতিবাদ জানায় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীসহ অনেকেই প্রতিবাদে উত্তাল হয়। তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শধারী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। দেশে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা সমুন্নত করার প্রত্যয় নিয়ে ভারত বিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় গড়ে উঠে এই সংগঠনটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ হয় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ। তমদ্দুন মজলিশের গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ: ১. কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে 'সুস্থ ও সুন্দর' তমদ্দুন গড়ে তোলা; ২. যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানবসমাজকে এগিয়ে নেওয়া; ৩. মানবীয় মূল্যবোধভিত্তিক সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; ৪. নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা। প্রতিষ্ঠার পর এর প্রথম পর্বে তমদ্দুন মজলিশের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। মজলিশের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সারা বছর আলোচনা সভা, সেমিনার, বিতর্ক, নাট্যাভিনয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। এর নিয়মিত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ। তমদ্দুন মজলিশের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর (২৮ কার্তিক ১৩৫৫)। শুরুতে সৈনিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শাহেদ আলী এবং পরে সভাপতি হন আবদুল গফুর।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের আগেই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের শাসকদের স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে এ অঞ্চলের তখনকার যুবসমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষার চিন্তা করতে শুরু করে। প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল কোলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের একটি কক্ষে। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন-কাজী ইদ্রিস, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, রাজশাহীর আতাউর রহমান, আখলাকুর রহমান আরও কয়েকজন। আলোচ্য বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের যুবসমাজের করণীয় কী? এর কয়েকদিন আগেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক নিবন্ধে বলেছিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আজাদে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. জিয়াউদ্দীনের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপরীতে তিনি প্রস্তাব দিলেন, প্রস্তাবিত পাকিস্তানের যদি একটি রাষ্ট্রভাষা হয় তবে গণতন্ত্র সম্মতভাবে শতকরা ৫৬ জনের ভাষা বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলে উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখনকার প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার ধারক যুব-সম্প্রদায়কে। এরই ফলশ্রুতিতে সিরাজউদ্দৌলা হোটেলের বৈঠকটি আয়োজিত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অসাম্প্রদায়িক যুব-সম্প্রদায়ের সম্মেলন ডাকতে হবে। বৈঠকের নেতৃবৃন্দ ঢাকা পৌঁছালেন, ঢাকার ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। উনিশ-শ সাতচল্লিশ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হলো।

ঢাকা মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাড়িতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; কারণ এই সম্মেলনে বাধা সৃষ্টি করেছিল খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার এবং তার অনুগ্রহপুষ্টরা। ৭ সেপ্টেম্বর সম্মেলনে জন্ম নিলো পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক যুব প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ। সম্মেলনের কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবগুলো পাঠ করলেন সেদিনের ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক'। এভাবেই ভাষার দাবি প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। উচ্চারিত হয়েছিল নিজের মাতৃভাষায় বিনা খরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকারের দাবি। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবি।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে ভাষার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তা সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হলো ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে তাকে প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার দিলেন লিয়াকত আলী খান। তিনি এবং রাজা গজনফর আলী খান উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ব্যক্ত করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দিন এবং তমিজউদ্দিন খান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। নাজিমুদ্দিন বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চায়। ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের একটি সভা বসল। সভায় আপোসকর্মীদের ষড়যন্ত্র শুরু হলো। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বায়কসহ অনেকেই তখন সোদুল্যমানতায় ভুগছে, আপস করতে চাইছে সরকারের সঙ্গে। একটি বজ্রকণ্ঠ সচকিত হয়ে উঠল, 'সরকার কি আপসের প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে সমর্থন দিলেন অলি আহাদ, তোয়াহা, মোশতাকীন শওকত সাহেব, শামসুল হক সাহেব। আপসকামীদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেল। এ সম্পর্কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে অলি আহাদ বলেছিলেন- 'সেদিন সন্ধ্যায় যদি মুজিব ভাই ঢাকায় না পৌঁছতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না। ১১ মার্চ হরতাল হয়েছিল, পিকেটিং হয়েছিল সেক্রেটারিয়েটের সামনে, সেখান থেকে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁর আগে সাথী অলি আহাদ, শামসুল হক সাহেব, শওকত সাহেব এবং অন্যদের সঙ্গে।

১১ মার্চের আন্দোলন তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন আপসের কথা তুললেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় যেহেতু বঙ্গবন্ধুসহ ভাষা আন্দোলনের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেহেতু চুক্তির খসড়া কারাগারে নিয়ে গিয়ে তাতে তাদের সকলের সম্মতি নেওয়া হয়। শর্তানুসারে ১৫ মার্চ নেতারা মুক্তি পেলেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন পুলিশি জুলুম

ও সরকারের গণবিরোধী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা তাদের দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। মুজিব জনতার মনের কথাটি ধরতে পারলেন। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সভা শেষে সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে তিনি ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা ঘেরাও করেছিলেন। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জ হয়েছিল, কাঁদানে গ্যাস ছাড়া হয়েছিল। শেখ মুজিবের নেতারা সেদিন সংগ্রামী ছাত্রসমাজ-কে নিয়ে সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

মুজিব তখন কারাগারে। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল। মিছিল করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল শত সহস্র ছাত্র-জনতা। মিছিল শেষে কেলতলায় জমা হয়েছে সবাই পরবর্তী ঘোষণার জন্য। শামসুল হক চৌধুরী, গোলাম মওলা, আবুস সামাদ আজাদের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছেন শেখ মুজিব-খবর পাঠিয়েছেন তিনি, সমর্থন জানিয়েছেন একুশের দেশব্যাপী হরতালের প্রতি। একটি বাড়তি উপদেশ-মিছিল করে সেদিন আইনসভা ঘেরাও করতে হবে, বাংলা ভাষার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আইনসভার সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। আরও একটি খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি এবং মহিউদ্দিন সাহেব রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে অনশন করবেন। একুশে ফেব্রুয়ারি হরতাল হবে।

অনশনের নোটিশ দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি। যাবার কালে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে তার সঙ্গে দেখা করলেন জনাব শামসুদ্দোহাসহ অনেকে। তাঁদের বঙ্গবন্ধু জানালেন তাঁর এবং মহিউদ্দিন সাহেবের অনশনের কথা। অনুরোধ করে গেলেন যেন একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল-মিছিল শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব বন্দি থাকায় শারীরিকভাবে আন্দোলনে যোগদান না করলেও আন্দোলনকে বেগবান করতে নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখেন। রাজবন্দি মুক্তি ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস পালনের জন্য তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি এ দাবিতে শুরু করেন জেলে অনশন। জেলখানা থেকে তিনি ২১

ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে পুলিশের গুলিবর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। জেলখানা থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে তাকে ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুরের কারাগারে সরিয়ে দেয়া হয়।

শুধু ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েই নয়। পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালের ৯ নভেম্বর এবং ১৯৫৬ সালের ১৭, ২১ জানুয়ারি, ৭, ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের অবজ্ঞার সমালোচনা করেন। ১৯৫৫ সালেই তিনি বাংলা ভাষার গণপরিষদে ভাষণের সুযোগ না দিয়ে পার্লামেন্ট বর্জনের হুমকি দেন। পূর্ব বাংলার মানুষ যেমন উর্দু শিখছে। তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ বাংলা শিখলে দু'অঞ্চলের মধ্যে অধিকতর সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেন। শুধু পার্লামেন্টে নয়, পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে মর্যাদায় আসীন করতে তিনি সোচ্চার হন। বাংলাকে শুধু কাগজে নয়, প্রকৃত মর্যাদা প্রদানের দাবি অব্যাহত রাখেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী ভ্যাঙ্কুভারের রফিকুল ইসলাম ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মি. কফি আনানের কাছে একটি আবেদন করেন। জাতিসংঘের অফিস থেকে বিষয়টি ইউনেস্কোর কাছে কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে উত্থাপন করার কথা বলা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগী আবদুস সালাম 'দি মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এ যেন '৫২-এর শহিদ সালাম ও শহিদ রফিক এর পুনর্জন্ম- যেন নামের জন্মান্তর' সমিতির পক্ষ থেকে সাতটি ভাষায় লিখিত ১০ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদন ইউনেস্কোর নিকট প্রেরণ করা হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প বিশেষজ্ঞ মিসেস আনা মারিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবেদন না করে দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন করার অনুরোধ জানান।

অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্যারিসে ইউনেস্কোর কাছে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করা হয়। বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশ সেই প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩৯তম প্যারিস সম্মেলনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সারা পৃথিবীতে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে বাঙালিরা তথা বাংলাদেশিরা যে সংগ্রাম করে এসেছে- এটা ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করল- যা সালাম ও রফিকের প্রয়াসের কীর্তি এবং ইতিহাসের খাতায় নতুন করে তাঁদের নামও অমর হয়ে রইল।

ইউনেস্কো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের জন্য ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর ইউনেস্কোর ৩৩তম অধিবেশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে তা জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদ ২০০৮ সালকে 'আন্তর্জাতিক ভাষাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে ইউনেস্কোর পর জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৮ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। এই দিনটিকে নিউইয়র্কের গভর্নর 'বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্ট ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রতিবছর দিবসটি উদযাপিত হবে। এটিও আর একটি নবতর সংযোজন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। তিনিও বাংলা ভাষার মর্যাদাকে এগিয়ে নেওয়ার চিন্তায় আছেন। চিন্তায় শুধু নয়, ধারাবাহিকভাবে কর্মেও এগিয়ে নিচ্ছেন। দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ নানাভাবে বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় উঠে আসছে। একুশের মাধ্যমে ধরে প্রবাসী বাঙালিরা যদি বাংলাদেশের সাহিত্য বিদেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন, তবে সেটি হবে আমাদের আন্তর্জাতিক মাত্রার একটি গর্বের জায়গা। বিদেশি পাঠকরা বাংলাদেশের সাহিত্যের সুত্র পাবে। আমাদের গভীর বিশ্বাস, বাংলাদেশের সাহিত্য আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে যাবে।

বিশ্বের যে দেশে বাঙালিরা আছে, তারা একুশের উদযাপন করে বিদেশিদের উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে প্রাণ দিয়েছে বাঙালি। অধিকারের দাবিতে রাজপথ আলোকিত করে নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছে। মাতৃভাষার মর্যাদার দাবিতে জীবন উৎসর্গ করার এমন নজির বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। সুতরাং একুশে ফেব্রুয়ারি আজ বিশ্বের মানুষের সামনে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে দিবসটির তাৎপর্য। ইউনেস্কোর জরিপে উঠে এসেছিল যে, বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা তার জাতিসত্তার অধিকার। এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। সুতরাং 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন।

লেখক অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

তারিক মনজুর

বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র ৫৫ সংখ্যক গানটি এমন:

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।'

মানে, জীবনে কুণ্ঠা থাকতে পারে, নিজেকে কোনো কারণে আড়াল করার দরকার হতে পারে, কিন্তু বসন্ত এলে তাকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এই গানের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, বসন্ত এলে মনকে উন্মুক্ত করো, আপন-পর ভোলো এবং প্রকৃতির সুরের সঙ্গে নিজেকে মেলাও। গানের তৃতীয় অংশে আছে, বসন্ত মানে প্রেমিকের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকা। সেই বসে থাকার মধ্যে ব্যাকুলতা আছে, বেদনাও আছে। আর শেষ অংশে আছে বসন্ত-প্রকৃতির বিহ্বল করা রূপের বর্ণনা। দখিনা বাতাস, মাতাল করা রাত – এগুলোর মাধ্যমে ঋতুরাজ বসন্ত প্রেমিক-হৃদয়কে আহ্বান করে চলে।

এই গানটির মতো প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের গান 'গীতাঞ্জলি'তে বেশি নেই। 'গীতাঞ্জলি' আত্মনিবেদনের কাব্য। সেই নিবেদন স্রষ্টার কাছে। কবির ব্যক্তিজীবনের বাস্তবতায় সেটি খুব অভাবিতও ছিল না। কারণ, কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। এর ঠিক আগের কয়েক বছরে কবির জীবনে অনেকগুলো বিদায়ের ঘটনা ঘটে। ১৯০২ সালে তিনি হারান স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে, কন্যা রেণুকার মৃত্যু হয় ১৯০৩ সালে, ১৯০৫ সালে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ঘটে, আর ১৯০৭ সালে পুত্র শমীন্দ্রনাথ চলে যান। এসব মৃত্যুর বাইরেও ওই দশকে ঠাকুর পরিবারের আরো অনেকে বিদায় নেন। কিন্তু কী বিস্ময়কর, এত মৃত্যুর মাঝেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বসন্তের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। বলছেন, 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' বসন্তকে বরণ করে নেওয়া মানে জীবনের রং-রূপ আর আনন্দকে উপভোগ করা। তাই রবীন্দ্রনাথ বসন্তকে 'বিড়ম্বিত' না করতে বলেছেন, বলেছেন তাকে হেলায় না হারাতে।

বসন্ত ষষ্ঠ ঋতু। সাধারণভাবে ফাল্গুন আর চৈত্র এই দুই মাস নিয়ে বসন্তকাল। মতান্তরে বলা হয়, চৈত্র আর বৈশাখ নিয়ে বসন্ত। এ ঋতুতে প্রকৃতি সাজে বর্ণিল সাজে। গাছে রঙিন ফুল ফোটে, দখিনা বাতাস বয়, কুহু কুহু স্বরে কোকিল ডাকে। প্রকৃতির এই সাজ মানুষের মনকে ব্যাকুল করে তোলে। বসন্তে তাই একা থাকা যায় না। বসন্ত মন নিবেদনের ঋতু। প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যেও বসন্তকে প্রেমের ঋতু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ষা ঋতুর সঙ্গেও প্রেমের সম্পর্ক আছে। তবে সেখানে বিরহের রূপটি প্রকট। বসন্ত তেমন নয়। এটি পুরোদস্তুর মিলনের কাল। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে আদিরস বা শৃঙ্গার রসের কথা আছে। বৈষ্ণবীয় যুগে রাধা-কৃষ্ণের হাত ধরে তার নাম হয়েছে মধুর রস। এই

বিবেচনায় চৈত্র বা এর আশেপাশের সময়টি মধুমাস। কিন্তু কোনো এক অর্বাচীনকালে অধিকতর অর্বাচীনের দ্বারা জ্যৈষ্ঠ হয়েছে মধুমাস। আম-জাম-কাঁঠালের 'মধুর রসে'র সঙ্গে বৈষ্ণবীয় মধুর কোনো সম্পর্ক নেই, তা তো বোঝাই যায়।

বসন্তের প্রকৃতির রঙিন রূপের সঙ্গে কাঠফাটা চৈত্রের রুক্ষ রূপটিও আছে। এ সময়ে সূর্যের দাবদাহে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়। সেই শূন্য ফাটা মাঠের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের একাকিত্বের অপার মিল পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথে আছে: 'মধুরমেরের আলোর রাঙা সেদিন চৈত্রমাস/তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।' এই সর্বনাশটা চৈত্রেই মানায়। শহুরে জীবনে প্রকৃতির বদল সহজে নজরে পড়ে না। পড়লে বোঝা যেত, বসন্তের উদাস হাওয়ায় মন কেমন খাঁ খাঁ করে। আর প্রকাশিত প্রেম অগ্রাহ্য হলে জীবনের 'সর্বনাশ' ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না।

বসন্তের হাওয়া কতখানি উদাস করে তোলে প্রেমিক-হৃদয়কে তার নমুনা নজরুলেও আছে। 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন: 'হাইছে আবার চৈতী হাওয়া গুমরে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।'
এটি অবশ্য পাওয়ার অনুভব। এখানে তৃপ্তি আছে। তবে, 'পেয়েছিলাম' ক্রিয়াপদ থেকে বোঝা যায়, এটি বহু বছর আগের স্মৃতি। ফলে, এই উচ্চারণের মধ্যে দীর্ঘশ্বাসও আছে।

চৈতালি চাঁদনি রাতের প্রকৃতি মনকে প্রেমাতুর করে, সেটা আগেই বলা হয়েছে। নজরুল লিখেছেন:
'চৈতালি চাঁদনি রাতে –
নব মালতির কলি মুকুল-নয়ন তুলি
নিশি জাগে আমারি সাথে।'

যখন কেউ থাকে না, তখনও চোখে ঘুম আসে না। অপেক্ষার সীমিত আনন্দকেও হারাতে চায় না সেই প্রেমাতুর মন। কিন্তু একসময় সে বলতে বাধ্য হয়, 'চাঁদনি তিথি এলো, আমারি চাঁদ কেন এলো না'। সেই চাঁদনি তিথিতে বনের আঁধার গেলেও, 'চাঁদ' না আসার কারণে মনের আঁধার যায় না। ফলে নয়নের পাতায় অশ্রু জমে।

বসন্ত যে কোনো বিচারে মিলনের ঋতু। নিজেকে অন্যদের সঙ্গে মেলানোর কাল, সবাই একত্রে মেলার কাল এটি। একে বরণ করে নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে 'বসন্ত উৎসবে'র আয়োজন করতেন। খুব সম্ভব ১৯০৭ সালে প্রথম বসন্ত উৎসব পালন করা হয়। আর ওই বছরেই কবি তাঁর এক পুত্রকে হারান। এখানেই বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার বার্তাটুকুর জোর বোঝা যায়। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন ঋতু উদ্‌যাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ সারা বছর নৃত্য-গীত-নাট্যের আয়োজন করতেন। এই আয়োজন উপলক্ষ্যে তিনি নিজেও ঋতু নিয়ে অনেক নাটক-গান রচনা করেছেন।

এমনই লক্ষ্য থেকে গীতিনাট্য 'বসন্ত' লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে: 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু'। তারিখ দেওয়া আছে ১০ ফাল্গুন, ১৩২৯। ওই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'র মামলায় জেলখানায় বন্দী। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই যৌবনের কবি নজরুলকে যৌবনের ঋতুর নামে নাটক উৎসর্গ করেছিলেন। সেই নাটকের এক জায়গায় বসন্তের পরিচারণ বলছেন:

> 'ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
> আয় আয় আয়।
> আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,
> জাগবি কারা রিক্ত পথে
> পৌষরজনী তাহার আশায়।'

বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য শীতকে এভাবে রিক্ত হাতে অপেক্ষা করতে হয়। তবে সংবেদনশীল কবিহৃদয় শীতকেও অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় এমনটি লেখা যায়। শীতের রিক্ত চেহারা স্মরণ করে কবি সেখানে বলছেন: 'কুহেলি উত্তরী তলে
মাঘের সন্ন্যাসী –
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে/ রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।'

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী মানুষের যৌবনকাল, প্রকৃতির যৌবন আর বসন্ত ঋতুকে একই সমান্তরালে রেখে কথা বলেছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন: 'বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষ-মাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না।' যৌবনের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী প্রকারান্তরে বসন্তের পক্ষেই সাফাই গেয়েছেন। যদিও প্রবন্ধের শুরুতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিপরীত কথাও তুলে দিয়েছেন: 'যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।'

বসন্তের আরেক অর্থ যে 'ভ্যারিওলা ভাইরাস-সংক্রমিত জ্বর ও শরীরের ত্বক চোখ প্রভৃতি স্থানে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে এমন প্রাণঘাতী ছোঁয়াচে রোগবিশেষ', সেটিও সত্যেন্দ্রনাথ কায়দা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অভিধান ঘাঁটলে বসন্তের আরো অনেক অর্থ পাওয়া যাবে। কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস থেকে শুরু করে আরো অনেক কথাসাহিত্যে বসন্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু বসন্ত বললে ওই পলাশ-শিমুল ফোটা উৎসবে ঋতুকেই বোঝায়।

এই বসন্ত ঋতুর আরেক সহচর কোকিল। বাগ্‌ধারায় সে 'বসন্তের কোকিল' হয়ে আমাদের বিরাগভাজন হয়েছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্ত' সেজে তাকে নিয়ে মজা করেন। 'তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর।' বাস্তবে কোকিলের এই 'রসিকতা'র সঙ্গেও সেই মিলনেরই আকাঙ্ক্ষা।

লেখক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৃতপ্রায় ভাষাগুলোকে কেন বাঁচাতেই হবে

মূলঃ র‍্যাচেল ন্যু'য়ার

অনুবাদঃ মুস্তাফা মাসুদ

[ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ভাষার মাস, ভাষা-শহিদের রক্তাক্ত স্মৃতি-বিজড়িত মাস। তবে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু আর আমাদের একার নয়, এটি এখন বিশ্ববাসীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিবস সব জাতির মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, তাকে রক্ষা করার প্রেরণা দেয়। নানা কারণে পৃথিবীর বহু ভাষা হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে–বিশেষ করে বিশ্বের নানা প্রান্তের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষাগুলোই বেশি সংকট-ঝুঁকির মুখে। কিন্তু এমনটা তো কারও কাম্য হতে পারে না। কারণ, ভাষা বা মাতৃভাষা তো নিছক কথাবলা বা ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়–তারও অধিক কিছু। একটি ভাষার অস্তিত্বে মিশে থাকে সেই জাতির আত্মার স্পন্দন; তার নৃতাত্ত্বিক-জাতিতাত্ত্বিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকি সমস্ত ইতিবাচক গর্বের ধন আর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ঐতিহ্যের সম্ভার। তাই একটি ভাষা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি জাগ্রত জাতিসত্তার নিজস্ব যা-কিছু–তার সব হারিয়ে যায়। এ যেন মানব-সত্তার মৃত্যু, মানুষের ইতিহাসেরই অনাকাঙ্ক্ষিত অকালবিনাশ। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো আমাদের এই বাংলাদেশেও অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বিলুপ্তির পথে–কোনো-কোনোটা নিশ্চিত মৃত্যু-ঝুঁকিতে; কোনোটা আবার বিপদের সতর্কবার্তা মাথায় নিয়ে প্রহর গুণছে। এসব ভাষার মধ্যে রয়েছেঃ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, বম, চাক, হাজং, কুরুখ্, খাসি, অশো চিন, মারমা, মেগাম, ম্রু, পাংখুয়া, মাউরিয়া পাহাড়ি ইত্যাদি। তাই আসুন, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন– ভাষার বিনাশ ও বিকৃতি রোধ করতে অবদান রাখি। এই আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যয়কে শাণিত করার মানসেই বিশিষ্ট মার্কিন লেখিকা র‍্যাচেল ন্যু'য়ারের লেখা Languages: Why we must save dying tongues শীর্ষক প্রবন্ধটি অনুবাদ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।–অনুবাদক]

টম বেল্ট নামক ওকলাহোমার এক আদিবাসী ছোটবেলায় কিন্ডারগার্টেনে পড়া শুরু না করা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার মুখোমুখী হননি। তার বাড়িতে, তার সাথে কথাবার্তা হতো চেরোকি ভাষায়।১ বেল্ট অল্পচালনায় অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন; অতঃপর কলেজের লেখাপড়া শেষে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত অশ্ববশকরণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তার সময় কাটতে থাকে। অবশেষে একদিন তিনি নর্থ ক্যারোলিনায় ছুটে যান এক মহিলার সাথে সাক্ষাতের তাড়নায়; বিশ বছর আগে যার সাথে স্কুলে তার দেখা হয়েছিল। বেল্টের ভাষায়: ''এত বছর আগে

সে আমাকে একটি কথা বলেছিল, যা শুনে আমি মুগ্ধ হই। সে বলেছিল: আমিই সেই সর্বকনিষ্ঠ চেরোকি, যে কিনা চেরোকি ভাষায় কথা বলতে পারে। আমি তার সাথে দেখা করার জন্য একটি রিটার্ন টিকিট কিনেছিলাম; কিন্তু টিকিটের অন্য প্রান্তটি আর কখনোই ব্যবহার করিনি।"

তাঁরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী একজন চেরোকি হওয়া সত্ত্বেও তিনি চেরোকি ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। কেন্ট অচিরেই অনুধাবন করেন যে, তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই তিনি সংখ্যালঘু। সে সময় উপজাতীয়-অধ্যুষিত পূর্ব-বলয়ে-চেরোকিদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমিতে, যেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী বসবাস করেন, মাত্র চার শ'র মতো চেরোকিভাষী বর্তমান ছিলো। সেখানে শিশুরা কেউ এই ভাষা শিক্ষা করছিল না। তাঁর নিজের কথায়: "আমি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে আরম্ভ করলাম।" সুতরাং তিনি এ বিষয়ে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আজ পর্যন্ত চেরোকিই হচ্ছে একমাত্র সংখ্যালঘুর ভাষা, যা বিলুপ্তির আশংকা থেকে এখনো দূরে আছে। একমাত্র গত শতাব্দীতেই প্রায় ৪০০ ভাষা- প্রতি তিন মাসে প্রায় একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানীর হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর অবশিষ্ট সাড়ে ৬ হাজার ভাষার ৫০ শতাংশ এই শতাব্দীর শেষাশেষি বিলুপ্ত হয়ে যাবে (কারও কারও মতে এই হার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে)। বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ দশটি ভাষায় সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ কথা বলে মর্মে দাবি করা হয়। (এই প্রেক্ষাপটে) ভাষা-বৈচিত্র্য রক্ষা করা কি সম্ভব নাকি আমরা সবাই একভাষী প্রজাতিতে পরিণত হওয়ার পথে হাঁটছি? যেহেতু পৃথিবীতে এত বেশিসংখ্যক সংকটাপন্ন ভাষা রয়েছে, সেহেতু নিছক কোনো একটা ভাষাকে বিলুপ্ত প্রায় বা অত্যধিক বিপদাপন্ন ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা অসম্ভব, কিন্তু সারা বিশ্বে কমপক্ষে ১০০টি ভাষার কথাবলা লোকের সংখ্যা হাতেগোনা- জাপানের আইনু থেকে চিলির ইয়াগান পর্যন্ত একই অবস্থা। এসব ভাষাভাষী লোকদের খুঁজে বের করাও মুশকিল। এ ধরনের কয়েকটি বিখ্যাত ঘটনা আছে, (তারমধ্যে একটি হচ্ছে): ম্যারি স্মিথ জোন্স নাম্নী এক মহিলা ২০০৮ সালে আলাস্কায় মারা যান এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার মাতৃভাষা ইয়াক ভাষারও মৃত্যু ঘটে। সাধারণত তারা বয়স্ক মানুষ (প্রায়শই ভগ্নস্বাস্থ্য), যারা তাদের ভাষার দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না। সোয়ার্থমোর কলেজের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান লিভিং টাঙ্গস ইনস্টিটিউট ফর এনডেনজার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড হ্যারিসন বলেন: "এই ভাষাভাষীদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করাই কষ্টসাধ্য।"

এমনকি, কিছুসংখ্যক মানুষ যদিও এ ভাষায় এখনো কথা বলে-তারা হয়তো অনেক দূরে বসবাস করে এবং এজন্য একে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলতে পারে না; অথবা প্রাক-কলম্বিয়ান মেক্সিকান ভাষা আয়াপ্যানেকো-এর কথাই ধরা যাক। এই ভাষায় কথা বলতে সক্ষম সর্বশেষ জীবিত দুই ব্যক্তি বহুবছর ধরে একে অপরের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অধিকন্তু চর্চার অভাবে একটি দেশীয় নিজস্ব ভাষাও সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীর মনে তার ভাবমূর্তি হারাতে শুরু করবে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ সালিকোকো মুফুয়েন বেড়ে উঠেছিলেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোর একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি-অধ্যুষিত গ্রামে। তার মাতৃভাষা ছিলো কিয়ানসি। কঙ্গো থেকে দূরে অবস্থানের দীর্ঘ ৪০ বছরে মুফুয়েন মাত্র দু' ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন, যারা ঐ (কিয়ানসি) ভাষায় কথা বলে। তার জন্মস্থানে সাম্প্রতিক এক সফরের সময় তিনি দেখতে পান, (নিজের মাতৃভাষায়) কথাবার্তা চালানোর জন্য দুর্লভ শব্দ খুঁজতে তিনি নিজেই নিজের সাথে 'যুদ্ধ' করছেন। তার ভাষায়: "বাস্তবের চেয়ে কিয়ানসি আমার কল্পনাতেই বেশি শেকড় গেড়ে আছে। এভাবেই ভাষার মৃত্যু হয়।" ভাষাতত্ত্ববিদগণের অভিমত: সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারের কারণে স্থানচ্যুত হয়েই বিভিন্ন ভাষা সংকটের মুখে পতিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে অধিকাংশেরা অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করে, যেমন- ইংরেজি, ম্যান্ডারিন, সোয়াহিলি ইত্যাদি- কারণ, ঐ ভাষা জানা চাকরিপ্রাপ্তি, শিক্ষালাভ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির চাবিকাঠি। কখনো কখনো, বিশেষ করে অভিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের সন্তানদের নিজের মাতৃভাষা শিক্ষা না দিতে। কারণ, তারা মনে করে-তা সন্তানদের জীবনে সাফল্যের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক।

ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা এক দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাসের মুখোমুখী হয়েছে। অন্যদিকে, বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বহু আদিবাসী শিশুকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়, যেখানে প্রায়শই তাদের আদিবাসী ভাষায় কথা বলা ছিলো নিষিদ্ধ। বর্তমানে বহু ইংরেজিভাষী আমেরিকান এখনো অ-ইংরেজিভাষী, বিশেষ করে স্প্যানিশভাষীদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ এখনো সমানভাবে বিদ্যমান। গত আগস্ট (২০১৩) মাসে এক চীনা ভাষাতত্ত্ববিদকে গ্রেফতার করা হয় তার মাতৃভাষা উইঘুর ভাষা শিক্ষার স্কুল খোলার চেষ্টার অপরাধে। এখনো পর্যন্ত তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বিপদাপন্ন ভাষাসমূহ

এসব কারণসহ অন্যান্য কারণে সারা পৃথিবীজুড়ে ভাষার মৃত্যু ঘটছে। ইউনেসকো'র বিপদাপন্ন ভাষাসমূহের সারণি-তে ৫৭৬টি ভাষাকে গুরুতর বিপদাপন্ন ভাষা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; সেইসাথে হাজারেরও বেশি ভাষাকে সংকটাপন্ন বা হুমকিগ্রস্ত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ধরনের বেশি ঘটনা ঘটেছে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ফিল্ড লিঙ্গুইস্টিক বিভাগের প্রফেসর পিটার অস্টিন বলেন: "আমি বলব, বাস্তবিকপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সব (সংখ্যালঘু) ভাষাই বিপদাপন্ন। এমনকি হাজার হাজার মানুষের ব্যবহৃত নাভাজো'র মতো ভাষাও এই শ্রেণিতে পড়ছে; কারণ, খুব অল্পসংখ্যক শিশুই এই

ভাষা শিখছে।" যদি জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন ভাষার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াই বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। ইউরোপীয়রা যখন সেখানে প্রথম আসে, তখন সারা দেশে ৩০০টি আদিবাসী ভাষা চালু ছিলো। তখন থেকে এ পর্যন্ত ১০০টির মতো আদিবাসী ভাষা হারিয়ে গেছে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদরা বলছেন, অবশিষ্ট ভাষাগুলোর ৯৫ শতাংশই ধ্বংসের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। মূল ৩০০টির মধ্যে মাত্র ১০টি ভাষা এখনো শিশুদেরকে শেখানো হচ্ছে।

কিছু মানুষ যুক্তি দেন, ভাষা মরে যায় জীবের মৃত্যুর মতো; চির-বিবর্তনশীল পৃথিবীতে জীবনের জন্য স্রেফ এ-এক সাধারণ বাস্তবতা। কিন্তু এর বিপক্ষেও প্রচুর যুক্তি দাঁড় করানো যায়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক মার্ক তুরিন বলেন: "বিপুলসংখ্যক মানুষ সামাজিক বিবর্তনকে সমর্থন করে একথা বলে যে, 'কে এটি পাত্তা দেয়'। কিন্তু আমরা তো বিভিন্ন প্রজাতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করছি; সুতরাং একটি বিষয়কে কেন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির বিষয় হিসেবে দেখা হবে এবং সমভাবে তার রক্ষণ ও পরিচর্যা করা হবে না?"

অধিকন্তু, ভাষা হচ্ছে মানব-উত্তরাধিকারের পরিবাহক। লিখন-পদ্ধতি হলো আমাদের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক অগ্রগতি (বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভাষার জন্য লিখন-পদ্ধতি বিদ্যমান আছে)। সুতরাং একটি সম্প্রদায়ের সংগীত, গল্প ও কবিতাবলীর সাথে প্রায়শই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো ভাষা। লিখিত হওয়ার আগে ইলিয়াড ছিলো মৌখিকভাবে প্রচলিত কাহিনি, যেমনটি ছিলো ওডিসি। অস্টিনের ভাষায়: "ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার আগে কেউ লিখে না রাখার কারণে অন্য কত ঐতিহ্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা কখনোই কিছু জানতে পারব না?"

ভাষা অভিনব সংস্কৃতিও আবাহন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চেরোকি ভাষায় 'বিদায়' বলে কোনো শব্দ নেই, আছে স্রেফ: 'তোমার সাথে ফের দেখা হবে।' অনুরূপভাবে, 'আমি দুঃখিত' এ ধরনের কোনো বাক্য নেই। অন্যদিকে, এর আছে বিশেষ প্রকাশশৈলী, যা সম্পূর্ণটাই এর নিজস্ব। একটি শব্দ– oo-ka-huh-sdee' যার অর্থ বোঝায়– মুখ ধোয়া, একটি মনোমুগ্ধকর শিশু অথবা বিড়াল-বাচ্চাকে দেখে ঠোঁটচাপা উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। বেস্টের ভাষায়: "এসবই একটি সংস্কৃতি, মানব-আচরণ ব্যাখ্যার পন্থা এবং আবেগকে আবাহন করে– যা ইংরেজি ভাষায় একইভাবে প্রকাশ করা যায় না।" ভাষা ছাড়া একটি সংস্কৃতি টলটলায়মান, এমনকি বিলুপ্তও হয়ে যায়। বেস্ট আরও বলেন: "যদি আমাদেরকে টিকে থাকতে হয়, চলমানতা বজায় রাখতে হয় এবং স্বতন্ত্র ও অনন্য সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে আমাদের একটা ভাষা থাকতেই হবে।" শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ লেনর লেভোবেল যোগ করেন: "একজন ইংরেজিভাষীর জন্য বিষয়টি অনুধাবন করা খুবই কঠিন। অথচ আপনি বারবার শুধু এ কথাটিই শুনছেন যে, লোকেরা একান্ত ব্যক্তিগত পন্থায় তাদের ভাষা হারানোর ক্ষতি অনুভব করে।"

জ্ঞানের ঐশ্বর্য

জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তনের বিষয়টি অন্য-এক বিতর্ক সামনে নিয়ে আসে। গাছপালা, পশুপাখির সাথে তাদের প্রাণহীন পরিপার্শ্বের পারস্পরিক ক্রিয়া ঠিক যেভাবে মানুষের কল্যাণে সম্পদের যোগান দেয়–তার কিছু জানা, কিছু অজানা অথবা জানার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন; তেমনি ভাষাসমূহও সম্ভাবনার ঘারা পুষ্ট-পরিপক্ক হয়। তারা পুঞ্জিভূত জ্ঞানকে আবাহন করে– যার মধ্যে থাকে ভূগোল, জীববিদ্যা, গণিত, নৌবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান। চেরোকি ভাষার ক্ষেত্রে, এই ভাষাটির উদ্ভব হয় দক্ষিণ অ্যাপালেসিয়া পর্বতমালার হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী অধিবাসীদের ঘারা। চেরোকি শব্দমালা এ অঞ্চলের প্রতিটি সর্বশেষ ফল, কাণ্ড, পাতা ও ব্যাঙের ছাতার কারণে টিকে আছে; এবং ঐসব নামও জানিয়ে দিচ্ছে, কী ধরনের বৈভব লেখালোর মধ্যে থাকতে পারে– হোক-না তা ভোজ্য, বিষাক্ত কিংবা তার থাকুক-না কিছু ভেষজ গুণ। হ্যারিসন বলেন: "মানব-মনীষার ওপর কোনো সংস্কৃতিরই একচ্ছত্র আধিপত্য নেই, এবং আমরা কখনো জানি না– কোথা থেকে পরবর্তী মেধাদীপ্ত ভাবনার জন্ম হতে পারে। আমাদের ভাষাসমূহ যদি হারিয়ে যায়, তাহলে প্রাচীন মনীষাকেও আমরা হারিয়ে ফেলব।"

সবশেষে, বিশ্বকে অনুধাবনের পথই হলো ভাষা, এবং কোনো দুটিই একরকম নয়। যেমন: এগুলো আমাদের প্রজাতির স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ভাষাতাত্ত্বিক সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্জ্ঞান সঞ্চারিত করতে পারে। ভাষাতত্ত্ববিদ হ্যারিসন বলেন: "ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বিচার-বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র চিন্তা এবং পরিকাঠামোর পথরেখা নির্দেশ করে।" আবার চেরোকি ভাষা প্রসঙ্গে আসি। ইংরেজির মতো এটি বিশেষ্যভিত্তিক নয়, বরং ক্রিয়াপদভিত্তিক একটি ভাষা, এবং ঐসব ক্রিয়াপদকে ভিন্নমুখি ধাতুরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে; এটা নির্ভর করে তাদের ওপর যারা তা ব্যবহার করছে। এছাড়া, বিভক্তি ও প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে বক্তাগণ বোঝাতে পারে– একজন ব্যক্তি তাদের নিকটবর্তী, না তাদের থেকে দূরে আছে; উর্ধ্বগামী, না নিম্নগামী; অথবা উর্ধ্বমুখী ধারায়, নাকি অধোগামী ধারায়। ব্রিটিশদের চেয়ে বিশ্বের অন্যদের সাথে যোগাযোগের জন্য এটি হলো অধিকতর নির্ভুল পন্থা। ভাষাতত্ত্ববিদ মার্ক তুরিন বলেন: "এমন একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে, এই ভাষাগুলো সহজ; কারণ, এর অনেকগুলোই অলিখিত। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এদের অধিকাংশেরই জটিল বৈয়াকরণিক নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, যা ইংরেজির নিয়ম-পদ্ধতিকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।" সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

এসব কারণে ভাষাতত্ত্ববিদেরা দ্রুত বিলীয়মান ভাষাগুলোকে তালিকাভুক্ত ও

সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। (ভাষার সুরক্ষায়) তাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে অভিধান প্রণয়ন, ইতিহাস-ঐতিহ্য রেকর্ডভুক্তকরণ এবং মৌখিক গল্প-কাহিনির অনুবাদ। তুরিন আরও বলেন: "যদি প্রামাণিকীকরণ যথার্থ ত্রুটিমুক্ত ও উন্নতমানের হয়, তাহলে একটি সুযোগ থাকে যে, এই ভাষাগুলো ভবিষ্যতে পুনর্জীবিত হতে পারে; এমনকি সেসব ভাষায় কেউ কথা না বলার পরেও।

কথক বা ব্যক্তি ব্যতীত ভাষাগুলোকে পুনর্জীবনদানে উৎসাহী হওয়া– এটি এমন যে, এ প্রচেষ্টাগুলো হলো জাদুঘরের প্রদর্শনী-দ্রব্যের মতো "ভাষাসমূহকে সংরক্ষণ করা"– বলেন ভাষাতাত্ত্বিক মুফুয়েন।

তার ভাষা বিপদের মুখোমুখী বুঝতে পেরেই বেল্ট এবং পূর্ব-বলয়ের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চেরোকিভাষী মানুষ আলাপ-আলোচনা শুরু করেন, কীভাবে ভাষাটিকে বাঁচানো যায়। নমুনাস্বরূপ, বেল্ট একটি স্থানীয় স্কুলে স্বেচ্ছামূলকভাবে চেরোকি ভাষা শেখাতে থাকেন, এবং পরিশেষে উপজাতীয় সম্প্রদায় চেরোকি ভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় করার মানসে শিশুদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়; যেখানে নিবিড় পাঠদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। সেইসাথে চেরোকি ভাষায় বিজ্ঞান এবং গণিতও শেখানো হয়। বর্তমানে চেরোকি ভাষা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও চালু করা হয়েছে, যেখানে বেল্ট শিক্ষাদান করেন।

মিলওয়াকির উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ বার্নার্ড পার্লি বলেন: "পূর্বাঞ্চলীয় চেরোকিবাসীরা তাদের ভাষার পুনরুজ্জীবন কর্মসূচিতে বাস্তবিকপক্ষে নীরবে কাজ করছে। কিন্তু কখনো কেউ জানতে চায় নি যে, তারা কী করছে।"

সত্যিকারভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পরও কয়েকটি ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে– এমন দৃষ্টান্তও আছে। ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাসকারী মিয়ামি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম সর্বশেষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মিয়ামি উপজাতিগোষ্ঠীর একটি আগ্রহী অংশের প্রচেষ্টাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ যে, তাদের প্রচেষ্টার ফলে আজ ভাষাটি ওহিও'র মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। বার্নার্ড পার্লির ভাষায়: "মিয়ামি জাতি প্রশ্ন রেখেছিল, বিশেষজ্ঞদের ভুল হলে কী হয়? একটি ভাষা যদি স্রেফ ঘুমন্ত থাকে এবং আমরা তাকে জাগাতে পারি–তাহলে কী হয়? (জবাব হলো:) তারা অলংকারবহুল ভাষা হিসেবে মৃতভাষা থেকে জীবিত ভাষায় পরিবর্তিত হয়।"

প্রযুক্তিগত সহায়তা

বৃহত্তর পরিসরে বলা যায়, প্রযুক্তি এসব প্রয়াস-প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পারে। তুরিন বলেন: "বহু কথক সত্যিকারভাবে আকর্ষণীয় কিছু করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে; এক প্রজন্ম আগেও যা কল্পনাতীত ছিলো।" উদাহরণস্বরূপ, উইন্ডোজ ৮-এর একটি ভার্সন চেরোকি ভাষায় পাওয়া যায়, এবং একটি চেরোকি অ্যাপ কথকদেরকে এ ভাষার ৮৫টি অক্ষরের টেক্সট শেখার সুযোগ করে দেয়। বিপুল সংখ্যক ওয়েবসাইট নিবেদিত রয়েছে একক ভাষাসমূহ বা একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষাভাষীদের ঐক্যবদ্ধ ও মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহের কাজে; অধিকন্তু, আরও আছে: ডিজিটাল হিমালয়েজ প্রজেক্ট, ভারমি ক্লাব, আর্কটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ভাইটালিটি প্রজেক্ট এবং এনডিউরিং ভয়েসেস প্রজেক্ট।

পূর্ব-বলয়ের প্রয়াস-প্রচেষ্টার প্রতি সাধুবাদ, আজ তাদের মধ্যকার ৬০টি শিশু চেরোকি ভাষায় কথা বলতে পারে– টম বেল্ট যখন ১৯৯১ সালে নর্থ ক্যারোলিনায় গিয়েছিলেন, এটা তখনকার চেয়ে অনেক ভালো পরিসংখ্যান। বিরল ও সংকটাপন্ন ভাষাসমূহে কথাবলা অগণিত মানুষসহ বেল্ট তার ভাষাকে ইতিহাসের বিবর্ণ বিবরে হারিয়ে যেতে দিতে প্রস্তুত নন– এমনকি, পুনরুজ্জীবনের অভিযাত্রাপথ যদি দুর্গম হয়, তবুও। বহুবছরানেক আগে বেল্ট মুরব্বিসুলভ ভঙ্গিতে বলেছিলেন: "এটা সবৈব উত্তম এবং সুন্দর হবে, যদি তোমরা সবাই তা যথার্থভাবে করতে চাও; কিন্তু মনে রেখো, সূত্র: বিবিসি–ফিউচার, ৬ জুন ২০১৪।

লেখক-পরিচিতি: নিউ ইয়র্ক সিটির অধিবাসী র‍্যাচেল ন্যু'য়ার নির্ভরশীল/বিজ্ঞান-অনুরাগী। জীববিদ্যা ও পরিবেশবিষয়ক অনুসন্ধানী গবেষক। গবেষণা উপলক্ষ্যে পৃথিবীর ৫১টি দেশ ভ্রমণ করেছেন, নানা শ্রেণির মানুষের সাথে মিশেছেন; কথা বলেছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের ভাষা ও জীবনযাপন সম্পর্কে। নিউ ইয়র্ক টাইমস, স্মিথসোনিয়ান, সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান, দি নিউ সায়েন্টিস্ট, পপুলার সায়েন্স, অডুবন ম্যাগাজিন, এডিবল প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে তিনি লিখে থাকেন। বিবিসি–ফিউচারে লাস্ট প্লেস অন আর্থ শিরোনামে তাঁর একটি নিয়মিত কলাম প্রকাশিত হয়; বর্তমান লেখাটি এই কলামেরই অন্তর্ভুক্ত, লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ একটি কৌতূহলোদ্দীপক রচনা।–অনুবাদক

১. চেরোকি ভাষা: নর্থ ক্যারোলিনার পূর্ব-বলয়ে বসবাসকারী আদিবাসী চেরোকি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা।–অনুবাদক

২. বেশিসংখ্যক মানুষ কথা বলে–পৃথিবীর এমন শীর্ষ দশটি ভাষার মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাও আছে। জনসংখ্যা অনুযায়ী বাংলার অবস্থান ৭ নম্বরে। অন্য ভাষাগুলো হচ্ছে: ম্যান্ডারিন (১ নম্বর অবস্থানে), স্প্যানিশ (২ নম্বর অবস্থানে), ইংরেজি (৩ নম্বর অবস্থানে), হিন্দি/উর্দু (৪ নম্বর অবস্থানে), আরবি (৫ নম্বর অবস্থানে), পর্তুগিজ (৬ নম্বর অবস্থানে), রুশ (৮ নম্বর অবস্থানে), জাপানি (৯ নম্বর অবস্থানে) এবং পাঞ্জাবি (১০ নম্বর অবস্থানে)।–অনুবাদক

৩. ইউরোপীয়রা ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করে।–অনুবাদক

অনুবাদক-পরিচিতি: প্রাবন্ধিক, কবি ও কথাসাহিত্যিক

বসন্তের একটি বাংলা উদ্ধৃতি
মহাদেব সাহা

চুনা-ওঠা দেয়ালের মতো প্রকৃতির এই খসখসে গালে
আর কী রং মাখাবে চৈত্র,
তোমার পকেটে ভাঁজ-করা শতবর্ষের শীতকাল,
মাতাল হাওয়ায় যতই এই বার্ধক্য ঢেকে দিতে চাও
তার মুখমণ্ডলে জমে আছে
উত্তর গোলার্ধের অনন্ত বরফ
তার শরীর ২৫ডিগ্রি মাইনাস শীত রাত্রে;

কেনা জেতুয়া, গোলাপ আর সৌরভের জন্য
হাহাকার করে
আমি কতোকাল শিশুর মতো মামাবাড়ি দিয়ে
এই শীতকাল পেরুব? গুনগুন করা চৈত্রসন্ধ্যা
মধুর দুপুর
এখনো আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে,
আমি সাড়া দেই না;
কেন দেব? আমার শীত কখন অস্ত যাবে,
কেউ জানে না।

হয়ত তবু সদ্যফোটা জলের গন্ধে, ঠোঁটের লাবণ্যে
জেগে উঠবে ঝিমিয়ে-পড়া দিনরাত্রি,
একুশ শতকের এই দীর্ঘ শীত পাড়ি দেওয়ার জন্য
আর কতো হিমযুগ পার হতে হবে আমাকে,
বসন্ত, তোমার হাতবাক্সে কি সেই উত্তর লেখা আছে?
চলো বসন্তের একটি বাংলা উদ্ধৃতি শোনাতে শোনাতে
আমরা পৃথিবীর সব নদী পার হই।

প্রশান্তির প্রতীক
মহসিন কবির

বসন্ত দাঁড়িয়ে দুয়ারে নতুন সাজে
দিকে দিকে আজ পড়েছে সাড়া
ঋতুরাজ উচ্ছ্বসিত আয়োজনে সজ্জিত
হৃদয় মন করেছে আত্মহারা,
প্রকৃতিতে ফুটেছে রঙিন ফুল
মহুয়া, অশোক, পলাশ, শিমুল
অনুরাগ প্লাবন বাঁধভাঙা স্রোতস্বিনী
মনবীণে উত্তাল আবেগ হলো উন্মাদিনী।

তুমি মনের ফাগুন আমার
আনন্দ শান্তি পুলক অনুভব,
তোমাতে নিহিত এ প্রাণ
সে কী এতটুকু বুঝতে পাও?
খেয়াল করে দেখেছ কি কখনও?
তোমার মুখোমুখি হলেই কেমন উচ্ছ্বাস
কেমন উদ্দীপনা খেলে যায় সমস্ত চেতনায়?
তখন আমায় দেখে কি বুঝতে পাও,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখীজন আমি?

কেমন এক প্রশান্তির ছোঁয়ায় জুড়িয়ে যায় অন্তর
অনুভবের অলিতে গলিতে কেবলই আবেগ শিহরণ
জগৎ সংসার ভুলে যাই সব
চোখের সামনে কেবল আমার ভালোবাসা প্রতিমা,
তোমার মাঝেই ইহকাল পরকাল স্পষ্ট দেখতে পাই
এই তোমার মাঝেই নির্বাণ আমার
মনে হয় দ্যুলোক ভূলোক ত্রিলোক
গোটা সৃষ্টিজগৎ আমার হাতের নাগালে,
বলো, বুঝতে কি পাও আমার অনুরাগ অনুরণন?
তোমায় এতটুকু হারাই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো চিরতরে,
এমনই ফাগুন আমেজ হয়ে থেকো চিরন্তন।

ফেব্রুয়ারির আল্পনা

রফিকুর রশীদ

এক

অফিসে বেরোনোর সময় হাতের কাছে সবকিছু ঠিকঠাক না পেলে কার মেজাজ খারাপ না হয়! আলনায় জামা-পাজামা ঠিকই সাজানো আছে, কিন্তু পেঞ্জিটা কোথায়? দেয়ালঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজে ঢং-ঢং। শফিউর রহমানের কপালের দুপাশের শিরা দাপায় দপ্‌দপ্‌ করে। দ্রুত হাতে পাজামার ফিতে বাঁধতে বাঁধতে গজগজ করে ওঠেন উহু, আজো সেই দশটা! কোথায় একটু আগে বেরোবো কিনা সহসা ঘরে ঢোকেন শফিউরের মা। ছেলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, আজ আর অফিসে না গেলে হয় না খোকা?

এই 'খোকা' ডাকটুকু শুধু মায়ের। বাবা মাহবুবুর রহমান পূর্ণনামেই ডাকেন ছেলেদের। প্রায়শ তিনি স্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেন খোকা শব্দটির গায়ে কেমন যেন হিঁদুয়ানি গন্ধ আছে। মুসলমানের ছেলেমেয়েকে ডাকতে হয় ইসলামি নামে। এ-পরামর্শ মনে থাকে না শফিউরের মায়ের। উলটো তিনিই মনে করিয়ে দেন, আমরা তো ছিলাম হিন্দুস্তানেরই মানুষ, খোকা বলার অভ্যেস যে।

মায়ের কথা কানে ঢুকুক আর না-ই ঢুকুক, মাকে সামনে পেয়ে শফিউর রহমান জিজ্ঞেস করেন পেঞ্জিটা কোথায় গেল, বলো তো মা?

পেঞ্জির হদিস মা কেমন করে দেবেন! কাপড়-চোপড় নিপাট ভাঁজ করে তাঁর বউমা কোনোটা ন্যাপথালিন দিয়ে তুলে রাখে বাক্সে, কোনোটা সাজিয়ে রাখে আলনায়। ধরে-ধরে সাজানো সেই আলনার কাপড় ছেলেকে এলোমেলো করতে দেখে তিনি ডেকে ওঠেন বউমাকে,

অ বউমা! খোকার পেঞ্জিটা

রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় আকিলা খাতুন,

এই যে মা, আসছি।

শাড়ির আঁচলে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে স্ত্রীকে আসতে দেখেই শফিউর রহমানের মেজাজ চড়ে যায় সপ্তমে। মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর ওপর রোষ ঝাড়েন, কটা বাজে সে হুঁশ আছে!

আকিলা খাতুন আলনার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, কতদিন বলেছি তোমার ওই ঘড়ি ঠিক চলে না।

এ্যাঁ, দশটা বাজেনি তাহলে!

রঘুনাথ সেনের পুরনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে ঝুলানো ঘড়ির ভুলটুকু আর নতুন করে ধরিয়ে না দিয়ে আকিলা খাতুন এক টানে আলনা থেকে পেঞ্জি এনে স্বামীর সামনে বাড়িয়ে ধরে এই নাও তোমার পেঞ্জি। আলনাতেই ছিল! শফিউর রহমান বিস্মিত হন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একচিলতে হেসেও ওঠেন। আকিলা খাতুন কপট কটাক্ষ করে,

হ্যাদারে কোঁট ঝুলছে, চোখে পড়েছে তো!

শফিউর রহমান নরম স্বরে বলেন, আমার চোখে না পড়লেও তুমি তো আছো!

পুত্র এবং পুত্রবধূর এই মধুর খুনসুটির মধ্যেও শফিউরের মা আকুল কণ্ঠে ডেকে ওঠেন, অ খোকা! আমি বলছিলাম কী আজ আর অফিসে না গেলে হয়না?

না মা, হয়না।

গেঞ্জির ওপরে শার্ট চাপিয়ে শফিউর রহমান বোতাম লাগাতে লাগাতে ব্যাখ্যা দেন, হাইকোর্টের চাকরি খোদ সরকারি চাকরি। দেশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এ-সময় একবার অফিসে না গেলে চলে!

এ-ব্যাখ্যা শুনে অন্তর ভরে না মায়ের। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, গতকাল যে তুই বললি এদেশ আর চলবে না, এ সরকার টিকবে না তাহলে আর। এই ফাঁকে আকিলা খাতুন স্বামীর বিরুদ্ধে অনুযোগ জানায়, তবু উনাকে যেতে হবে মা। হাইকোর্টের কেরানি। উনি না গেলে আইন-আদালত সব বন্ধ হয়ে যাবে না!

মুখে অনুযোগ, তবু আকিলা খাতুন কোটের বুক আলগা করে স্বামীর পিঠের কাছে বাড়িয়ে ধরে। শফিউর রহমান কোটের হাতার মধ্যে দু-হাত গলিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, অফিস-আদালত তো গতকাল থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবু একবার যেতে হবে। সামান্য কেরানি যে!

শফিউরের মা দুপা এগিয়ে এসে ছেলের কাঁধে হাত রেখে ডুকরে ওঠেন, ভয় করে বাবা, শহরে আজো যদি গোলাগুলি হয়!

গুলি করে আর কত মানুষ মারবে মা, গতকাল তো নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে মানুষ। মাতৃভাষার জন্যে এদেশের ছাত্রজনতা এখন মরতে প্রস্তুত।

স্বামীর কথার ধরণ শুনে চমকে ওঠে আকিলা খাতুন। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করে, তুমি যে প্রাইভেটে বিএ পরীক্ষা দেবে সেটা আমরা জানি, তাই বলে কি ছাত্ররাজনীতি শুরু করেছ নাকি?

কী মুশকিল। তোমার মেয়ে তোমাকে মা বলে ডাকবে না? আমার মাকে আমি মা বলে ডাকব না? এর মধ্যে আবার রাজনীতি-ফাজনীতি কী বলো দেখি।

আকিলা খাতুনের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে, কী জানি!

স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস শফিউর রহমানের কানের দুয়ারে পৌঁছানোর আগেই ঘরের দরজার দৃষ্টি চলে যায়। তিন বছরের কন্যা শাহনাজ টলোমলো পায়ে ঠিক সময়মতো হাজির। বাবা অফিসে যাওয়ার আগে তার গালে চুমু এঁকে দেবে। এ তার নিত্যদিনের রুটিন। আজ দেরি হচ্ছে দেখে বুঝি সে নিজেই এগিয়ে আসে, দু-হাত বাড়িয়ে ডাকে।

বাবা, আমি

শফিউর রহমান হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে যান। মেয়েকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আদর করেন। এ-গাল ও-গাল চুমু খেয়ে ভিজিয়ে দেন। মুখে শুধু উচ্চারণ করেন, এই আমার বুড়িমা। এই যে আমার বুড়িমা।

শফিউরের মা বহুবার ছেলের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন, নিজেকে দেখিয়ে বলেছেন ওই ছুড়ি আবার বুড়ি মা হলো কী করে বাবা? বুড়িমা তো হলাম আমি। ছেলে সেটা মানতে নারাজ। তার যুক্তি খুবই সহজ-সরল, তুমি তো আমার মা। বুড়ি হচ্ছে এইটা। এই যে আমার বুড়ি।

শফিউরের মা এবার নতুন পথে পা বাড়ান, ছেলেকে জব্দ করার জন্যে বলেন, আমরা তাহলে কবে বুড়ো হবো বাবা।

ঝটপট জবাব শফিউরের বুড়ি তো আছেই মা, তোমরা কেন বুড়ো হবে।

আকিলা খাতুন কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, হাত বাড়িয়ে মেয়েকে আহবান জানায়, খুব হয়েছে শানু, নেমে আয়। বাবা অফিসে যাবে।

গাছ বেয়ে নামার মতো করে বাবার কোল থেকে সুড়ুৎ করে নেমে পড়ে শাহনাজ।

এতক্ষণে শফিউর রহমান জানতে চান, বাবাকে দেখছি না কেন মা?

শফিউরের মা ছেলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শাড়ির আঁচল মুখে চেপে ক্যাঁচ করে ফুঁপিয়ে ওঠেন। শফিউর হতভম্ব। অফিসে যাওয়ার ব্যাপারে বাবার নিয়মনিষ্ঠার কথা তাঁর খুব জানা আছে। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের চাকরি। সময়ের নড়চড় কাকে বলে সে-কথা তাঁর অভিধানে লেখা নেই। তাই বলে গোলযোগপূর্ণ এই বেসামাল দিনেও কি এত সকালে বেরোতে হবে। শফিউর রহমান জিজ্ঞেস করেন

কী হলো মা, কাঁদছ কেন?

মায়ের মুখে কথা নেই। বরং এবার তাঁর চাপাকান্না রীতিমতো স্ফুট হয়ে ওঠে। শফিউর মোটেই বুঝতে পারে না তাঁর মায়ের এই কান্নার কী ব্যাখ্যা হতে পারে! হয়তো তিনি বাবাকেও বারণ করেছেন অফিসে যেতে, কিন্তু নিবৃত্ত করতে পারেননি। মাত্র আর বছরখানেক চাকরি আছে তাঁর, এ-সময় স্ত্রীর কথায় কান দিয়ে অফিস কামাই করার পাত্র তিনি! মাথা খারাপ! শফিউর রহমান নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে মাকে শুধান

বাবা তাহলে অফিসে চলে গেছে মা?

এতক্ষণে মুখ খোলেন শফিউরের মা। তিনি বলেন, অফিস কোথায়! তিনি তো বেরিয়েছেন সেই সাতসকালে!

কী বলছ মা! সাতসকালে

হ্যাঁ। সারারাত ছটফট করে সকালে উঠে বেরিয়ে গেল।

শফিউর রহমান এইবার ভীষণ উদ্বেগ বোধ করেন। ভেতরে ভেতরে খানিকটা অপরাধীও মনে হয় নিজেকে। গতরাতে বাড়ি ফেরার পর কথায় কথায় পিতা-পুত্র জড়িয়ে পড়ে তুমুল তর্কে। মাহবুবুর রহমান মেজাজি মানুষ। তিনি সাফ জানিয়ে দেন সামান্য ভাষার জন্যে আমরা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান করিনি। বাবার সঙ্গে শফিউরের মতান্তরের জায়গাটা এইখানে, এই ভাষার প্রশ্নে। শফিউর রহমান ভাষার প্রশ্নটিকে সামান্য বলে মানতে পারেন না। কথার পিঠে কথা বাড়ে। রফিকউজ্জীনের কথা ওঠে। আবুল বরকতের কথা ওঠে। উত্তেজিত শফিউরের মুখ থেকে মন্তব্য বেরিয়ে পড়ে কোনো সভ্য দেশে এরকম সরাসরি গুলি চালায় বাবা? এই দেশটা আর চলবে না। দেখো।

সহসা এসব কথা মনে পড়তেই শফিউর রহমানের গায়ে কাঁটা দেয়। নিজেই ক্ষতবিক্ষত হন সারারাত ঘুমোতে পারেননি বাবা! আবার সকালে উঠেই হাওয়া!

এসবের মানে কী। এবার মাকে চেপে ধরেন এসব আগে বলোনি কেন মা? বাবা তাহলে অফিসে যায়নি।

শফিউরের মা চিরকেলে বাঙালি নারী। আঁচলে চোখ মুছে বলেন, চা-নাস্তা নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই, কিসের অফিস!

শফিউর রহমান আর মোটেই বিলম্ব করেন

না। 'আচ্ছা আমি দেখছি' বলে সবাইকে আশ্বস্ত করে উঠোনে নেমে আসেন। প্রতিদিনের সঙ্গী র‍্যালি সাইকেল নিয়ে সদর দরজা ঠেলে বেরোতেই হঠাৎ বাবার সঙ্গে দেখা। চোখ দুটো রক্তজবা। মাথার চুল উসকো-খুসকো। নিজের ছেলেকে চিনতেও যেন খানিক সময় লাগে তাঁর। চিনতে যখন পারেন, তখন সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে তিনি বলেন, তুমি যাচ্ছ কোথায় শফিউর রহমান? হসপিটালের মর্গ থেকে লাশ সরিয়ে ফেলেছে আর্মি। মরা মানুষকেও এতো ভয় ওদের!

শফিউর রহমান আপন জন্মদাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন অবাক বিস্ময়ে। এ কী ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে যাওয়া কলাগাছ, ছিন্নভিন্ন পত্ররাজি! শফিউর ধীরে ধীরে সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে বাবার হাতটা নামিয়ে দেন। আর তখনই নিজের শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে চড়িয়ে বাবার পা ছুঁয়ে কদমবুসি করেন, তারপর বলেন,

বাইরে অনেক কাজ বাবা, আমি আসি।

শফিউর রহমান সত্যিই সাইকেল ঠেলে বেরিয়ে যান। বাবা মাহবুবুর রহমান কী যেন বলতে যান, কিন্তু গলার স্বর স্ফুট হয় না। এমন কি ছেলের নাম ধরেও ডাকা হয় না আর।

দুই

সেদিন শুক্রবার।

মাহবুবুর রহমান কলতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে অজু-গোসল সেরে মাথায় টুপি চাপিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। না, অন্যান্য দিনের মতো জিন্নাহ টুপি সেদিন পরেননি। লালবাগের অবাঙালি দর্জির তৈরি হালকা নকশাদার টুপি পরে তিনি জুমার নামাজে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই বাড়িতে দুঃসংবাদটি এসে পৌঁছে। প্রকৃত সংবাদটি আড়াল করার জন্যে বলা হয়, পুলিশের গুলি লেগেছে শফিউর রহমানের হাতে, যেনবা ব্যাপারটা খুব সামান্যই।

ছোটভাই তৈয়বুর এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে আসে। তখন এক

বিরাট মিছিল যাচ্ছিল নবাবপুর রোড দিয়ে। সাংঘাতিক তেজি আর সাহসী মিছিল। রাষ্ট্রভাষার স্লোগান তো আছেই, মিছিল থেকে আগের দিনের ছাত্রহত্যারও বিচার চাইছে। শফিউর রহমানের সাইকেল রথখোলার মরণচাঁদের দোকান পর্যন্ত আসতেই পেছন থেকে গুলি লাগে তাঁর পিঠে। কেঁপে ওঠে সারা শরীর। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। শফিউর রহমানের সাইকেল আরো একটু এগিয়ে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তারপরই অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা মেডিক্যাল।

তৈয়বুরের মুখের এই বিস্তারিত বিবরণ শেষ হতে না হতেই আকিলা খাতুন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। ছোট্ট শাহনাজ এতো কিছু না বুঝেই মা বলে আর্তনাদ করে ওঠে। শফিউরের মা দ্রুত হাতে বউমার চোখে-মুখে পানির ছিটা দেন, বউমার কপালে হাত দিয়ে বুকভাঙা বিলাপ শুরু করেন আমার এ কী সর্বনাশ হলো রে মা। এখন আমি কী করি, কোথায় যাই। আবেগ সম্বরণ করে তৈয়বুর চোখ মুছে শক্ত হয়, শাহনাজকে দুহাতে টেনে বুকে তুলে নেয়, শাসনের স্বরে মাকে বলে, কান্না থামাও তো মা! চলো মেডিক্যালে যাই।

এ প্রস্তাবে মা খুব রাজি। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা বউমাকে নিয়ে। সে-কথা তিনি বলেই ফেলেন, বউমার শরীর খারাপ। এ-অবস্থায় ওকে রেখে সহসা আকিলা খাতুন চোখ মেলে তাকায় এবং জোর দাবি জানায়, না না, আমি মেডিক্যালে যাবো মা। আমি যাবো।

এক গ্লাস পানি সামনে বাড়িয়ে ধরে শাশুড়ি বলেন, পানিটুকু খাও মা।

না মা, আমি যাব মেডিক্যালে।

কান্নার ঢলে নেমে আসে আকিলা খাতুনের কণ্ঠ। অবুঝ শিশুর মতো বায়না ধরে। শাশুড়ি বোঝাতে চেষ্টা করেন তোমার পেটের মধ্যে যে আরেকজন আসছে মা, তার কথা তো ভাবতে হবে। বউমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে প্রস্তাব রাখেন আমরা ঘুরে আসি মা, তুমি না হয় পরে যেও।

না, আকিলা খাতুন কোনো কথা শুনবে না, কোনো যুক্তি মানবে না, গুলিবিদ্ধ স্বামীর শয্যাপাশে সে যাবেই। পেটে যে আসছে তার এদিকে সাত মাস হয়ে আসছে, তারই কথা ভেবে মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর মুখ দেখবে না সে! তার খুব মন বলছে শফিউরের চোখ এতক্ষণ তাকেই খুঁজছে। উদ্ভ্রান্তের মতো সে চিৎকার করে ওঠে -

আমি ওর কাছে যাবো।

অবশেষে আকিলা খাতুনের শক্ত দাবির কাছে পরাস্ত হয় সবাই। বেলা দ্বিপ্রহরে তারা ছুটে আসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তুমুল উত্তেজনা। আহত অসুস্থ মানুষের আহাজারি তো আছেই, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য প্রতিবাদী

মানুষের আবেগ আর উৎকণ্ঠা মেডিক্যালের মর্গ থেকে লাশ উধাও! এ কী মগের মুল্লুক! যা খুশি তাই করবে? অবশ্য এরই মাঝে বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা শহিদদের মরদেহ ছাড়াই গায়েবি জানাজা সম্পন্ন করেছে। একুশের মতো বাইশ তারিখেও তারা রাজপথে বেপরোয়া গুলি চালিয়েছে, মানুষ মেরেছে নির্বিচারে। আর কত সহ্য হয় মানুষের। তাই তারা টগবগ করে ফুটছে।

শফিউর রহমানের চোখে-মুখে ভয়ানক ক্লান্তির ছাপ। অধিক রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে শরীর। তবু এই মুমূর্ষু অবস্থায় আপনজনদের কাছে পেয়ে কে যেন ভেতর থেকে জাগিয়ে তোলে তাকে। সে হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরে মাকে। রক্ত মেখে যায় মায়ের শাড়িতে। শফিউরের কপাল থেকে নুয়ে থাকা চুলের গুচ্ছ সরিয়ে মা সেখানে চুম্বন এঁকে দেন পরম মমতায়। তখন ছেলের দুচোখের কোনা বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মানুষের ভিড় ঠেলে শফিউরের মাথার কাছে চলে আসে ছোটভাই তৈয়বুর। খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে তার ভাইয়ের গুলিবিদ্ধ শরীর অপারেশন করবেন ডা. এলিনসন। বিদেশি সার্জন। হাত খুব ভালো। মায়ের কাঁধে হাত রেখে সে সান্ত্বনা দেয়, কাঁদছ কেন মা? অপারেশন হলেই ভাইয়া ভালো হয়ে যাবে

শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে মা ফুঁপিয়ে ওঠেন। শফিউর রহমান হাত বাড়াতেই সে হাত আঁকড়ে ধরে ছোটভাই তৈয়বুর। ছোটভাইয়ের হাতের মুঠোয় বড়ভাইয়ের হাত। মাথাটা একপাশে হেলানো। হাত ধরেই শফিউর বলেন, শাহনাজকে দেখিস ভাই। এই যে আমার বুড়ি। দেখিস ওকে।

এবার তৈয়বুরের চোখ ভিজে আসে, গলা ধরে আসে, সামনে থেকে সরে যায়। এতক্ষণে সামনে এগিয়ে আসে আকিলা খাতুন। তার কণ্ঠে বুকফাটা হাহাকার। স্বামীর গায়ের রক্তেভেজা গেঞ্জিটা খামচে ধরতে গিয়ে তার দৃষ্টি আটকে যায় বুলেটবিদ্ধ ক্ষতস্থানে। আর তখনই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। মুখে কোনো কথা সরে না। শফিউর রহমান হাত বাড়িয়ে দেন স্ত্রীর দিকে।

আকিলা খাতুন তখন কী করে? তার খুব ইচ্ছে করে ওই দুটি হাতের বন্ধনে নিজেকে সমর্পণ করতে। ইচ্ছে করে ওই রক্তেভেজা গেঞ্জি থেকে সবটুকু রক্ত নিজের বুকে শুষে নিতে। ইচ্ছে করে ওই ঘোলাটে চোখ দুটো মমতার চুম্বনে মুছিয়ে দিতে। কিন্তু এই জনারণ্যে কীইবা করতে পারে সে।

এরই মাঝে সার্জন এলিনসনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। হাসপাতালে সিস্টার-ব্রাদার ব্যস্তসমস্ত পায়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। স্ট্রেচারে রোগী তুলে অপারেশন থিয়েটারের দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। আকিলা খাতুন তখন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে স্বামীর হাত, আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে— না।

এই জটিল সংকটাপন্ন মুহূর্তে এভাবে না বলার মানে কী? আকিলা খাতুন কি স্বামীর শরীরের গুলিবিদ্ধ স্থানে এই অপারেশন চায় না। সার্জন এলিনসন অনেক বড় ডাক্তার অনেক খ্যাতি তাঁর; তবুও না? আকিলা খাতুন কী করে বোঝাবে মুমূর্ষু ওই মানুষটিকে এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করছে না। তাই তো সে স্ট্রেচারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, স্বামীর রক্তাক্ত বুকে হাত রাখে। ডুকরে-ওঠা তার কান্নার ভাঁজে আবারো গুমরে ওঠে-- না।

মানুষ বাঁচানোর মহান ব্রত নিয়ে যে চিকিৎসক কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, রোগীর স্বজনদের আর্তবিলাপে কান দিতে গেলে তাঁর চলে? মানুষের বাঁচার আকুতিই তার কানের দুয়ারে দম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাই অন্য কোনো মানবিক আহাজারি কানের ভেতর দিয়ে তাঁর মর্মমূল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। শুধু ডাক্তার বলে তো কথা নয়, মহৎ এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য। কাজেই শফিউর রহমানের স্ট্রেচার সামনে এগিয়ে চলে। অচেনা শূন্যতার গহ্বরে প্রবেশের ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীর হাত ধরে শফিউর বলেন, আমি যাই আকিলা। এবার আমাদের পুত্রসন্তান হলে তার নাম রেখো শফিক। মানে শফিকুর রহমান। তার মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব।

এপারে আকিলা খাতুনকে রেখে শফিউর রহমানের স্ট্রেচার চলে যায় ওপারে।

প্রিয় পাঠক, সত্যিই আর এপারে আসা হয়নি শফিউর রহমানের। বিখ্যাত সার্জন ডা. এলিনসনের অপারেশন সেদিন সাফল্যের নাগাল পায়নি। যখন সন্ধ্যায় সব পাখি ঘরে ফেরে, শফিউরের জীবনবাতি তখন নিভে যায়। পুলিশ কিংবা আর্মি যে কোনো সময় ছোঁ মেরে লাশ গুম করে ফেলতে পারে এই আশঙ্কায় কজন ছাত্র যুক্তি করে শফিউরের লাশ লুকিয়ে রাখে ঢাকা মেডিক্যালের স্টেরিলাইজ বিভাগে। টানা তিনদিন পর কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিতে সে-লাশ আনা হয় আজিমপুর কবরস্থানে। অতঃপর মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে আকিলা খাতুনের জমানো টাকায় কেনা মাটিতে দাফন করা হয় লাশ। এই পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ইতিহাস, গল্প নয়। কেবল আকিলা খাতুনের বিমূঢ় হাতের মুঠোয় ধরে থাকা শফিউরের রক্তমাখা গেঞ্জিটাই আগামীদিনের কল্পগল্পের অনিঃশেষ উপাদান হয়ে যায়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

আমাকে পাবে নাকো

মিয়া সালাহউদ্দিন

আমাকে পাবে নাকো তুমি
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে
হাতাওয়ালা কাঠের চেয়ারটা পড়ে থাকবে
কেউ নেই, সবই শূন্য তাতে
কতো স্মৃতি মাখা ঐ চেয়ারটা ঘিরে
আজ তা দূরস্মৃত কাহিনি।

সকালের আলোকিত সূর্যটায়
শিশিরে ভেজা সরিষার ফুল চকচক করছে
লাল-নীল-সবুজ প্রজাপতি তাতে উড়ছে
চারিদিকে উড়াউড়ি; ছোটাছুটি
যেন শিশুরা খেলছে।

একদিন প্রাণ প্রদীপ নিভে যাবে আমার
তখন আমাকে খুঁজে পাবে তুমি
প্রকৃতির মাঝে; ভোরের সূর্যালোকে
মাথার উপরে অনন্ত আকাশ
পায়ের নীচে মাটি
এই মাটিতেই আমি থাকবো অনন্তকাল।

গাছের পাতারা ঝরে যায়
আবার নতুন পাতা গজায়
সবুজে সবুজে পল্লবিত হয় চারিদিক
মানুষ চলে গেলে থেকে যায় স্মৃতিচিহ্ন।

নিশাচরী

শারমিন নাহার ঝর্ণা

দিনের ঢেউ উপচে রাতের স্রোত নামে
অসমাপ্ত কথাকলি জমে হৃদয়ের খামে,
জোনাকিরা আলো জ্বেলে কেড়ে নেয় ঘুম
রূপালি চাঁদ এসে আঁকে প্রণয়ের চুম।

নক্ষত্র ঝিকিমিকি করে অঘর জুড়ে
হৃদয় আঙিনা ভরে কেন বিরহ সুরে?
ঐ দূরে ভেসে যায় মনের যত বাসনা,
মেঘপুঞ্জকে ডাকি পাশে কেন আসনা?

রাতের ডাইরিতে মনের কলম দিয়ে
খুঁজে ফিরি একশচ্ছ প্রণয় নিয়ে,
টিকটিকি চুপি সাড়ে ঠিকঠিক বলে
সুখেরা সাঁতার কেটে ভেসে ভেসে চলে।

রাত বুঝি হলো গভীর ডাহুকের ডাকে
টুনটুনি ঘুমিয়ে আছে তরলতার ফাঁকে,
ঝিঁঝি পোকার চোখে এখন ঘুমের আবেশ
হৃদয়ের কপাট খোলা অবিরত রাত্রীর শেষ।

আমার প্রিয় বাংলা মাগো

সরকার জাহানারা ফরিদ

আমার প্রিয় বাংলা মাগো আমার সোনার মাটি
রূপটি তোমার সবুজ শ্যামল স্নিগ্ধ পরিপাটি
ভোরবেলাতে মেঠো পথে মুক্ত পায়ে হাটি
চারপাশেতে সোনার ফসল সোনার চেয়ে খাঁটি।।

সর্ষে ধনের গন্ধে আহা মনটা আকুল করে
মাঠে-মাঠে মটর শুটি সবুজ মায়া ঝরে
পাতার ফাঁকে ফুলরা সব হাসছে কুটি কুটি -
তাইনা দেখে মনটা আমার করছে লুটোপুটি।।

এমন শোভা আর আমি মা কোথায় পাবো বলো!
ভোরের বেলায় রূপটি তোমার আলোয় ঝলোমলো
রোয়া কনক ধানের শোভা বাঁধা আঁটি আঁটি
তিল তিসি আর সর্ষে ফুলের রূপটি পরিপাটি।।

মৌমাছিদের গুঞ্জরণে মনটা উঠে নেচে -
ইরি ধানের হাসির মাঝে কিষাণ থাকে বেঁচে
থোকায় থোকায় আউশ আমন বিছায় আশার পাটি
আমার সোনার বাংলা মাগো সোনার চেয়ে খাঁটি।।

তোমার মাটির জাদুর পরশ শান্তি আনে মনে
মাগো তোমার গানটি আমি গাই যে ক্ষণে ক্ষণে
আমার সোনার বাংলা তুমি, আমার জন্মভূমি
দুঃখ ভুলে যাই যে আমি হাসলে পরে তুমি ।।

ভাষার জন্য

গোলাম নবী পান্না

কথায় এখন সুর বসিয়ে গাইতে পারি গান,
গানের ভেতর দেখে আছে বাংলা ভাষার টান।

গানতো হলো সুরের কথা, বাংলা বলাই মানা,
মুখ থাকতে বোবা যেমন, চোখ থেকেও কানা।

এমনিভাবে কঠিন দিনের মুখোমুখি হয়ে,
বাংলাদেশের মানুষগুলো যাবে কতো সয়ে।

উর্দু হলে রাষ্ট্রভাষা মান বাঁচে কি দেশের,
রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে চাওয়াটা বীর বেশের।

বীরের জাতি লড়াই করার স্বপ্ন যখন আঁটে,
অস্ত্র আর বার্তা-তরী ভীড়তে পারে ঘাটে?

উর্দু হতে পারে না তাই বাংলাদেশের ভাষা,
জীবন দিয়ে পাওয়া হলো এমন সুখের আশা।

দেশের বুকে আঁকলো যারা জীবন দেয়ার নাম,
বাংলা ভাষার লেখার জানাই সেই শহিদের দাম।

বায়ান্ন সাল ভাষার জন্য ইতিহাসে লেখা,
আন্তর্জাতিক মর্যাদা তার বিশ্বে হলো লেখা।

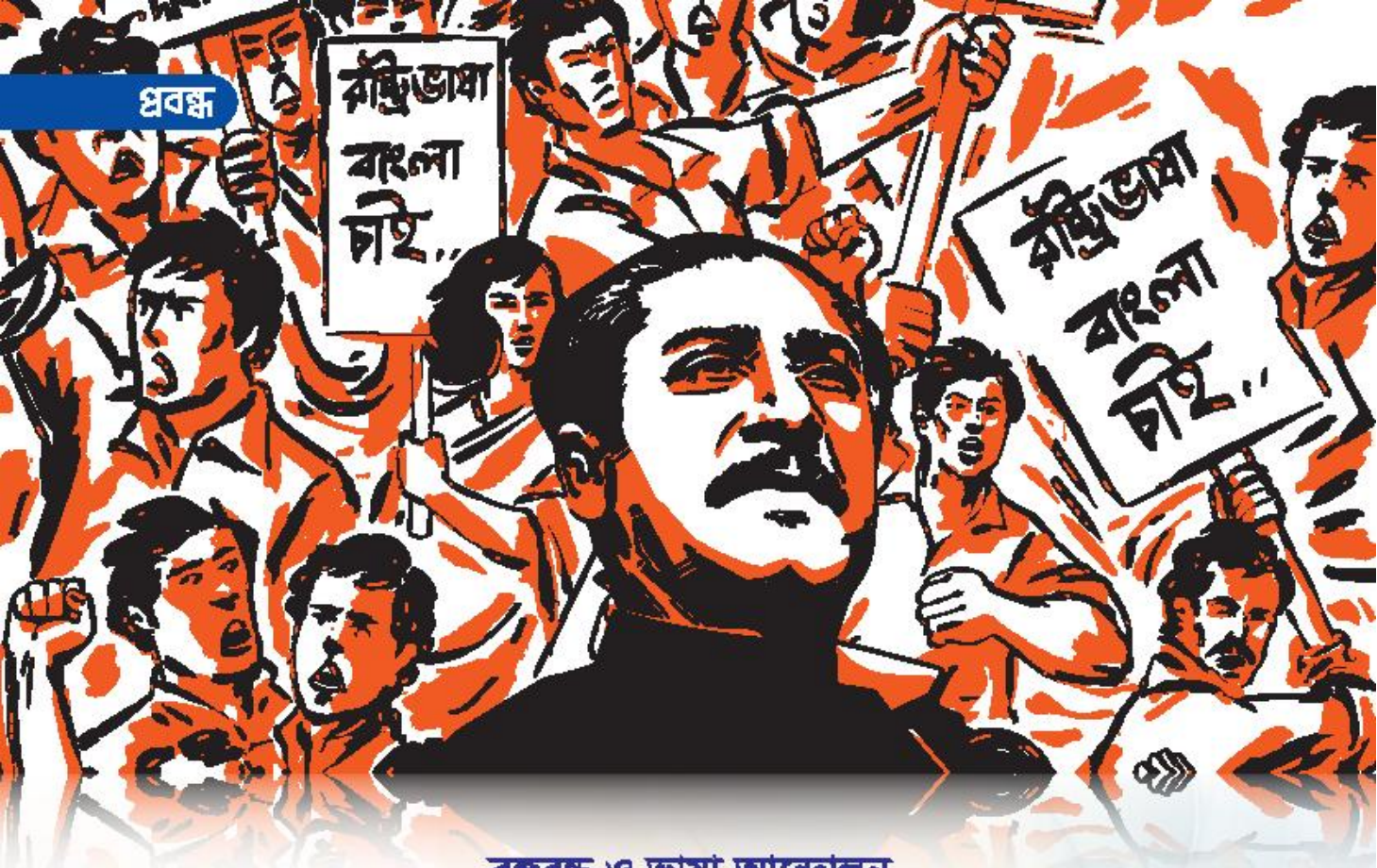

বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন

মঈনুল হক চৌধুরী

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলন ভাষার মর্যাদার রক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি ছিল বাঙালির আত্মপরিচয় ও আত্মজাগরণের আন্দোলনের। আত্মপরিচয় ও আত্মজাগরণের চেতনার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফার আন্দোলন, পরবর্তীতে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের ভাষা আন্দোলনে সূচনা পর্ব এবং পরবর্তী সময় আইনসভার সদস্য হিসেবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি ওঠে, বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার এ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। এতে চাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ হন এবং গড়ে ওঠে প্রতিরোধ। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন, অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন ভাষা আন্দোলনে। ইতিহাসে লেখা আছে সে অবদানের কথা। সে কথা ফুটে উঠেছে অন্য ভাষা সংগ্রামীদের আত্মকথায়। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতেও সে সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের কথা সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকবার রাজপথ থেকে বন্দি হন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গে আরও অনেকে। দূরদর্শী নেতৃত্বের অধিকারী বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা অবশ্যই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে, কারণ গণদাবিকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় না। বন্দি অবস্থায় একটি ঘটনার বর্ণনা থেকে এ কথা আরও স্পষ্ট হওয়া যায়-"আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভেতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে শ্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট মেয়েরা একটুও ক্লান্ত হতো না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'- নানা ধরনের শ্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, 'হক সাহেব ওই দেখুন, আমাদের বোনরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।' হক সাহেব আমাকে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'

(আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃষ্ঠা: ৯৩)।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে তমদ্দুন মজলিস ও ছাত্রলীগের যৌথ সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এই সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, মুহাম্মদ

তোয়াব, আবুল কাসেম, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এতে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ছাত্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান দুজন করে প্রতিনিধি দান করে। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিবুর রহমান বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সুদূরপ্রসারী। এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট (হরতাল) পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে সফল হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট। এই হরতালে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম গ্রেপ্তার। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি '৫২ আমরণ অনশন শুরু করেন। এ সময় ১৭ ফেব্রুয়ারি '৫২ ইত্তেফাকে এক প্রতিবেদনে 'পাকিস্তান সংগ্রামের অগ্নি কর্মী, ছাত্র-যুব আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বিনা বিচারে কারাবাস ও বন্দি দিনগুলোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে জীর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলে প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রদেশের সব কর্মী, বিশেষ করে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনের আত্মমুক্তির জন্য আবেদনপত্র পেশ করেছেন। আবেদনপত্রে মওলানা ভাসানী, বিশিষ্ট ছাত্রনেতাসহ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকরা সই করেন। মানবতার নামে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনের মুক্তির আবেদন জানিয়ে মওলানা ভাসানী একটি পৃথক বিবৃতি দেন, যা ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রাজবন্দি মুক্তি কমিটির সভায় শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং পোস্টার দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে পূর্ববাংলা আইন পরিষদ ভবন অভিমুখে এক মিছিল বের হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণপর্বে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকলেও জেলে বসেও নিয়মিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতেন। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন – '১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে আটক ছিলেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই '৫১ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে জেলে থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।'

(সূত্র : ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, গাজীউল হক)।

শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু সে সময় কারাগারের দিনগুলোর কথা, বাইরে রাজপথের নানান কথা তার আত্মজীবনীতে তুলে এনেছেন, ঠিক ২১ ফেব্রুয়ারি দিনের কথা তিনি বলেছেন এভাবে – "২১ ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরও অনেক স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', বললেই তো হতো।"

১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫২ সালের ২৭

এপ্রিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমা প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা আন্দোলনের সফলতাপর্বে তার অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকী পালনেও বঙ্গবন্ধুর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এ উপলক্ষ্যে আরমানিটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জড়িত। ভাষার অধিকার অর্জন করার পরই জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখে বাঙালি জাতি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। এই মহান আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান দূরদৃষ্টির ভূমিকা পালন করে আমাদের একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

একুশের মাইক

ইমরুল ইউসুফ

ইমন আগেই ভেবে রেখেছে আজ পালাবে। সঙ্গে থাকবে বন্ধু বাবলু। এ জন্য একটু আগেভাগেই মায়ের কাছে রাতের খাবার চায়। বলে, মা আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও। পরশু পরীক্ষা। আজ একটু রাত জেগে পড়তে হবে।

মা বলেন, ঠিক আছে। তুমি পড়তে থাকো। আমি হাতের কাজ সেরে খাবার দিচ্ছি। মা রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

ইমনের মন চলে যায় বাবলুর কাছে। রাসেল ভাইয়ের পরামর্শমতো ওরা দুজন আজ শেষ রাতে বিশেষ একটি কাজে বের হবে। সেই কাজে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন রাসেল ভাই। রাসেল পাড়ার মাইকের দোকানে কাজ করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাউথ অর্গান বাজায়। দারুণ বাজায় রাসেল ভাই। বিশেষ করে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি... গানটি। এছাড়াও– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি... গানটিরও সুর তোলে দারুণ। ভাষা নিয়ে লেখা এই গানটির সুর আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভাষা শহিদদের কাছে। শহিদ মিনারের কাছে।

বাবলু বোধহয় ঘরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কেমন জানি খস খস শব্দ পাচ্ছে ইমন। কান খাড়া করে শব্দ শোনার চেষ্টা করে। কারণ শেষ রাতের যেকোনো সময় বাবলু দরজায় টোকা দিতে পারে। এজন্য ইমন ঘুমাতে পারে না। কথা আছে বাবলু এসে দরজায় টানা তিনটি টোকা দেবে। টোকা শুনেই দরজা খুলে দেবে ইমন। হঠাৎ দরজায় খট! খট। খট! শব্দ। ইমন দরজা খুলে দেয়। বাবলুকে দেখে ইমনের মন খুশিতে ভরে ওঠে।

বলে, আমরা ঠিক চারটায় এখান থেকে বের হব। রাসেল ভাই বলেছে এই সময়ে বের হতে। তা না হলে আমাদের দেরি হয়ে যাবে। সূর্য ওঠার আগেই নাকি সব কাজ শেষ করতে হবে।

সূর্যকে জায়গা করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে আকাশ। বাইরে এখনো আবছা অন্ধকার। কুয়াশা যেনো অন্ধকারকে জাপটে ধরে রেখেছে। অন্ধকার কিছুতেই কুয়াশার বুক চিরে আলোর দিকে এগোতে পারছে না। কিন্তু ইমন ও বাবলু এগিয়ে যাচ্ছে। এখন ভীষণ ঠান্ডা। শীতল বাতাসের ভেলায় ভাসছে জমাট কুয়াশা। কুয়াশার নরম বিন্দুতে ভিজে যাচ্ছে ওদের চুল, ভ্রু, চোখের পাপড়ি। কুয়াশার স্রোত যেন ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে চোখের মণিতে লেপ্টে থাকা জল। ভিজিয়ে দিচ্ছে চোখ।

সত্যিই তো আজ চোখের পাতা ভিজে যাওয়ার দিন। ভাষা শহিদদের রক্তের ঋণ শোধ করার দিন। ওদের স্মরণে শহিদ মিনার ফুলে ফুলে সাজানোর দিন। শহিদ বেদিতে উঠে সালাম জানানোর দিন। এ জন্য ইমন আর বাবলু হাঁটছে। শহিদ মিনারের দিকে হাঁটছে। আর একটু পথ পেরুলেই কালীগঞ্জ বাজার। বাজারে অপেক্ষা করছেন রাসেল ভাই। ওই বাজারেই আসল কাজ। কাজ শেষে যাবে পাইলট স্কুল মাঠের শহিদ মিনারে।

হাঁটতে হাঁটতে বাজারে পৌঁছায় বাবলু ও ইমন। দেখে রাসেল ভাই দাঁড়িয়ে আছে বাজারের এক কিনারে। সেখানে একটি ভ্যানগাড়ি রাখা। পাশে ভ্যানওয়ালা। ভ্যানের ওপর অনেক ফুল। একপাশে একটি মাইকসেট ও ব্যাটারি। আরেক পাশে শোলা ও ছোটো ছোটো কাঠের টুকরা। বড়ো সুচ, সুতা, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি। এত ফুল ও জিনিসপত্র দেখে ওরা অবাক হয়।

ইমন প্রশ্ন করে, এত ফুল দিয়ে কী হবে রাসেল ভাই?

রাসেল বলে, কী হবে একটু পরেই বুঝবে। এখন আমি যা বলি তাই করো– ঠিক আছে?

দুজন একসঙ্গে হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ে।

রাসেল হাত নেড়ে নেড়ে কাজ বুঝিয়ে দেয়। বাবলু ও রাসেল কাঠ দিয়ে শহিদ মিনারের আদলে একটি ফ্রেম তৈরি করে। তারপর শোলাটি গোল করে কেটে তাতে লাল রং লাগায়। আর ইমন গাঁথতে থাকে ফুলের মালা। গাঁদা, জারবেরা, গোলাপ কতো যে ফুল! রাসেল ভাই, মালা গাঁথা শেষ। এখন আমি

কী করবো? বলে ইমন।

একটু অপেক্ষা করো। আমার হাতের এই কাজটি সেরে মালাগুলো নিচ্ছি। উত্তর দেয় রাসেল ভাই। ইমন মনোযোগ দিয়ে বাবলু ও রাসেল ভাইয়ের কাজ দেখতে থাকে।

রং করার পর সোলাটিকে দেখতে অনেকটা লাল সূর্যের মতো লাগছে। ভোরের নরম আলোর লাল রংটি যেন আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দেখাবেই তো। ওখানে যে বসানো আছে আমাদের সূর্য সন্তানদের মুখ। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরের মুখ। আহা! কী মায়াময় প্রতিটি মুখ। কিন্তু প্রত্যয়ে ইস্পাত-কঠিন। ভাবনায় দৃঢ়। চিন্তায় অটল। দাবি আদায়ে সাহসী ও সত্যার্থী। বীরত্বে অনন্য। এঁদের জন্য কাজ করা কী যে আনন্দ, কী যে গৌরবের সেটি বুঝেই ওরা কাজ করছে। শহিদ মিনারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শহিদ মিনারের কাঠামো, মিনারের পিছনে লাগানো লাল সূর্য, ফুলের মালা প্রস্তুত। এখন শুধু বাকি ফুল দিয়ে মিনারের ফ্রেমটি মুড়ে দেওয়া। আর ব্যাটারিতে মাইক সেটের সংযোগ দেওয়া।

রাসেল ভাই বললো, এসো আমরা এখন মালা দিয়ে শহিদ মিনারটি সাজাই। তিনজনে মিলে দ্রুত মিনারের কাঠামোর সঙ্গে ফুলের মালা বেঁধে ফেলে। মিনারের পিছনে বেঁধে দেয় সোলার তৈরি গোলাকার লাল সূর্য। রাসেল ব্যাটারিতে মাইক সেটের সংযোগ দিয়ে চালু করে মাইক। মুহূর্তেই রাসেল ভাইয়ের মাউথ অর্গানে বেজে ওঠে– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...। বাজার পেরিয়ে অলিগলি দিয়ে চলতে থাকে ভ্যান।

চলতে থাকে গান। ইমন ও বাবলু ভ্যানের ওপর বসে ধরে রাখে শহিদ মিনার। ভোরবেলায় মাউথ অর্গানে সুরের মূর্ছনা শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে থাকে। শিশু-কিশোররা ভ্যানের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে। একজন দুজন তিনজন করে বাড়তে থাকে মানুষ। বাড়তে থাকে ভ্যানের পিছনে হাঁটতে থাকা মানুষের লাইন। যেন হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালা। রাসেল ভাই বাঁশিতে সুর তুলছে। আর সবাই গাইছে– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...। হাঁটছে শহিদ মিনারের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহিদ মিনারের কাছে পৌঁছে যায়। এমন সময় রাসেলের মোবাইলে কল আসে। রাসেল অর্গান বাজানো থামিয়ে ফোনের ডিসপ্লেতে চোখ রাখে। দেখে ফোন করেছেন রশিদ গাজী। বুঝে ফেলে দোকানের মালিক এসময় কী কারণে ফোন করেছে। প্রথম কারণ সে দোকানে নেই। দ্বিতীয় কারণ মাইক। 'গাজী মাইক ঘর'-এর ৭ নম্বর এই মাইকটি না বলে নিয়ে এসেছে রাসেল। সে ভালো করেই জানে এটা করা উচিত হয়নি। মালিক দোকানে এসেই মাইকটি খুঁজবে। কারণ এই মাইকটি একজনের কাছে আজ ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সে যখন মাইকটি নিতে এসেছে তখনই এটির খোঁজ পড়েছে। মালিক খুঁজতে গিয়ে দেখে মাইকটি নেই। আর তখনই ফোন। কিন্তু ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতেই তো রাসেল মাইকটি এনেছে। এসব ভাবতে ভাবতে সে ফোন ধরে। হ্যালো বলতেই ওদিক থেকে প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পায়।

মালিক বলেন, কী রে রাসেল, কোথায় তুই? সকালে কি দোকান খুলেছিলি? আমাদের ৭ নম্বর মাইকটি কোথায়?

রাসেল বলে, মাইকটি আমার কাছে। আমরা সবাই মিলে মাইক বাজিয়ে শহিদ মিনারে এসেছি ফুল দিতে। গ্রামের অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে।

রশিদ গাজী বলেন, এটা কি মগের মুলুক পেয়েছিস? যখন যা খুশি মনে হবে তাই করবি? না বলে তুই আমার মাইক নিয়েছিস কেন? এক্ষুণি চলে আয় বলছি।

রাসেল বলে, আসব। অবশ্যই আসব। তবে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার পর। আমরা আজ ফুল দিয়ে শহিদ মিনারের আদলে একটি ফুলের শহিদ মিনার তৈরি করেছি। ফুলের তৈরি মিনার দিয়ে আমরা আসল শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাব। তারপর আসব। আপনিও আসতে পারেন। এখানে এসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। কালীগঞ্জ পাইলট হাই স্কুল মাঠে আমরা আছি। রাসেল ফোন কেটে দেয়। ওর মুখের অবস্থা দেখে কী হয়েছে জানতে চায় ইমন ও বাবলু। কিন্তু রাসেল এ কথার কোনো জবাব দেয় না।

বলে, কিছু হয়নি। ভ্যান থেকে মিনারটি নামাতে আমাকে সাহায্য করো।

সবাই মিলে ফুলের মিনারটি ভ্যান থেকে নামায়। রাসেল, ইমন ও বাবলুর সঙ্গে অন্যরা ধরাধরি করে নিয়ে যায় মাঠের পূর্ব প্রান্তের বড়ো শহিদ মিনারের দিকে। ফুলের মিনারটি বেদিতে রাখে। চোখ বন্ধ করে স্মরণ করে ভাষা শহিদদের। শহিদবেদি থেকে নেমে আসার সময় দেখে রশিদ গাজী ওর দিকে তেড়ে আসছেন। কাছাকাছি এসে রশিদ গাজী তো অবাক। শহিদ মিনারে এত ফুল। এত মানুষ। ফুলের তৈরি ছোট্ট ওই শহিদ মিনারটি তো দারুণ। সবাই শহিদবেদিতে ফুল দিচ্ছে। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। রশিদ গাজীর দোকানের মাইকটি থেকে ভেসে আসছে– আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...। চারদিকে এমন পরিবেশ দেখে রশিদ গাজীরও ইচ্ছে হয় মিনারে ফুল দিতে। কিন্তু ফুল কোথায়? রাসেলকে ডেকে বলে, এদিকে আয়। আমাকে কিছু ফুলের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস? আমিও ফুল দেব।

রাসেল চট করে শহিদবেদিতে উঠে যায়। ওদের বানানো শহিদ মিনার থেকে কয়েকটি ফুল ছিঁড়ে রশিদ গাজীর হাতে দেয়। রশিদ গাজী জুতা খুলে ধীর পায়ে উঠে যায় শহিদবেদিতে।

ফুল দিয়ে নেমে এসে রাসেলকে বলে, তোদের সঙ্গে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত। সেই আনন্দে আমি তোদের জানিয়ে রাখি– প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি সারাদিনের জন্য আমি একটি মাইক দেব। আজ যে মাইকটি তোরা নিয়ে এসেছিস সেটি দোকানের এক কোনায় রেখে দিবি। অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আমি এই মাইকটি ভাড়া দেবো না। এই মাইকটি শুধু একুশের দিন ব্যবহৃত হবে। ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে আমি এই মাইকটি উৎসর্গ করলাম।

রাসেল খুব খুশি হয়ে বলে, তাহলে এই মাইকটির নাম হবে একুশের মাইক।

রাসেলের এই কথা শুনে বাবলু ও ইমন একসঙ্গে বলে ওঠে হ্যাঁ, একুশের মাইক।

লেখক: সহপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ফ্রকের ঘেরে শৈশব

জান্নাতুল বাকেয়া কেকা

ফ্রকের ঘেরে হারানো শৈশব
আমার আজো ছোটে পোল্লাফুটের মাঠে ।
রং বে-রংয়ের ঘেরে আজো
বড্ড রঙিন আর জীবন্ত।
ঘটি হাতা-গোল গলা ফ্রকের ঘের
এতটার বিস্তর ছিলো যে
১৬/২৬/৩৬ কিংবা ৪৬ বছর বয়সী
মনের ঘেরেও ঠিকই নাগাল পায়।
ভাবযোগাযোগের সেই খাল পাড়ের
জলে নিরলংকার জাল হতো ঠিকই।
ফ্রকের ঘেরের জালে আটকে যেতো
চুনোপুটি-আর টাটকিনির পোনা।
লম্বা ঘেরের ফ্রকে রৌদ্দুর লাগা
বৈকালের মাঠে হাওয়াই উড়তো অবলিলায়।
ফ্রকের ঘেরের ফাঁকে উবু হয়ে পশ্চাদ্দেশ
দিয়ে দেখা যেত আকাশের জমিন।
দু'হাতের চেটোয় ঘাসেতে ছুয়ে যাওয়া
সেই ফ্রকের ঘেরে টানে ছিড়তো ফ্রকের ব্রেস্ট।
আবাল্য আমার শৈশব ঘুরতো
ফ্রকের লম্বা ঝুলের ঘেরের ঝুলোঝুলিতে।
তারপর গলায় নেমে আসা ফ্রকের ঘেরের
ঝুলের চাপে হঠাৎ ই ঘনাত সন্ধা।
শীতের ঘোর সন্ধায় খেলার সাথিরাও
সৈবালের মত ফিরতো যার যা নীড়ে।
নিষ্প্রভ দিনের শেষভাগে ফুরিয়ে যাওয়া
সেই শৈশব ফ্রকের ঘেরে আটকে,
লম্বা ঘাসের কচি ডগায় মাড়িয়ে ছুটে চলা
আবাল্য শৈশব আমার ফ্রকের ঘেরে আজো বন্দী।

ফুল ফোটাবার মন্ত্র শুধু বলো ॥

কামাল মাহমুদ

এতো অসত্য, স্বার্থ আর শঠতার কথা বাংলায় বোলো না
প্রবঞ্চনার হীন কথামালা বাংলায় বুনো না
কাকস্বর এ ভাষায় নিষিদ্ধ, জেনে নাও।

আমাদের বর্ণমালা গোলাভরা রোদের মধ্যে পঞ্চপ্রদীপে জ্বেলে
অমৃত আলোর জোনাকি দেখে হেসে ওঠে
বনের রঙে মনের রঙে মাধুর্যের স্বাদ নিতে ভালোবাসে
বাঞ্ছাপূরণ কল্পবৃক্ষে ফুল ফোটাবার সাধনা যে তার,
তাকে হীনতায় দীনতায় লেপে কদর্য কোরো না।

জিঘাংসার ভাবনাগুলো স্বর-ব্যাঞ্জনে ভাববে না
মৃত্যুর ছক আঁকা, বিনাশের কল্পনা বাংলায় করবে না
বিরহের গান গাইবে না,
হৃদয় ভাঙার পদ্য এক পংক্তিও লিখো না
বর্ণমালার চোখ তাতে সারাক্ষণ অশ্রুতে ভিজে থাকে...
দীঘির দৈর্ঘ্যে প্রীত হৃষ্ট মাছদের মুখর বাইচ
শস্য, সবুজ, সূর্যোদয়ের গল্পগুলো লেখো
বাংলায় শুধু ফুল ফোটাবার মন্ত্রগুলো বলো ।

হেরে যাওয়ার গল্প

শামীমা খালিদ শাম্মী

পরাজিত প্রেমিকার আর্তনাদ, অবিশ্বাসের গল্প
নামহীন উপমাহীন শুধু ভরা অভিনয়,
এক অসমাপ্ত গল্পের প্রেম উপাখ্যান,
অপেক্ষা নামক শব্দটায় যাবতজীবন কারাদণ্ড
মর্মান্তিক অধ্যায়ের সুচনা,অশ্রু যন্ত্রণা।

প্রতি পৃষ্ঠায় আত্মচিৎকার,ব্যর্থতা আর
এক পাগল প্রেমের হেরে যাওয়ার গল্প,
না পাওয়ার গ্লানিতে প্রেমের নিষ্প্রভতা
তার সেই প্রেমের ভাষা চিরদিনই ছিল অচেনা,
সুরতোলা বাশরীর অন্তরের বেসুরা শূন্যতা
স্বপ্ন দুমড়ে মুচড়ে পঙ্গুত্ব বরণ, বোবা দীর্ঘনিশ্বাস
ক্ষত লুকায়, নজরকাড়া নামীদামী ভূষণে।

হৃদয় গহীনে জমে থাকা হাজারো কথামালা
আত্মহত্যা করে, হয়ে যায় নিরব কাকাতুয়া,
বিষাক্ত ধূলিময় ক্যাকাশে প্রিয় স্মৃতি,
বুক ভরা ভালোবাসার সিক্ত নয়নের
অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার গল্পে,
জীবন নামের রূপকথায় হেরে যাওয়া চুপকথা।

জাহিদুল হক স্মরণে

এস.এম জাহিদ হোসেন

বাঙ্গালি ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর আমরা ১৪ জন একসাথে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শাখায় চাকুরিতে প্রথম যোগদান করি। আমি এবং অন্য তিনজনের প্রথম কর্মস্থল শাহবাগের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম। যোগদানের পর সবার সাথে পরিচিত হওয়ার সময় জানলাম একজন সহকারী পরিচালক (তৎকালীন পদবী) হার্টের অপারেশনের কারণে চিকিৎসা ছুটিতে আছেন। তাঁর নাম এ.কে. জাহিদুল হক। তখন পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন এ.টি.এম. মফিজুল হক। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে পরিচালক পদে যোগদান করলেন দিলরুবা বেগম (প্রয়াত দিলরুবা আপা) ১। কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান করলেন জাহিদুল হক স্যার। এক সকালে তাঁকে দেখলাম অনুষ্ঠান সভায়। ছোট খাটো গড়নের, প্রায় গৌড় বর্ণের, হাসিখুশি, উজ্জ্বল স্বভাবের এক পরিণত তরুণ। সোজা-সাপ্টা কথা বলেন। বিনম্র স্বভাবের জাহিদুল হক স্যারের কথা বলার একটা আলাদা স্টাইল ছিল - হাত নেড়ে, শরীর দুলিয়ে তাঁর কথা বলার ধরণ প্রথম দিনই আমার খুব ভালো লেগেছিল।

বাংলাদেশ বেতারের প্রথাগত নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন অফিস শুরুর পর পরই সকল কর্মকর্তা 'অনুষ্ঠান সভা'য় একসাথে বসেন। আগের দিন প্রচারিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন পাঠ, আগামী দিনের অনুষ্ঠানের খসড়া বিবরণ (কিউশিট) উপস্থাপনসহ দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়। বেতারের প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও প্রচার ইউনিটে এখনও এই সভার প্রচলন রয়েছে। যতটুকু মনে পড়ে বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে সে সময় মোট ১৬জন কর্মকর্তা ছিলেন। ১০ জন অনুষ্ঠান সংগঠক, ৪ জন সহকারী পরিচালক, একজন উপ-পরিচালক এবং একজন পরিচালক। সভায় সবার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কেউ কেউ অভ্যাসগতভাবেই যেন দেরি করে আসতেন, আর পরিচালকের বকা খেতেন। তারপরও সেই একই কাজ করতেন। সভায় কর্ম দিনের শুরুতেই সবার সাথে দেখা হতো, অনুষ্ঠানের ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা হতো। ভুলের জন্য ভর্ৎসনা যেমন শুনতে হতো, তেমনি দিক-নির্দেশনাও পাওয়া যেত সিনিয়রদের কাছ থেকে। দাপ্তরিক আলোচনা শেষে চায়ের কাপ হাতে অনির্ধারিত আড্ডা চলতো, প্রায় নিয়মিত। এতে করে সবার সাথে আন্তরিকতা বা হৃদ্যতা যেমন ছিল তেমনি সিনিয়র-জুনিয়রদের মধ্যে একধরনের ভালো বোঝাপড়ার সম্পর্কও তৈরি হতো। প্রতিদিন অনুষ্ঠান সভার এই পর্বে এসে জমজমাট তর্ক-বিতর্ক চলতো। আর এতে সক্রিয় ছিলেন- জাহিদুল হক, সালাউদ্দিন ভুঁইয়া, মুন্সি আহসান কবীর এবং পরবর্তীতে আর একজন নবিদুর রহমান। তাঁরা সবাই আমার সিনিয়র। আমিসহ জুনিয়র কর্মকর্তারা কম কথা বলতাম অফিস ডেকোরাম মেনে চলতে। তাঁদের কথা-বার্তা উপভোগ্য হলেও তর্ক-বিতর্কে মাঝে মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, এমন কী একে অপরের দিকে তেড়ে যাওয়ার ঘটনার উপক্রম হতো। সবচেয়ে বেশি হতো জাহিদুল হক, সালাউদ্দিন ভুঁইয়া এবং মুন্সি আহসান কবীর-এই তিন জনের মধ্যে। এ বাকযুদ্ধ কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে হতো না, মজার কোনো বিষয় নিয়েই হতো। তবে যাই ঘটুক সবই থাকতো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। পরিস্থিতি সীমা অতিক্রমের আগেই পরিচালকের হস্তক্ষেপে সভা শেষ হতো। ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের প্রাণবন্ত সভা শেষ করে সবাই হাসিমুখে নিজ নিজ দপ্তর কক্ষে গিয়ে কাজে মন দিতেন। এই অনুষ্ঠান সভার কথা এজন্য বললাম যে, যেদিন জাহিদুল হক স্যার থাকতেন না সেদিন সভা অনেকটা নিষ্প্রভ থাকতো, তর্ক-বিতর্ক চললেও সেভাবে জমে উঠতো না। তাই বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে কর্মরত থাকার দিনগুলো মনে হলেই জাহিদুল হক স্যার, সালাউদ্দিন ভুঁইয়া স্যার, মুন্সি আহসান কবীর স্যার এবং মোস্তফা হাবিব আহসানের কথা মনে পড়ে। এই চারজনই আজ প্রয়াত ।

বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে তখন একটা রেওয়াজ ছিল, সবার অংশগ্রহণে মাঝে মধ্যে দুপুরের খাবারের আয়োজন। কোনো সময় সবার চাঁদায় অথবা কর্মকর্তাদের বাসা থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে এসে মাসে এক/দুই বার এমন ব্যবস্থা হতো। একবার জাহিদুল হক স্যার পরিচালককে বললেন - "আপা, এবার আস্ত মুরগীর রোস্ট খাবো। কোনো বাসার রান্না না, বাবুর্চি দিয়ে রান্না করাতে হবে।" এমন লোভনীয় প্রস্তাবে সবার সম্মতিতে আয়োজন ঠিকই হলো। কিন্তু, আস্ত মুরগী খেয়ে শেষ করা অনেকের জন্য কঠিন হলো। এ স্মৃতি এখনও মনে পড়ে।

ছটফটে স্বভাবের এই বিনয়ী মানুষটি অভিমানীও ছিলেন। একবার কী নিয়ে যেন তাঁর সাথে দিলরুবা আপার বেশ কথা কাটাকাটি হলো। তিনিও উত্তেজিত হয়ে আপার সাথে তর্ক করলেন। আপাও অসম্ভব রেগে তাঁকে বেশ বকা-ঝকা করলেন। এতে দু'জনই সিরিয়াস হয়ে গেলেন। দেখলাম পরদিন তাঁরা একজন আর একজনের সাথে

কথা বলেন না। আপাও কেন জানি বিষয়টা ভুলতে পারছিলেন না। দু'দিন পর কোনো একটা কাজে আমি আপার রুমে গেলাম। আপা প্রসঙ্গটা তুলে আবার আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি প্রায় কেঁদেই ফেললেন। টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে গম্ভীর গলায় আমাকে বললেন - "জাহিদ স্যা তোমাকে মিতা বলে। যাও, তাঁকে গিয়ে এই কথাগুলো বলে এসো।" এরপর বেশ কিছু কথা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। আরও বললেন কথাগুলো বলে আবার তুমি আমার রুমে আসবে। খুব সংকোচের মধ্যে পড়লাম। আপা দপ্তর প্রধান। জাহিদ স্যার আমার সিনিয়র। না গিয়েও পারলাম না। আমি আপার রুম থেকে বের হয়ে স্যারের রুমে যেতে যেতে বেশিরভাগ কথাই ভুলে গেলাম। তাঁর রুমে গিয়ে কিছু আপার কথা, কিছু আমার কথা মিলিয়ে কী যে বলেছিলাম জানি না। রুমের বাইরে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রুমে ঢুকতেই আপা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলেছো, বলো?" জেরার মুখে পড়ে ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে সব গুলিয়ে ফেললাম। আপা বুঝলেন আমি ঠিকমতো বলতে পারি নি। স্নেহমাখা বকা খেলাম। কিন্তু আমাদের কথার মধ্যেই জাহিদুল হক স্যার আপার রুমে আসলেন। আপার সাথে কথা বললেন। সবকিছু মিটমাট হয়ে গেল। আমিও ঘন্টি দিয়ে নিজের রুমে চলে গেলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম, জাহিদুল হক স্যারকে 'বেতার বাংলা'য় পদায়ন করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০০১-এ তিনি আগারগাঁওয়ে বেতার প্রকাশনা দপ্তরে 'সম্পাদক' পদে যোগদান করলেন। এ দপ্তরটি বেতারে একটি ভিন্নধর্মী কর্মস্থল, সৃষ্টিশীলতার জায়গা। জাহিদুল হক স্যারের মতো একজন প্রতিভা সম্পন্ন ও সৃজনশীল মানুষের জন্য এ পদায়ন আমার কাছে সঠিক মনে হয়েছিল - মনে হয়েছিল, তিনি ঠিক জায়গায়ই গেছেন। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে তিনি অবশ্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পরিচালক পদে যোগদান করে শাহবাগ চত্বরে ফিরে এলেন। এর কিছুদিন পর সরকারি চাকুরি থেকে অবসরে যান।

জাহিদুল হক স্যারের ছিল অসংখ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহী। বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে থাকাকালে দেখেছি প্রতিদিন অনেক গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। বদলি হয়ে তিনি যখন বেতার প্রকাশনা দপ্তরে গেলেন তখন পরিচালক দিলরুবা আপা আমাকে বললেন, "তুমি জাহিদুল হকের রুমে বসো।" আমি তার নির্দেশ পালন করলাম। কয়েকদিন পর দেখি দু'জন অপরিচিত মহিলা আমার রুমে উঁকি মেরে দেখছেন, কেমন যেন ইতস্তত করছেন। ভেতরেও আসছেন না, আবার চলেও যাচ্ছেন না। এমন সময় বাইরে থেকে পিয়ন এসে বলছে ইনিই জাহিদ স্যার। একজন মহিলা বলছেন - না, ইনি তো জাহিদ ভাই না। আমি সাথে সাথে বুঝলাম উনারা জাহিদ হোসেনকে খুঁজছেন না, খুঁজছেন জাহিদুল হককে। আমি তখন তাঁদেরকে স্যারের নতুন কর্মস্থলের কথা বললাম। তাঁরা চলে গেলেন। মনে মনে আমি খুব হেসেছিলাম আর ভাবছিলাম নাম এক হলেই মানুষ এক হয় না।

২০০২ সালে জাহিদুল হক স্যার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বহুগুণে গুণান্বিত এই অগ্রজ সহকর্মীর সান্নিধ্য লাভ করেছি। সত্যিই তা ভাল লাগার। সরকারি চাকুরি হতে অবসরের কিছুদিন পর তিনি 'দৈনিক সংবাদে' যোগ দিয়েছিলেন। সেসময় একদিন আমাকে ফোন করে তাঁর অফিসে যেতে বললেন। আমি গিয়েছিলামও। কিন্তু কিজন্য যেতে বলেছিলেন তা এখন আর মনে করতে পারছিলেন না।

আমি একটা বিষয় খুব অবাক হতাম। আমি ফোন না করলেও তিনি ঠিকই কিছুদিন পর পর আমাকে ফোন করতেন। ভাবতেও অবাক লাগতো যে, তাঁর মতো একজন গুণী মানুষ আমাকে মনে রাখে। ২০১৩ সালে আমি তখন রংপুর বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক। হঠাৎ ফোন করে বললেন, মিতা, আমি যে বেতারে আবার যোগদান করেছি তা তুমি জানো? ভাগ্য ভাল যে খবরটা আমি আগে থেকেই শুনেছিলাম, তিনি বেতারের উপ-মহাপরিচালক(অনুষ্ঠান) হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। আমি 'হ্যা' বলাতে তিনি খুশি হলেন। আমার খোঁজ খবর নিলেন, পরিবারের সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর যতদিন বেতারে ছিলেন প্রায়ই ফোন করতেন। দাপ্তরিক বিষয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত আলাপই বেশি করতেন ।

২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রংপুর বেতার থেকে বদলি হয়ে আমি সিলেট বেতারে গেলাম। তিনি সে খবর জানতেন। আমাকে ফোন করে বললেন, "আমি সিলেট আসবো। ভোলাগঞ্জ যেতে চাই। তুমি যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?" আমি বললাম, স্যার আমার পোস্টিং তো সিলেটেই। সিলেটের মধ্যেই কোথাও যেতে আপনাকে সহযোগিতা করা খুব কঠিন কাজ না। তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন - "সে আমি জানি।" পরে আরো এক/দু'বার ফোন করে একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি ২০১৭ সালে জানুয়ারি পর্যন্ত সিলেটে চাকুরিরত থাকলেও তিনি যান নি। এরপরেও যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সিলেট থেকে বরিশাল এবং বরিশাল থেকে ২০১৯ সালে ঠাকুরগাঁও বেতারে বদলি, বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ এসব কারণে যোগাযোগ অনেক কমে গিয়েছিল। তবে তাঁর কথা মনে পড়তো যখন তাঁর লেখা গান কোনো শিল্পীর কণ্ঠে বেতারে শুনতাম, পত্রিকার পাতায় কবিতা পড়তাম কিংবা হঠাৎ করে বিটিভির 'চিরশিল্পের বাড়ি' অনুষ্ঠানটা (অনিয়মিতভাবে) দেখতাম।

আমরা সহকর্মীরা তাঁকে বিবেচনা করতাম একজন উদ্যমী, প্রাণবন্ত, চির তরুণ হিসেবে। ২৪/২৫ বছর তাঁকে প্রায় একই রকম দেখেছি। মাঝে মাঝে বলতাম স্যার অবসরে গিয়ে আরো তরুণ হয়েছেন। সেই চঞ্চল গতি, আগের মতো কর্মব্যস্ততা দেখে নিজেরা কানাবলি করতাম আমরা কি অবসরে গিয়ে এমন থাকতে পারবো? অবশ্য ২০২৩ সালে কোনো এক সময়ে তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল। তখন তাঁকে কিছুটা দুর্বল মনে হচ্ছিল। আমি চাকুরি থেকে অবসরে গিয়েছি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে। এরপর থেকে ২০২৩ সালে পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে চেনা মানুষদের সাথেও প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম বলা চলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আমাকে কেউ পায় নি। গত ডিসেম্বর মাসের আট তারিখে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আব্বা মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ শুনে অনেকেই আমার খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন। ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে আমিও কিছু কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করি। এরই মধ্যে ১৬ জানুয়ারি 'প্রথম আলো' পত্রিকায় স্যারের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম। খুবই কষ্ট লাগলো। কয়েকজনের সাথে ফোনে কথা বলেও জানলাম জাহিদুল হক স্যারের অনন্ত যাত্রার কথা। মনে হলো আরো একজন প্রিয় মানুষকে হারালাম। আমি ফোন না করলেও যে নিজে থেকে ফোন করে আমার সাথে কথা বলতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন - এমন একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আর থাকলো না। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

[১ পরিচালক, দিলরুবা কোডের নির্দেশ ছিল তাঁকে স্যার বা স্যার সম্বোধন করা যাবে না। আপা বলতে হবে।]

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত বেতার কর্মকর্তা

ছবি: আহনাফ মাহরুফ
দ্বিতীয় শ্রেণি, ১৬নং কলমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কলমতলা, পিরোজপুর

চিরকাল তাঁরা রবে স্মরণীয়

আবদুল লতিফ

রক্তে ভাসায় রাজপথ আর
রক্তে ভাসায় বুক
কেড়ে নিতে মায়ের ভাষা
মাতৃভাষার সুখ।
ছুড়ে গুলি হায়েনা পিশাচ
আমার ভাইয়ের বুকে
চাপিয়ে দিতে উর্দু ভাষা
বাংলা-ভাষীর মুখে।
শহিদ হলো সালাম, বরকত
রফিক, জব্বার ভাই
আরও কতো শহিদ হলো
হিসেব যে তার নাই।
বীরের জাতি আমরা তবুও
যাইনি হটে পিছু
ভাষার জন্য জীবন দিতে
ভাবিনি আর কিছু।
জীবন দিয়ে রাখল যাঁরা
বাংলা ভাষার মান
চিরকাল তাঁরা রবে স্মরণীয়
গাইবো তাদের গান।

আমার ভাষা আমার কাছে

ফারুক হাসান

আমার ভাষা আমার কাছে
মায়ের সেরা দান
এই ভাষাতে রাখাল ছেলে
কণ্ঠে তোলে গান।

এই ভাষাতে ডেকে ওঠে
হয়তো কোনো পাখি
মুগ্ধ করা সেই ছবিটি
কোথায় তুলে রাখি।

আমার ভাষা-বাংলা ভাষা
মায়ের উপহার
স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসা
একটি মণিহার।

ভাষা দিবস

শচীন্দ্র নাথ গাইন

এই বাঙালি ভাষায়-আশায়
অনেক ছিল উচ্চ
শাসক দলে ভাবত তবু
একেবারে তুচ্ছ।

এদেশ হবে উর্দু ভাষার
বাংলা বলা বন্ধ
হুকুম দিয়ে পাকি শাসক
বাঁধিয়ে দিল দ্বন্দ্ব।

ওদের ওপর হারিয়ে ফেলে
দেশের মানুষ আস্থা
বীরজনতা খুঁজতে থাকে
মুক্তি পাওয়ার রাস্তা।

প্রতিবাদী মানুষগুলো
খুবই ছিল শক্ত
মিছিল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ঢালল বুকের রক্ত।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা পেলাম
যাদের ত্যাগের জন্য
জীবন দিয়েও অমর শহিদ
ধন্য তারা ধন্য।

ভাবুকটা শহীদ মিনার আঁকবে

আবুল কালাম আজাদ

‘১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং আরো অনেকে শহিদ হন। - কারা মেরেছিল ওদের? - পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। - পাকিস্তানি না, বল কাপুরুষ পাকিস্তানি। ওরা সাহসী বাঙালিদের ওপর বারবার নির্যাতন চালিয়েছে। ভয় পেয়ে অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। আচ্ছা, সেদিন কেন মেরেছিল ওদের?’

লোকটার মুখভর্তি দাড়ি। মাথায় লম্বা চুল। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ঢোলা পাজামা। পায়ে চটি জুতা। কাঁধে চটের ব্যাগ। কেমন ভাবুক টাইপের চেহারা। লোকটার নাম যেন কী। ধ্রুব নাকি এরকম কী যেন? শুনেছি ছবি আঁকে। কবিতাও লেখে বোধ হয়। লোকটা প্রায়ই এদিকে আসে। এসে ওই বেঞ্চিটার ওপর বসে থাকে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ-টেঘ দেখে। আবার সামনের মাঠটায় পুচ্চিরা খেলা করে, তা-ও দেখে। পুচ্চিরা তাকে একদম পাত্তা দেয় না। ভাবুক টাইপের মানুষদের পাত্তা না দেওয়াই ভালো।

আজও বসে আছে সে। আগের মতোই আকাশ-টাকাশ, মেঘ-টেঘ দেখা শেষ করে তাকাল পুচ্চিদের দিকে। আজ কিন্তু পুচ্চিরা খেলা করছে না। পানিতে কাদা গুলিয়ে কী যেন করছে। পাশে আবার স্তূপ করে রেখেছে পুরনো ইট। বোধ হয় কিছু একটা বানাবে। কাদায় মাখামাখি করে পুচ্চিদের অবস্থা যা তা! মনে হচ্ছে চলমান পুচ্চি-পুচ্চি মূর্তি।

লোকটা ডাকল - অ্যাই পুচ্চি, এদিকে আয় তো। তোর সঙ্গে কথা আছে।

একটা পুচ্চি কলল - কে, আমি আসবো?
- না, তোর পাশেরটা। যেটার বুকে, পিঠে, কপালে ঠোঁটে কাদা লেগে আছে।
কাদামাখা পুচ্চিটা এসে কলল - কী কথা বলেন!
- সামনের ঐ পাথরটায় বোস।
- বসতে পারব না, কাজে ব্যস্ত।
-আরে একটু বোস। শত ব্যস্ততার কাঁকেও মাঝে মাঝে একটু বসতে হয়।
- বসেছি, এবার বলেন কী কথা।
- তুই কয় নাম্বার শ্রেণিতে পড়িস?
- দুই নাম্বার।
- তুই ইংরেজিতে কেমন?
- তুই তুই করে কলবেন না, তুমি করে বলেন।
- তুই করে কলতে আমার বেশি ভাল লাগে, বুঝলি? আপন আপন মনে হয়! তুই কয় নাম্বার শ্রেণিতে পড়িস?
পুচ্চিটা বিড়বিড় করে কলল - অদ্ভুত লোক! মাত্রই কললাম আর ভুলে গেল।
- কী কললি বিড়বিড় করে?
- কিছু না। আমি দুই নাম্বার শ্রেণিতে পড়ি।
- তুই ইংরেজিতে কেমন?
- ভালো।
- তাহলে ইংরেজি কয় - আমি আমার দেশকে খুব ভালবাসি।
- আই লাভ মাই কান্ট্রি ভেরি মাচ।
- ধন্যবাদ। তুই বাংলায় কেমন?
- আরও ভালো।
- আরেকটা ধন্যবাদ। কলতো কাল কোন মাসের কয় তারিখ?
- ৯ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি।
- কাল কী দিবস?
- শহিদ দিবস।
-কেন?
- ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং আরো অনেকে শহিদ হন।
- কারা মেরেছিল ওদের?
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।
- পাকিস্তানি না, বল কাপুরুষ পাকিস্তানি। ওরা সাহসী বাঙালিদের ওপর বারবার নির্যাতন চালিয়েছে। ভয় পেয়ে অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। আচ্ছা, সেদিন কেন মেরেছিল ওদের?
- ওরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে না নিয়ে মাতৃভাষা বাংলার জন্য মিছিল করেছিল বলে।
- বাহ! তুই তো দেখছি অনেক কিছু জানিস। ধন্যবাদ তোকে। আচ্ছা, কাল তোরা কী করবি?
- কী করব বোঝেন না?
- না।
শহিদ মিনার বানাচ্ছি তাও বোঝেন না? কাল ভোরে আমরা সবাই প্রভাত ফেরিতে যাব। শহিদ মিনারে ফুল দেব। ফুলে ফুলে ঢেকে দেব শহিদ মিনার। গান গাইব - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি.....।
- তুই গানটা জানিস?
- যতটুকু পাওয়া হয়, ততটুকু জানি। আমরা সবাই জানি।
- বল তো শুনি।
- আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি .... আমার সোনার দেশের রক্তে গড়া-এ ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি...।
- ধন্যবাদ তোকে। তোরা কোন শহিদ মিনারে ফুল দিবি?
- আপনার মাথায় কি মগজ নেই?
- কি অদ্ভুত কথা! মগজ থাকবে না কেন? তুই জানিস আমি ছবি আঁকতে পারি? মেঘের ছবি, একটা মেঘের ওপর দিয়ে আরেকটা মেঘের উড়ে যাওয়ার ছবি। দোয়েল পাখির খাড়া লেজটা সবচেয়ে ভাল আঁকতে পারি। আর আঁকতে পারি শাপলা ফুল। লাল শাপলা, সাদা শাপলাও আঁকতে পারি। আর যা আঁকতে পারি শুনলে তুই অবাক হবি। আর পারি এক টানে রবীন্দ্রনাথ আঁকতে। একটা মাত্র টানে। মগজ না থাকলে কি এ সব আঁকা যায়?
- কাল আমরা কোন শহিদ মিনারে ফুল দেব।
- সবাই কি সব কিছু বোঝে? রবীন্দ্রনাথই কি সব কিছু বুঝতেন? বল না, তোরা কাল কোন শহিদ মিনারে ফুল দিবি?
- আমরা যে কাদা মাখছি, এতগুলো ইট যোগাড় করেছি, তা কেন?
- সত্যিই তো, কেন?
- আমরা শহিদ মিনার বানাচ্ছি। ইট দিয়ে মিনার বানাব। ইট বিছিয়ে বেদি বানাবো। কাদা লেপে বেদিটাকে মসৃণ করবো। তিন দিকে লাল, নীল, হলুদ ফিতা টেনে দেব। ফিতার মধ্যে ঝুলিয়ে দেব অ-আ-ক-খ। সামনের দিকটা খোলা থাকবে। সেদিক দিয়ে আমরা ফুল দেব। ফুলে ফুলে ভরে দেব বেদিটাকে।
- বলিস কি! তোরা তো যেন-তেন না। তোরা সবাই একেকটা হামিদুর রহমান। আই, কাল ভোরে আমি তোদের সঙ্গে ফুল দিতে আসবো। তোদের সঙ্গে গাইব-আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। আমার কণ্ঠটা ফাটা বাঁশ হলেও সুরটা তালোই দিতে পারি। কাল শুনলেই বুঝতে পারবি। তারপর তোদের ফুলে ঢাকা শহিদ মিনারটার একটা ছবি আঁকব। সত্যি বলছি, আমি কিন্তু মন্দ আঁকি না। শুধু মাঝেমধ্যে লাল গোলাপকে গোলাপী করে ফেলি আর গোলাপীটাকে লাল।
- ঠিক আছে, আঁকতে চাইলে আঁকবেন।
- শুধু কি ঠিক আছে? একটা ধন্যবাদ দিবি না? আমি তোকে কতগুলো ধন্যবাদ দিলাম।
- ধন্যবাদ আপনাকে। আপনে আমার অনেক সময় নষ্ট করেছেন। এতক্ষণ কত কাজ করতে পারতাম!
- আচ্ছা যা, তুই কাজ করগে। আমি একটু প্রাকটিস মানে চর্চা করি।
অদ্ভুত লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে হেড়ে গলায় গাইতে লাগল-
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

ফেব্রুয়ারি

কাজল নিশি

তাই হারানো স্মৃতি নিয়ে
আসে ফেব্রুয়ারি
ভাষা শহিদ ভায়ের কথা
ভুলতে কী আর পারি?

আগুনঝরা ফাগুন হাওয়ায়
উদাস পাখি উড়ে
বীর শহিদের নাম নিয়ে ওই
গান গায় সুরে সুরে।

হাতে হাতে গাঁদাফুলটি
দৃশ্য মনোলোভা
শহিদ মিনার রাঙিয়ে দেয়
আহা কী যে শোভা।

শহিদ ভায়ের স্মৃতি নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয় ঠায়
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি
মিনারেরই গায়।

বাংলা আমার বুলি

শাকিব হুসাইন

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা প্রাণের বুলি
মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে
করল ওরা গুলি।

না না বলে রাজপথে যে
নামল দামাল ছেলে
বীর ছেলেদের বন্দী করে
রাখল ওরা জেলে।

উর্দুকে যে পারল না তো
রাষ্ট্রভাষা করতে
অস্ত্র নিয়েও পারল না যে
বীরের সাথে লড়তে।

এই ইতিহাস পৃথিবীতে
থাকবে চিরদিন
বীর ছেলেদের স্মৃতিগুলো
চির অমলিন।

ফাগুনের ছড়া

জান্নাতুল মাওয়া হ্যাপী

ফাগুন মাসে মধুর হাওয়া
বইছে সারা বনে
বাতাস জুড়ে ফুলের সুভাস
ভাসছে ক্ষণে ক্ষণে

কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে
ফাগুন রঙের হাসি
বাঁশের বনে দখিন হাওয়া
বাজায় মধুর বাঁশি

মধুর বাঁশি শোকের আবেশ
ছড়িয়ে দিলো শেষে
তাই হারানো অমর একুশ
ছড়ায় দেশে দেশে

ছবি: রুবাইনিকা রুহি, দশম শ্রেণি
পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পিরোজপুর

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ০৮ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নিবৃত্তি অধিবেশন

ঢাকা-খ। মধ্যম তরঙ্গে ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফ এম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ আঁধার পেরিয়ে এলাম:
নিবৃত্তির নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
মমতাজউদ্দিন আহমেদ

১-৪০ ভাষার গান

২-০০ সন্তান শিকড়ে তুমি:
বিশেষ গীতি নকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা:
নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা: সুজেয় শ্যাম
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা- ক ও খ মধ্যম তরঙ্গে ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৫৫ ভাষার গান

ঢাকা- ক মধ্যম তরঙ্গে ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

৭-৪৫ ভাষার গান

৮-১৫ পলাশ রাঙা একুশ:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষে মাসব্যাপী বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের
উপর স্মৃতিচারণ
স্মৃতিচারণে: ভাষা সৈনিক প্রয়াত
অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম
গ. ৫২ থেকে ৭১: ভাষার অধিকার
থেকে স্বাধীনতার সোনালী সূর্য
কথক: অধ্যাপক আ আ ম স
আরেফিন সিদ্দিক
ঘ. ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
গ্রন্থনা: মোঃ শাহীনুর রহমান
উপস্থাপনা: মোঃ শাহীনুর রহমান ও
লিনা দিলা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৮-৩০ দর্পণ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া
ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন:
গ্রন্থনাকারী
খ. কারাগারের রোজনামচা:
বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের
স্মৃতি, বিশেষ ঘটনা নিয়ে
অংশবিশেষ পাঠ
(ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয়
অংশগ্রহণ সংক্রান্ত অংশবিশেষ):
পাঠে: জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
গ. রুপালী সংস্কৃতি:
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে
নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলন
(চলচ্চিত্র-জীবন থেকে নেয়া)
গ্রন্থনা: ফাতেমা তুজ জোহরা

উপস্থাপনা: সাদিয়া জান্নাত বাঁধন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
অমর একুশে কবি:
হাসান হাফিজুর রহমান
আবৃত্তিতে:
ডা. নাজিয়া আকতার বিনতে ইসলাম
ঙ. সাহিত্য সমাচার:
ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে
প্রতিবাদী প্রথম নাটক কবর নিয়ে
গবেষণাধর্মী আলোচনা:
ড. সৌমিত্র শেখর
চ. আমাদের গান: ভাষার গান:
সোনার অক্ষরে লেখা:
মোঃ রফিকুল আলম,
গ্রন্থনা: তাপসী মুনির
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব বাপ্পী ও
জান্নাত সিদ্দিকী
প্রযোজনা- মোঃ দুলাল হোসাইন
৯-৩৫ ভাষার গান
৯-৫৫ ভাষার গান
১০-০৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও
বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন।
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ,
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর,
ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সঞ্চালনে: ড. মোঃ মজুরুল হক
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল
১০-৩০ রক্তে কেনা বর্ণমালা:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
নূরুল ইসলাম মানিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: অশোক কুমার সরকার
উপস্থাপনা: মোঃ জসিম উদ্দীন ও
সুমনা সিরাজ সুধী
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়
দৈনিক সমূহের সম্পাদকীয় ও
বিশেষ ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
এম ওবায়দুর রহমান,
জুবায়ের হামিদ কোরাইশী,
খান নজম-ই-এলাহী
সঞ্চালনে:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ
১১-২০ ভাষার গান

দুপুর

১২-৩০ বাংলা আমার মায়ের ভাষা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
খ. শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাবেরা বানু
(কাজী জেইজী)
গ. ভাষার গান (নতুন)
ঘ. কবিতা: রক্তে রাঙা ফালগুনে:
আকরা রাহিলা পুষ্পিতা
ঙ. একুশের পুঁথি পাঠ: রচনা:
আনজীর লিটন, পাঠে: সমৃদ্ধি সূচনা
চ. ভাষার গান (নতুন)
গ্রন্থনা: আনজীর লিটন
গীত রচনা: বেগম রাজিয়া হোসাইন
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: মোঃ ইসহাক
উপস্থাপনা:
সুমাইয়া আজিজ রিমঝিম ও
রবিজিত সরকার দুর্জয়
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বেলা

১-০৫ ভাষার গান
১-৪৫ একুশের পংক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা মাহফুজুল ইসলাম
২-০৫ ভাষার গান
২-৩০ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন:
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. সমসাময়িক ইস্যুভিত্তিক তরুণপণ:
ভাষা আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের
ভাবনা নিয়ে তরুণপণ।
কামরুনা আলম লিনা
খ. তথ্যের সন্ধানে:
তথ্য ও প্রযুক্তি জগতের
নতুন নতুন আবিষ্কার এবং যুবদের
অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর নিয়ে
প্রতিবেদন: বিদিতা রহমান
গ. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু:
ম্যাক্সিম গোর্কি সাম্য
ঘ. ভাষাসংগ্রামীর স্মৃতিচারণ:
ভাষা সৈনিক শামসুল হুদা
ঙ. গান: পলাশের দিনে পলাশ হয়ে:
এন্ড্রু কিশোর এবং সহশিল্পীবৃন্দ
গ্রন্থনা: শাহানা ইয়াসমিন মিম
উপস্থাপনা:
মোঃ আল আমিন তারেক ও
শাহানা ইয়াসমিন মিম
প্রযোজনা: ড. সায়মা আকতার
৩-০৫ বিশ্বজয়ী মাতৃভাষা:
প্রামাণ্যধর্মী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সুমাইয়া কবীর মেঘলা ও
শফিকুল ইসলাম বাহার
পরিকল্পনা ও প্রযোজনা।
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
৩-২৫ ভাষার গান
৩-৩০ নারীকণ্ঠ: নারীদের জন্য
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. কথিকা: বাংলাদেশের ভাষা
আন্দোলনে নারীদের অবদান
কথক: অধ্যাপক ইয়াসমিন আহমেদ
খ. স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি:
কবি মাসুদা তোফা
গ. জীবন জয়ের গল্প:
ভাষা সংগ্রামী মমতাজ বেগমকে
নিয়ে নিবন্ধ (রচনা ও পাঠে:
জান্নাতুন নাইম)
ঘ. গ্রন্থ থেকে পাঠ:
জহির রায়হানের একুশের
গল্প থেকে পাঠ, পাঠে:
কামরুনা পারভীন হক তৃণা
ঙ. ভাষার গান:
ও আমার এই বাংলা ভাষা:
সাবিনা ইয়াসমিন
কথা ও সুর: আব্দুল লতিফ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শামীমা চৌধুরী এলিস
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

বিকাল

৪-৪৫ ভাষার গান
৫-১০ সুবর্ণ বর্ণমালা:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. কাজল এসেছি: তানিয়া আহমেদ
খ. স্মৃতিস্তম্ভ: জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
গ. এমন আশ্চর্য এই দিনে:
দেওয়ান সাইদুল হাসান
ঘ. কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি
নিয়ে এসেছি: মীর বরকত
ঙ. একুশের গান: উৎপলা ভট্টাচার্য
চ. স্মৃতিস্তম্ভ: রফিকুল ইসলাম
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা মাহফুজুল ইসলাম
৫-৩০ ভাষার গান

সন্ধ্যা

৬-৩৫ ভাষার গান

রাত

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা।
গ্রন্থনাকারী
খ. চলতি বিশ্ব:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে দেশে-বিদেশে আয়োজিত
অনুষ্ঠানের খবর
সংকলনেঃ মাসুদ করিম
গ. ভাষা সৈনিকের স্মৃতিচারণঃ
স্মৃতিচারণে ভাষা সৈনিক
অধ্যাপক হালিমা খাতুন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালাঃ
শব্দকার শামসুজ্জোহা
ঙ. আপনার লেখাঃ শ্রোতাদের লেখা
থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ
বিষয়ঃ মাতৃভাষা
চ. ভাষার গানঃ
মুখে মধুর বাংলা গান
শিল্পীঃ সৈয়দ আব্দুল হাদী
গ্রন্থনাঃ জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা।
জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা

পাণ্ডুলিপি পাঠেঃ এ কে এম শোয়েব
প্রযোজনাঃ ইশরাত শারমীন
৯-৪৫ বেতার বিবরণীঃ
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনাঃ ইমরুল হাসান চৌধুরী,
ধারা বর্ণনাঃ শামীম আহমেদ
প্রযোজনাঃ মোঃ দুলাল হোসাইন
১০-০৫ পলাশ ফোটার গানঃ বিশেষ নাটক
রচনাঃ মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব
প্রযোজনাঃ খায়রুল আলম সবুজ

ঢাকা- খ মধ্যম তরঙ্গে ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল
৭-৩০ মহানগর।
ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথাঃ
গ্রন্থনাকারী
খ. প্রিয় মুখঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের
সাক্ষাৎকার/স্মৃতিচারণ

স্মৃতিচারণেঃ ভাষা সৈনিক প্রয়াত
রওশন আরা বাচ্চু
গ. কবিতাঃ কোন এক মাকে
আবৃত্তিতেঃ সুপ্রভা সেবতী
ঘ. নগর সংস্কৃতিঃ ঢাকা চলচ্চিত্র,
মঞ্চ, নাটক ও সংগীতে ক্রমবিকাশ
(ভাষা আন্দোলনভিত্তিক
চলচ্চিত্র/নাটক নিয়ে প্রতিবেদন)
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ অলোক বসু
ঙ. এই ঢাকাঃ কেন্দ্রিয় শহিদ মিনারের
ওপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য প্রতিবেদন
প্রামাণ্য ধারণেঃ মামুন -উর-রশিদ
চ. গানঃ
মোদের গরব মোদের আশাঃ
মিতা হক
কথা ও সুরঃ অতুল প্রসাদ সেন
গ্রন্থনাঃ লিয়াকত খান
উপস্থাপনা। লিয়াকত খান ও
রফিকা বিনতে জাহেদ
প্রযোজনাঃ তৃপ্তি কণা বসু

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল
৭-৩০ একুশের গানঃ
ক. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারিঃ সমবেত কণ্ঠে
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসঃ
সমবেত কণ্ঠে
৮-১৫ আলোকপাতঃ
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ
সংকলন ও পাঠেঃ উপস্থাপক
খ. আজকের চট্টগ্রাম
মো. জোবাইর মঞ্জুর
গ. পত্র পত্রিকার শিরোনাম।
মো. জোবাইর মঞ্জুর
ঘ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন
সংকলনেঃ উপস্থাপক
ঙ. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস এর গুরুত্বঃ
কথকঃ অসিত বরণ রায়
চ. পুস্তক পর্যালোচনাঃ
আত্মের অনুভব, অহিদ রায়হান
পর্যালোচনায়ঃ হাবিবুর রহমান
ছ. ভাষা শহিদদের স্মরণে
কবিতা আবৃত্তিঃ মিলি চৌধুরী
জ. ভাষা শহিদ স্মরণে গান।
সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা। মোঃ নাদিম সিদ্দিকী
৮-৪৫ চেতনায় একুশঃ
ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে

মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. মহান ভাষা আন্দোলন নিয়ে
আলোচনা। উপস্থাপক
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও
একুশে ফেব্রুয়ারিঃ
কথকঃ মো। ফরিদুল আলম
গ. কবিতা আবৃত্তিঃ
এ বি এম রাশেদুল হাসান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনাঃ অভাশীষ বড়ুয়া
৯-০৫ দেশের গান। এ গান আমার গানঃ
রুনা লায়লা
৯-৩০ ভাষার স্বাধীনতাঃ
শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. শিশু উপস্থাপকঃ ইসাবা সাবিহ্ ও
আয়মান জাহিন
খ. একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে শিশুতোষ
আলোচনা। পরিচালক
গ. একুশের কবিতা আবৃত্তিঃ
মাশিয়াত মোর্শেদ ও
নুবাবা ইলমিয়াত
ঘ. একুশের গানঃ
রচনা- অনামিকা তালুকদার
সুর ও সংগীত পরিচালনাঃ
সৈয়দুল হক
গ্রন্থনা ও পরিচালনাঃ আয়েশা খাতুন
প্রযোজনাঃ সুজন চক্রবর্তী
১০-০৫ আ মরি বাংলা ভাষা।
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনাঃ উত্তম কুমার আচার্য

ধারা বর্ণনাঃ হাবিব রেজা করিম ও
নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা। নাদিম সিদ্দিকী
১০-৩০ একুশের পংক্তিমালাঃ
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা। আবুল মতিন
প্রযোজনাঃ নাদিম সিদ্দিকী
১০-৪৫ ভাষার গানঃ
ক. ওগো বর্ণমালা,
তোমার মণিহার করেঃ
সাইফুদ্দীন মাহমুদ খান ও
বীণা পানি চক্রবর্তী
খ. যে দিন প্রথম উঠেছিলাম জেগেঃ
শিরিন আক্তার ও রনি বড়ুয়া
গ. ওগো রফিক, শফিক,
বরকত, সালামঃ
নাজমুল আবেদীন চৌধুরী ও
জয়শ্রী লালা
বেলা
১১-০৫ ভাষার জন্য যারা দিয়ে গেছে প্রাণঃ
বিশেষ গানের অনুষ্ঠান
ক. একুশ মানে মায়ের ভাষা।
সুবর্ণা রহমান
খ. ও আমার বর্ণমালাঃ ইকবাল পিন্টু
গ. ম-তে মা হয়, ম-তে হয় মনঃ
সমবেত কণ্ঠে
ঘ. বাংলা আমার মায়ের ভাষা
আমার অহংকারঃ
শিরিন আক্তার ও আলাউদ্দিন তাহের
ঙ. মানবোনা মানবোনা মানবোনা
মুসলমানঃ সমবেত কণ্ঠে

চ. ও প্রাণের বর্ণমালা তুমি:
সুস্মিতা মণ্ডলা চৌধুরী
ছ. ওই সুরে তালে সুরে বাজা
পলাশের গান: সমবেত কণ্ঠে
১১-৩৫ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
২-৩০ নবকেতন: যুব সমাজের জন্য
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা বিষয়:
মাতৃভাষার ব্যবহার ও মর্যাদা রক্ষায়
যুব সমাজের ভূমিকা
গ. সালাম, সালাম হাজার সালাম:
চৈতি দে
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (দিবসভিত্তিক):
সৈয়দা তাসমিলা ইসলাম মিম
ঙ. ভাষা শহিদের পরিচিতি:
সংগ্রহ ও পাঠ: আশক বড়ুয়া নদী
চ. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
তন্ময়ীপ দাশ
গ্রন্থনা: সুমাইয়া শাহরিন

উপস্থাপনা: সুমাইয়া শাহরিন এবং
বিজয় কৃষ্ণ দে
প্রযোজনা: অভাশীষ বড়ুয়া
৩-০৫ অমর একুশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: রাশেদ রউফ,
ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ,
ড.গাজী গোলাম মওলা
পরিচালনা: আনোয়ারা বেগম
প্রযোজনা: অভাশীষ বড়ুয়া
৩-৩০ বর্ণময় সুরমালা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: খোরশেদুল আনোয়ার
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: তাপস কুমার বড়ুয়া
ধারা বর্ণনা: ইমরান মাহমুদ কফসাল
ও সেঁজুতি দে
প্রযোজনা: নাঈম সিদ্দিকী

বিকাল
৫-১০ একুশের গান: কত ব্যঞ্জনে যে লিপি
সাজালে: রুমানা ইসলাম
৫-১৫ ভাষার গান:
মোদের গরব মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা:
কোয়েলী দাশ শুভ্রা
৫-৩০ দেশের গান:
ক. আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা:
ফকির আলমগীর
খ. এ কোন রূপে দিলে ধরা মাগো:
ফরিদা পারভীন
৬-১০ কৃষি খামার:
কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পরিচালনা: সমীরণ চৌধুরী
দিবসভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালক
ভাষার গান: সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

রাত
৮-৫৫ দেশের গান:
ক. মোরা সেই নাগরিক:
সমবেত কণ্ঠে
খ. ও আমার দেশের মাটি:
সমবেত কণ্ঠে
৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন
স্থানে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী
১০-০০ ভাষার গান:
দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছি:
আশীষ বড়ুয়া
১০-৩৫ রাঙা ফাল্গুন: বিশেষ নাটক
রচনা: সুশোভন চৌধুরী
প্রযোজনা: মো: মহীন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল
৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন
ভাষার মাস উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক
কথা: উপস্থাপক
ক. মহান একুশের চেতনা ও
স্বাধীন বাংলাদেশের
অভ্যুদয়: ড.আব্দুল হান্নান চৌধুরী
খ. ভাষার গান
গ. স্পট রিপোর্টিং:
প্রথম শহিদ মিনার:
শহীদুল হক সোহেল
ঘ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
ডা: অহেদ সাম্যাল
ঙ. অমর বাণী
গ্রন্থনা: অচিন্ত্য কুমার সরকার
উপস্থাপনা: মো. কলিম উদ্দিন
প্রযোজনা: মো. মাসুদ পারভেজ
৮-২০ একুশের গান:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাজরিন আক্তার খান খুশবু
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-০৫ প্রাণের একুশ পর্বের একুশ:
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. ভাষার গান:
বিশ্বজিৎ সরকার সাম্য
গ. ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস অর্জনের ইতিহাস
গল্পাকারে আলোচনা:
নিলুফার সুলতানা
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
রক্তে রাঙা ফাল্গুনে:
ইউসা নাওয়ার খাঁ
ঙ. নাটিকা:
একুশ তুমি বাংলার অহংকার
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম বকুল:
প্রযোজনা: মো. রবিউল করিম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. রাশেদা খালেক
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
৯-৪৫ চেতনায় একুশ: নির্বাচিত কবিতার
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুখেন কুমার মুখার্জী
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার
১০-০০ রক্তে রাঙা অমর একুশ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: নুরউল ইসলাম
সুর-সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আব্দুল সালাম
ধারা বর্ণনায়: উম্মে সালমা রিংকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন
১০-৩০ সম্পাদকীয় মতামত: মহান শহিদ ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ও
স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

বেলা
১১-১৫ একুশের পত্রতিমালা:

স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
গ্রন্থনা উপস্থাপনাঃ জামালউদ্দীন সুমন
প্রযোজনাঃ দেওয়ান আবুল বাশার

১১-৩০ প্রাণের ভাষার গানঃ
বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক গান নিয়ে
গবেষণাধর্মী গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
ড. সাইফুদ্দিন চৌধুরী
প্রযোজনাঃ তনুশ্রী সান্যাল

১২-১৫ মায়ের ভাষা মধুর ভাষাঃ
বিশেষ গীতিনকশা
রচনাঃ মোস্তফা তারিকুল আহসান
ধারা বর্ণনাঃ ঝিলমিল বেগম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনাঃ
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
প্রযোজনাঃ ফারজানা ইয়াসমিন

২-৩০ এ আমার মায়ের ভাষাঃ
আঞ্চলিক ভাষার
আবেদন নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
রুখসানা আক্তার সাকী
ক. মায়ের মুখের ভাষার
প্রতি ভালবাসা নিয়ে
প্রামাণ্য প্রতিবেদনঃ জোনি কিবরিয়া
খ. আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা আবৃত্তি।
নুরজাহান বেগম
গ. নাটক (আঞ্চলিক ভাষায়)
রচনাঃ আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
অভিনয়েঃ সুলতানা খাতুন প্রিয়া ও
মকবুল হোসেন
ঘ. আঞ্চলিক ভাষার গান
ঙ. শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের
বিবর্তন নিয়ে প্রামাণ্যঃ জিহাদ জমি
প্রযোজনাঃ তনুশ্রী সান্যাল

৩-০৫ গর্বের একুশ আমারঃ বিশেষ নাটিক
রচনাঃ সিদ্দিকুর রহমান খান
প্রযোজনাঃ মুঃ আমজাদ আলী

৩.৫০ ভাষার গানঃ শিল্পী-জেসিকা জামান
ও মাহফুল ইসলাম খোকন

বিকাল

৪-১০ সুখী পরিবারঃ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টি বিষয়ক আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিচালনায়ঃ
আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
ক. মহান শহিদ ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক কথাঃ
উপস্থাপক
খ. প্রত্যাশিত জীবনের জন্য।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সামাজিক
সচেতনতার গুরুত্ব।
ড. মুর্শিদা ফেরদৌস বিনতে হাবিব
গ. ভাষার গান
প্রযোজনাঃ ফারজানা ইয়াসমিন

৫-১০ আমাদের ভাষা আন্দোলন সকল
ভাষার মানুষের প্রেরণাঃ
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনে।
ড.তানিয়া তহমিনা সরকার
অংশগ্রহণেঃ ড. কায়েকজ্জামান,
ও ড. রওশন জাহিদ
প্রযোজনাঃএস এম নাদিম সুলতান

৫-৪৫ আ-মরি বাংলা ভাষাঃ
মাসব্যাপি বিশেষ অনুষ্ঠানঃ
কাব্যালেখ্য।
পরিবেশনায়ঃ
রাজশাহী আবৃত্তি পরিষদ, রাজশাহী
প্রযোজনাঃ
এস এম নাদিম সুলতান

রাত

১০-০০ কবরঃ বিশেষ নাটিক
রচনাঃ মুনির চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনাঃ
আবু মো. জহিরুল আলম বুলবুল

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

রাত

১২-০১ মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় শহিদ মিনারে
পুষ্পস্তবক অর্পণ

সকাল

৭-৩০ সূচিপত্রঃ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
(আমার ভাইয়ের রক্তে
রাঙানো গান দিয়ে শুরু)
ক. আজকের ডায়েরীঃ
সংকলনেঃ শেখ শফিকুল হাসান
খ. এই দিনেঃ আনিকা জান্নাত
গ. বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাঃ
ভাষা আন্দোলনের
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিঃ
ড. সুরাইয়া ইয়াসমিন হীরা
ঘ. প্রামাণ্যঃ
বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিঃ
বিভূতি ভূষণ মন্ডল
ঙ. ভাষার গান
চ. একুশের কবিতা
প্রযোজনাঃ মো. আল-আমিন শেখ

৮-১৫ সমাচারঃ
প্রাত্যহিক সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনা
সংবাদ পর্যালোচনায় অংশগ্রহণেঃ
মোঃ হুমায়ুন কবীর,
আহমদ আলী খান
প্রযোজনাঃ মো. শামীম হোসেন

৯-০৫ প্রিয় বর্ণমালাঃ
হেটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনাঃ
সঞ্চালক
খ. একুশের গানঃ উপমা সাহা বর্ষা
গ. একুশের গল্পঃ সঞ্চালক
ঘ. একুশের কবিতা আবৃত্তিঃ
ইউশা আফরিন
ঙ. সঙ্গীত পরিবেশনাঃ
বিশ্বতরা প্রাণ সঙ্গীত একাডেমি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
এরশাদ সুলতানা মালা
প্রযোজনাঃ মোঃ আতিকুর রহমান

১০-০৫ রক্ত শিমুল তপ্ত পলাশঃ
বিশেষ গীতিনকশা
রচনাঃ ইমরুল কায়েস
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনাঃ
শেখ আব্দুস সালাম
ধারা বর্ণনাঃ মনিরুজ্জামান ও
আফিয়া রব
প্রযোজনাঃ মোঃ মামুন আকতার

১০-৩৫ আমি কি ভুলিতে পারিঃ একুশের গান
প্রযোজনাঃ
মোঃ মামুন আকতার

বেলা

১১-০৫ দাম দিয়ে কিনেছি বাংলাঃ
গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান
পরিবেশনায়ঃ
জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা
প্রযোজনাঃ মোঃ মামুন আকতার

১১-৩০ পলাশ রাঙা একুশঃ
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনাঃ মাজেদুল হক তানি
ধারা বর্ণনাঃ কাজী বেলাল সাঈদ ও
সাদিয়া আক্তার
প্রযোজনাঃ মোঃ মামুন আকতার

দুপুর

১২-১৫ অমর একুশেঃ একুশের কবিতা নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
আফরোজ জাহান চৌধুরী কলি
প্রযোজনাঃ মোঃ আতিকুর রহমান

বিকাল

৩-০৫ রাষ্ট্রভাষার দাবিতেঃ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের
অংশগ্রহণে ব্যান্ডদল
গোষ্ঠীভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রযোজনা: মোঃ আজিজুর রহমান

৩-৩৫ বাংলার মাটি বাংলার জল:
গীতিনক্সা থেকে
নির্বাচিত একুশের গান নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
ধারা বর্ণনা: সেলিমা আক্তার শার্লিস
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকন্দার

৪-৩০ বাংলা আমার প্রাণের ভাষা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: রোকসানা রহমান
অংশগ্রহণে: ড. দুলাল হোসেন,
মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ,
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকন্দার

৫-১৫ একুশের জারি:
সালমা সুলতানা ও সঙ্গীরা

৫-৩০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনায় আয়োজিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা:
মোঃ রেজাউল হক
ধারা বর্ণনা: সানজানা খান
প্রযোজনা: মোঃ মোমিনুর রহমান

রাত

১০-০০ বসন্ত বাতাসে একুশের স্লোগ:
বিশেষ নাটক
রচনা: বিশ্বজীৎ ঘোষ
প্রযোজনা:
মোঃ ইলিয়াস হোসেন সরদার

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৭-৩০ ভাষার গান: গানের কলি
ক. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
খ. রক্তের পথ বেয়ে
গ. ও আমার মাতৃভাষা

৮-৩০ সম্ভার:
প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের ডায়েরি। (দিন, তারিখ,
স্থানীয় আবহাওয়াবার্তা,
সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত)
খ. ইতিহাসের এই দিনে:
(পাণ্ডুলিপি):
রাশফিয়া মাহরিন পুষ্পিতা
গ. প্রসঙ্গকথা: রক্তে রাঙা বর্ণমালা:
অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
ঘ. মহান ভাষার মাসে বিশেষ
ধারাবাহিক। চেতনার একুশ:
সংকলিত
ঙ. কবিতা আবৃত্তি:
হাসান হাফিজুর রহমানের
অমর একুশে:
খাদিজা জাকরিন
চ. জানা-অজানা:
জাতীয় শহীদ মিনার:
মোঃ লোহরাব আলী
গ্রন্থনা: এস এম খলিল বাবু
প্রযোজনা: শাশ্বী হক

৯-০৫ সবুজ মেলা: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনক্সা:
ভোরের পাখির গান
গ্রন্থনা: মোঃ সাহেদুল ইসলাম
উপস্থাপনা: নাফিসা সুবাবা
সুর ও সঙ্গীত: মোঃ তাজমিজুর রহমান
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৯-৪০ রবীন্দ্র সঙ্গীত: গানের কলি
ক. গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
খ. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে
গ. ও আমার দেশের মাটি
ঘ. বাংলার মাটি বাংলার জল

১০-৩০ বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনক্সা:
গৌরব হামার বাংলা ভাষা
রচনা: পঞ্চানন রায়
উপস্থাপনায়:
কে এম লুৎফুল কবীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
সুর ও সঙ্গীত: অমল কুমার দেব
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিক

বেলা

১১-১৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন
জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় মতামতের
পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনায়: মাহবুবুল ইসলাম
পাঠে: খাদিজা জাকরিন

১১-৩০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
ক. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো,
একুশে ফেব্রুয়ারি
খ. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো
বলে যুদ্ধ করি

১১-৪০ ২১ শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
ক. কাঁদতে আসিনি ফাঁসির
দাবি নিয়ে এসেছি
খ. অমর একুশে, মিছিলের মুখ
গ. শহিদ মিনারে কবিতা পাঠ
ঘ. একুশের কবিতায়
ঙ. আমাকে কী মাল্য দেবে
পরিচালনা: ড. মালিমা আক্তার
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

দুপুর

১২-১৫ দিবস ভিত্তিক গান
ক. বর্ণমালার এক অপরূপ বাড়ি
খ. একুশ এলেছে ফুলিনি আমরা
গ. পৃথিবীর ইতিহাসে কত
নাম লিখা আছে

বিকাল

৩-০৫ নাটিকা: কবর
মূল রচনা: মুনির চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ:
মনিন্দ্র নারায়ন সরকার
প্রযোজনা: এম এম আনোয়ার হোসেন

৪-২০ স্মৃতির শহিদ মিনার।
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের
গুরুত্ব: মনোয়ারা বেগম
খ. ভাষার গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাকছিরা হাসান দিবা
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৫-১০ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা:
বিশেষ আলোচনা
পরিচালনা:
অধ্যাপক মোঃ আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণে: ডঃ স্বাগত ভট্টাচার্য,
ড. গীতিময় রায়, ড. নাসিমা আক্তার
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

৫-৪০ দিবসভিত্তিক গান
ক. অমর একুশ ফুলিনি তোমায়
খ. ও আমার মাতৃভাষা বাংলা

রাত

৯-১০ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে রংপুরে
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

৯-২৫ ভাষার গান: বর্ণমালার জন্য যারা
জীবন করেছে দান

১০-৩০ বিশেষ গীতিনক্সা। একুশ আমার মা
রচনা: অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম
ধারা বর্ণনায়:
এস এম আরিফউজ্জামান ও
নুরজা তানিয়া কুমু
সুর ও সঙ্গীত: মোঃ তাজমিজুর রহমান
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা,
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতী ম্যাগাজিন
ক. প্রসঙ্গ কথা:
ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু:
উপস্থাপক
খ. সিলেটে ভাষা আন্দোলন:
কথিকা: অধ্যাপক তাপসী চক্রবর্তী
গ. ভাষার গান
ঘ. একজন ভাষা সৈনিকের
সাক্ষাৎকার
ঙ. দিবস ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
জ্যোতি ভট্টাচার্য
চ. সর্বস্তরে প্রমিত বাংলা
ব্যবহারের গুরুত্ব:
কথক: অধ্যাপক প্রনব কান্তি
গ্রন্থনা: আবিদ ফায়সাল
উপস্থাপনা: মো: সায়মন রহমান ও
প্রিয়াংকা রায়
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-২০ অ-আ-ক-খ: শিশু কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:
শিক্ষার্থীদের আলোচনা: জামান মাহবুব
গ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
সাফিয়া সালসাবিল খান ইকরা
ঘ. রক্তে গড়া শহিদ মিনার:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এনায়েত হাসান মানিক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
স্বপন খান
ধারাবর্ণনায়: অম্রিতা দাশ

গ্রন্থনা: লতিফা বেগম
উপস্থাপনা: মৌমিতা মজুমদার
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

বেলা

১০-০৫ একুশ আমার মায়ের হাসি:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল হামিদ মানিক
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ মাতৃভাষার সুধা: একুশের গীতিনকশা
রচনা: সদরুজ্জামান চৌধুরী
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১১-০৫ গৌরবের একুশ:
একুশের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: যতিন্দ্র সরকার
উপস্থাপনা: জান্নাতুল মাজনীন আশা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১১-৩০ মায়ের বোলে:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
পরিচালনা: ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

দুপুর

১২-১০ ভাষার গান

১২-৫৫ একুশের গান

বিকাল

৩-০৫ বর্ণমালার গাঁথা মাতৃভাষা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
কুতুব উদ্দিন
ধারা বর্ণনা: অনিমা দে তন্বী
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৩-৩০ আমি জন্মেছি এই বঙ্গে:
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারহান মাসউদ ভূইয়া
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৪-৩৫ মোদের গরব, মোদের আশা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেস বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-২০ ভাষা আন্দোলন ও গণমানুষের
রাজনৈতিক সূচনা:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর ফারজানা সিদ্দিকা,
প্রফেসর হোসনে আরা কামালী,
প্রফেসর আশরাফুর রহমান
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

রাত

৯-০৫ সুরমা পারের কথা: সিলেটের আঞ্চলিক
ভাষায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ভাষা
আন্দোলন নিয়ে
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
অংশগ্রহণে: আ ফ ম সাঈদ ও
অধ্যাপক রজত কান্তি ভট্টাচার্য
খ. ভাষার গান
গ. স্বাধীনতা ও স্বাধীকার
আন্দোলনে ভাষা
আন্দোলনের প্রভাব:
অংশগ্রহণ মূলক আলোচনা:
অংশগ্রহণে:
তাপস দাশ পুরকায়স্থ ও
চন্দন চৌধুরী
ঘ. আঞ্চলিক গান
গ্রন্থনা: মওয়াব আলী
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ কবর: বিশেষ নাটক
মূল রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ: সুদীপ চৌধুরী
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৭-৪০ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি: ভাষার গান:
সমবেত কণ্ঠে

৮-৪৫ আমার সোনার বাংলা:
ভাষার গানের অনুষ্ঠান

৯-১০ বিজ্ঞাপন তরঙ্গ:
বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান
ক. মাটির টানে: পল্লীগীতির অনুষ্ঠান
খ. রূপালী সুর:
ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান

৯-৪৫ অমর একুশে:
মাসব্যাপী বিশেষ ম্যাগাজিন
বিষয়: ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ
সাক্ষাৎকার প্রদান:
অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তী
ভাষার গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাইফুর রহমান মিরন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ একুশ আমার প্রেরণা:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কাজী মামুন
বর্ণনা: মুনিয়া রহমান রচি
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৩৫ একুশে ফেব্রুয়ারি-বাঙালির

আত্মপরিচয়ের দিন:
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
সঞ্জয় কুমার সরকার,
অংশগ্রহণে: স ম ইনামুল হাকিম,
আক্তার উদ্দিন,
গাজী নজরুল হোসেন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল
৩-০৫ নাটিকা একুশের পাঁচটি দিন
রচনা: বেগম মমতাজ হোসেন
প্রযোজনা: রোকসানা সাজ
৩-৪৫ বাংলা আমার প্রাণের ভাষা:
ভাষার গানের অনুষ্ঠান
৫-১৫ অবিনাশী বর্ণমালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: রতন দাস বাপ্পি,
শাহনূর খানম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: হাবিবুর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৫-৩০ রক্তরাঙা ফাগুন: গীতিনকশা
রচনা: ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
সুর ও সংগীত পরিচালনায়:
আহসান হাবীব দুলাল
বর্ণনা: মেজারুল ইসলাম বাবু
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ
৬-৩৫ পলাশ ফোটার দিন এসেছে:
ভাষার গানের অনুষ্ঠান

রাত
১০-২০ বেতার বিবরণী:
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বরিশালে
অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা: ইমন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল
৭-৩০ ভাষার গান: আমার ভাইয়ের রক্তে
রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
৮-৩০ উত্তরাঞ্চল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা:
অমর একুশে উদযাপন
খ. আজকের ডায়েরি,
ইতিহাসের এই দিনে ও কুইজ
গ. জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার
প্রধান প্রধান খবর:
শারমিন আক্তার
ঘ. কথিকা: ভাষা আন্দোলন:
বাঙালির অসাম্প্রদায়িক
চেতনার উন্মেষ
কথক: মো. আলী মনসুর
ঙ. দর্শনীয় স্থান:
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার: সংকলিত
চ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
আঞ্জুমান আরা কলি ও
আশরাফুল আলম শাওন
ছ. গান: ভাষার গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মেহেরুল ইসলাম
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত যোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৯-০৫ শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান:
রক্তে আঁকা বর্ণমালা
ক. দিবসভিত্তিক দলীয় সংগীত:
খ. দিবসভিত্তিক শিশুতোষ
আলোচনা: মো: আকতারুজ্জামান
গ. কবিতা আবৃত্তি:
রেজওয়ানা আলম রিমঝিম
ঘ. একক গান
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
উপস্থাপনা: আফিয়া ইবনাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-১০ রক্তের আখরে লেখা বর্ণমালা:
বিশেষ গীতিনকশা
গান রচনা: হুমায়ুন কবির বাবু
সুর, সংযোজনা ও সঙ্গীত
পরিচালনা: মো: মোকলেস আলী
ধারাবর্ণনা: নিলয় পাল ও
তানিয়া আক্তার
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-৪৫ একুশ স্মরণে:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মম্না শশী
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল
৪-৩০ বিশেষ গীতিনকশা:
মোদের গরব মোদের আশা
রচনা: মো: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত
পরিচালনা: আহসান হাবিব
ধারাবর্ণনা: জহুরা খাতুন ও
মো: রাশেদুল ইসলাম
প্রযোজনা:
অভিজিত সরকার
৫-১০ বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা
পরিচালনা: সারোয়ার মোর্শেদ
অংশগ্রহণ: মনোতোষ কুমার দে,
জায়াতুল মাহাব,
মনিশংকর দাশগুপ্ত
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-৫০ বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও
বহিঃধারণ:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৬-৪০ ক. কথিকা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবসের স্বীকৃতি ও
বিশ্বব্যাপী উদযাপন
কথক: অধ্যক্ষ আব্দুস সাত্তার
খ. ভাষার গান/কবিতা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল
১০-০৫ আমার বর্ণমালা: শিশু কিশোরদের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা
খ. দিবস ভিত্তিক গান :
অথৈ চক্রবর্তী মম
গ. সর্বস্তরে মাতৃভাষার চর্চা:
আহসানুল হক
ঘ. দিবস ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সানিয়া মুসলিমা এশা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
চৈতী দাশ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুরীদ চৌধুরী

বেলা
১১-২০ শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে:
মহান শহীদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা:মোহাম্মদ আশরাফ কবির

দুপুর

১২-১০ মায়ের ভাষার কথা বলি।
যুব সমাজের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. দিবস ভিত্তিক গান পরিবেশন:
সম্পূর্ণা দাশ রিসা
গ. দিবস ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
ঐশী বড়ুয়া
ঘ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা নিয়ে যুব
সমাজের ভাবনা: মুহাম্মদ উল্লাহ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: সাহেদ
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুবীন চৌধুরী

২-৩০ অমর একুশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ফিরোজ আহমেদ,
অজিত দাশ, ক্যাথিং অং
পরিচালনা: মোহাম্মদ উল্লাহ
প্রযোজনা:
কাজী মো: নূরুল করিম

বিকাল

৩-০৫ মিছিলে অনেক মুখ: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মাহির এরশাদুল হক
সুর সংযোজনা: বাবুল ইসলাম
ধারা বর্ণনা: বুলবুল আকতার চৌধুরী
ও জয়নাল আবেদীন
প্রযোজনা: মুনতাসির মুবীন চৌধুরী

৩-৩৫ অমলিন বর্ণমালা: বিশেষ নাটিক
রচনা: সুশোভন চৌধুরী
নির্দেশনা: জসিম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: কাজী মো: নূরুল ইসলাম

বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি

সকাল

৭-৩০ আবার এসেছে অমর একুশ:
সাবিনা ইয়াসমিন (ভাষার গান)

৮-১০ বাঙালির চেতনায় একুশ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ফিরোজা বেগম চিনু,
বীর মুক্তিযোদ্ধা
হাজী মো: কামাল উদ্দিন,
কুমার রাজি বড়ুয়া
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: আনন্দ জ্যোতি চাকমা
প্রযোজনা: মো: সেলিম

৮-৪০ একুশের পংক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৯-২০ আমার ভাষা আমার অহংকার:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
উপস্থাপনা: আনিচুর রহমান,
কৃষ্ণা তালুকদার
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
রনেশ্বর বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৩৫ আ মরি বাংলাভাষা:
শিশু-কিশোরদের
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান
উপস্থাপনায়: কলি চাকমা
গ্রন্থনা ও গীত রচনা:
মো: কমরুজ্জামান
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা:
উপস্থাপক
খ. ২১শে ফেব্রুয়ারির গান:
মুমতাহিনা আহমেদ সুপ্রেলা ও
আফেরা ইফফাত সুমনা
গ. ২১শের কবিতা আবৃত্তি:
শেখ আফিয়া সাদিয়া তনয়া
ঘ. শিশুদের মাতৃভাষার শক্তি: কথিকা
কথক: আরিফা আক্তার
ঙ. ২১শের কবিতা আবৃত্তি:
আফ্রুশা তাসনিম
চ. সমবেত কণ্ঠে ২১শের গান:
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-০৫ একুশের চেতনায় তরুণ প্রজন্ম:
যুবদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নূরে নাফিসা নুহা
ক. দিবস ভিত্তিক গান
খ. বেতার আড্ডা:
মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চায়
যুব ভাবনা এবং দায়িত্ব
কর্তব্য ও করনীয়
গ. কবিতা আবৃত্তি: জেনোয়ারা আক্তার,
জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা
ঘ. যুব সংবাদ: যুব সংবাদ সংগ্রহ ও
পাঠ: প্রত্যুষ চাকমা
ঙ. দিবস ভিত্তিক গান
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ একুশ আমার অহংকার:
মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে গান, কবিতা,
সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: কমরুজ্জামান
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বিকাল

৪-২৫ পিদিমজ্বার: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গকথা:
কর্তব্যরত উপস্থাপক
ক. চলতি ঘটনার পর্যালোচনা:
জাহেদা বেগম
খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতার
প্রেরণা: তাওহিদ হোসেন কবির
গ. রূপালী ও জীবন্ত জগৎ:
শাহিদা আক্তার
ঘ. একুশের কবিতা আবৃত্তি:
সৌমেন দে
ঙ. দিবসভিত্তিক গান
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

সকাল

৭-৩০ জন্মভূমি দেশাত্মবোধক/মুক্তিযুদ্ধ
ভিত্তিক গান

৮-৩০ বজ্রকণ্ঠ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
বিভিন্ন সময়ে দেয়া ভাষণের উদ্ধৃতি,
শব্দচিত্র নিয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
বিষয়: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
স্বাধীন বাংলাদেশের
প্রথম ভাষা দিবসে বঙ্গবন্ধু
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে
উপস্থিত থেকে রাত ১২.০০ মিনিটে
ভাষা শহিদদের
উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং প্রদত্ত
ভাষণ নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
মো: মামুনুর রহমান

৯-৩০ অপরূপা বান্দরবান:
বেতার ম্যাগাজিন
ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থকার
খ. ভাষা আন্দোলনই বাঙালি
জাতীয়তাবাদের উত্থান:
কথক: মেহেদী হাসান
গ. ভাষা আন্দোলনের গান
ঘ. ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন এর জীবনী
সংকলন: আফসানা শাহীন

ঙ. কবিতা আবৃত্তি:
কোন এক মাকে
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
উপস্থাপনা:
হারুন অর রশিদ ও বর্ষা ভৌমিক
প্রযোজনা:
এবিএম রফিকুল ইসলাম

বেলা

২-৪০ প্রভাত ফেরী: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
ক. স্মৃতি স্তম্ভ: মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
বিবর্ণ বর্ণমালা:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
খ. সহজে প্রবুদ্ধ আমি:
মৌমিতা চৌধুরী
আমার সার্বভৌম বাংলা বর্ণমালা:
মৌমিতা চৌধুরী
গ. আমার বর্ণমালা:
জয়ন্তী চৌধুরী
সৃষ্টি অনন্তকাল: জয়ন্তী চৌধুরী
ঘ. একুশের সমাধি বানাবো:
নেসার আহমেদ জাকির
একুশ বার চন্দন পোড়া:
নেসার আহমেদ জাকির
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৩-০৫ রক্তে লেখা বাংলা ভাষা:
গীতিনকশা
রচনা: মো: সাইফুল ইসলাম
সুর সংযোজনা: সৈয়দুল হক
ধারা বর্ণনায়:
এ এস এম আহসানুল আলম ও বর্ষা ভৌমিক
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৩৫ বাংলা আমার মায়ের ভাষা:
শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা
আলোচক: স্মৃতি কণা দে
উপস্থাপনা:
কাবিয়া তুনরা সুবাহ
প্রযোজনা: মো: মামুনুর রহমান

বিকাল

৪-১০ ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার পুনর্জাগরণ:
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: আরফান হাবীব,
একে এম জাহাঙ্গীর আলম
সঞ্চালনায়:
হিমালয়া বড়ুয়া
প্রযোজনা:
মো: মামুনুর রহমান

৪-৩৫ বেতার বিবরণী: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আয়োজিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায়:
রিফানুল কবির বাপ্পী
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

সকাল

৮-১০ বাংলা মায়ের গান:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুমন চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান

৮-৫০ ভাষার মাস উপলক্ষে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান: প্রিয় বর্ণমালা

৯-০৫ ভাষা আন্দোলনে কুমিল্লা:
ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিক
সফিকুল ইসলাম শিকারপুরী
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মাহাতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

৯-২৫ শহিদ স্মরণে গান

৯-৩৫ একুশের কুঁড়ি: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ভাষা আন্দোলনে কুমিল্লা:
প্রফেসর সেলিনা রহমান
খ. একুশের গান:
(সমবেত কণ্ঠে):
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট: নুর মোহাম্মদ রাহু
ঘ. একুশের কবিতা থেকে আবৃত্তি:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঙ. একুশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের আসর: শাহজাহান চৌধুরী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহজুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

বেলা

২-৩০ বাংলা আমার প্রাণ:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
খায়রুল বাশার বাঁধন
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান

বিকাল

৪-০৫ বিশেষ নাটক: বায়ান্নর কথা
রচনা: মো: আশরাফ হোসেন
প্রযোজনা:
সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

৪-৩৫ ভাষা আন্দোলন ও আমাদের অর্জন:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর ড. জি এম. মনিরুজ্জামান
সঞ্চালনা:
বদরুল হুদা জেনু
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৫-১০ আ মরি বাংলা ভাষা:
বিশেষ গীতিনক্সা
গীতিকার ও সুরকার:
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান

৫-৪৫ ভাষার গান

সন্ধ্যা

৬-০৫ মায়ের মুখের হাসি:
নারী সমাজের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. একুশের গান
খ. ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজ:
নাসিমা আক্তার
গ. দিবস ভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সোহানা শারমিন রাকা
ঘ. প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চা:
পূরবী চক্রবর্তী
ঙ. ভাষার গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাসান

৬-২৫ ভাষার গান

৬-৩৫ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কুমিল্লায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার উপর ভিত্তি করে একটি বেতার বিবরণী
প্রামাণ্য ধারণ ও উপস্থাপনায়:
মহসিন মিঝি
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮-১৫ একুশ আমার অহংকার:
মাসব্যাপি গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
বিষয়: মহান ভাষা আন্দোলনে
বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
গ্রন্থনা: সাদিয়া আফরিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৯-১৫ ভাষার গান
১০-০৫ ভাষার গান
১০-৩৫ ভাষার গান

বেলা

৩-০৫ বাংলা আমার প্রাণের সুর:
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা:
সিফাত বিনতে জামান রাকা ও
সিফাত আবদুল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-০৫ এ কুলের পঙক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
৪-৩০ নাটিকা: কবর
রচনা: মুনীর চৌধুরী
বেতার নাট্যরূপ:
অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৫-৪০ ভাষার গান

সন্ধ্যা

৬-১০ ভাষার গান
৬-৩৫ ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস
ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও ধারা বর্ণনায়:
মোআম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৬-৫০ ভাষার গান

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
খ. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী
নিয়ে প্রতিবেদন। মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন
গ. বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে
এইদিনে ঘটে যাওয়া
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তথ্য:
ইতিহাসের এই দিনে
ঘ. কবিকা: একুশের পথ বেয়ে
বাংলাদেশের স্বাধীনতা,
অংশগ্রহণে:
একিএম মুসলিমা আখতার
ঙ. কবিতা: কাঁদতে আসিনি,
ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
আবৃত্তি: কামরুল হক
চ. একুশের গান:
একুশ তুমি নিওনা বিদায়, শিল্পী।
সুবীর নন্দী
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম, উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: মোঃ রাসেল শেখ
৮-৪০ আমার বর্ণমালা:
ভাষার গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
ক. কণ্ঠে আমার বর্ণমালা।
আবিদা সুলতানা
খ. ফাল্গুন এলে আগুন জ্বলে:
জাহাঙ্গির আলম ও রিজিয়া পারভীন
গ. মায়ের শেখানো ভাষা:
সাবিনা ইয়াসমিন
ঘ. প্রতিটি বর্ণমালা প্রতিটি মানুষের:
রেবেকা সুলতানা,
ঙ. আমি আমার মাকে ভালবাসি:
ফেরদৌসি রহমান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা: মোঃ রাসেল শেখ
৯-৩০ স্বাধীনতার মহানায়ক:
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
খ. কবিকা:
ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান
কথক: অধ্যাপক মিছবাহ উদ্দিন
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তুমি ছিলে তুমি আছো- সমবেত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ঋতু ভট্টাচার্য
প্রযোজনা:
মোঃ রাসেল শেখ
৯-৫০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
ক. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
খ. ওরে মাঝি মৌকা ছেড়ে দে
গ. এই শিকল পরা ছল
১০-২০ একুশের কবিতা:
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাকিবা ইসলাম ভাবনা
প্রযোজনা: মোঃ রাসেল শেখ

বিকাল

৩-৫৫ ভাষার গান:
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
কথা ও সুর: আব্দুস সালাম
শিল্পী: সমবেত
৪-৪০ রক্তে আল্পনা একেছি:
ভাষার গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
ক. রক্তে আলপনা একেছি।
মুসাররাত শবনম
খ. যখন শিশুর মুখে মধুর:
সুবীর নন্দী
গ. বল তো বাবু সোনা:
শাশ্বী আক্তার
ঘ. এই বাংলা ভাষার জন্য।
সমবেত
ঙ. পাখির কণ্ঠে গান:
সার্সিস পারভীন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা:
মোঃ রাসেল শেখ
৫-১০ অহংকারে চীর ভাস্বর একুশ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
মোঃ আমানউল্লাহ,
মোঃ শাহাব উদ্দিন বাদল,
আল মাকসুদ
সঞ্চালনা: সোহেলী আক্তার
প্রযোজনা:
মোঃ রাসেল শেখ
৫-৩০ ভাষার গান:
ক. ওরা লম্বা লম্বা কথা বলে:
কিরন চন্দ্র রায়
খ. ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে:
রুনা লায়লা

সন্ধ্যা

৬-০৫ ভাষার গান।
আমার প্রতিবাদের ভাষা:
সমবেত

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল
৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভাষার গান:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
সমবেত কণ্ঠে
গ. সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা:
শিশুর ভাষা শিখনের উপযুক্ত সময়
সাক্ষাৎকার প্রদানে: নুজহাত ই রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: তামান্না মিনহাজ
প্রযোজনা: সাহিদা মল্লিকী

বেলা
১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে
সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা বিষয়:
শিশুর ভাষার শুদ্ধ চর্চায়
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত পদক্ষেপ
সাক্ষাৎকার প্রদানে: মো. সাইফুজ্জামান,
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মামুন উর রশিদ
গ. ভাষার গান:
আমার যত শ্রদ্ধা আবেগ:
ফেরদৌস আরা
কথা: সাইফুল হোসেন
সুর: স্বপন কুমার সাহা
ঘ. ধারাবাহিক নাটিকা:
জীবন জয়ের গল্প
রচনা: ড. তারেক মনজুর
প্রযোজনা: সৈয়দা কবিতা ফেরদৌসী বাপ্পী
গ্রন্থনা: মো. জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
মো: জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
কারজানা ইয়াসমিন বেলী
প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইকবালুর রহমান

বিকাল
৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ভাষার গান:
হে নির্ভীক ভাষা শহিদ: তিমির নন্দী
কথা: সাজাদ খৈয়াম
সুর: স্বপন কুমার সাহা
গ. বিশেষ সাপ্তাহিক নাটিকা:
এক গুচ্ছ রক্তিম আকাশ
রচনা: ও প্রযোজনা:
সোলাইমান খোকা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শেখ শাকিল আহমেদ
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত
৮-১০ সুখী সংসার বিষয়ভিত্তিক
প্রাসঙ্গিক কথা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো. শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল
৭-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান:
কৃষি সমাচার বিষয়ভিত্তিক
প্রাসঙ্গিক কথা
গান: আজ একুশে ফেব্রুয়ারি:
আব্দুল জব্বার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনায়: মুসরাত হাসন

সন্ধ্যা
৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
আলোচনা অনুষ্ঠান:
একুশ আমার অহংকার
অংশগ্রহণে: সৌরভ সিকদার,
গোলাম সরোয়ার, বাচিক শিল্পী
সঞ্চালনায়: তারিক মন্জুর
গান: ও আমার ভাষা:
রফিকুল আলম
আসর পরিচালনায়:
মো. নজরুল ইসলাম
প্রযোজনায়: জান্নাতুল ফেরদৌস

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা
ক. আমাদের সমাজে ভাষার বৈচিত্র্য:
তারিক মন্জুর
খ. ভাষার গান:
সালাম সালাম হাজার সালাম:
আব্দুল জব্বার
আসর পরিচালনায়:
আব্দুল সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনায়: জান্নাতুল ফেরদৌস

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-৩০ আলোর মিছিল: আর্কাইভে সংরক্ষিত
নারী ভাষা সৈনিকদের
সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে ভাষা
আন্দোলনে নারীদের অবদান
বিষয়ক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কাজী মদিনা
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

২-০০ একুশ আমার কৃষ্ণচূড়া ফুল: গীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুরাইয়া সুলতানা
উপস্থাপনা: সুরাইয়া সুলতানা ও
জসীমউদ্দীন
প্রযোজনা: ফারজানা

২-২৫ বর্ণমালার নিরন্তর সাহস:
কবিতার আবৃত্তির মৈত্রী অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রযোজনা: মো: সারোয়ার মোর্শেদ

২-৪০ হে নির্ভিক ভাষাসৈনিক: ভাষা শহিদ
রফিক উদ্দিন আহমদের জন্মস্থান,
বেড়ে ওঠা ও স্মৃতি বাদুকর নিয়ে
প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
স্থান: রফিকনগর, মানিকগঞ্জ
প্রামাণ্য ধারণে: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
১০-০৫ রক্তে রাঙা বর্ণমালা:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি
নিয়ে এসেছি: তানিয়া আহমেদ
খ. অমর একুশে: রফিকুল ইসলাম
গ. মোদের বাংলা ভাষা: সুব্রতা সেবকী
ঘ. কোন এক মাকে: আবদুল্লাহ ইসলাম
ঙ. আমার দুঃখিনী বর্ণমালা:
উম্মে কুলসুম
গ্রন্থনা: তারিক মন্জুর
উপস্থাপনা: আবু বকর সিদ্দিক রানা
ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: ইকতেদার আলম রাজন

বিকাল
৪-০৫ শিখি প্রাণের বর্ণমালা:
ভাষার গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো:
সমবেত কণ্ঠে
খ. চেতনার একুশে,
বাংলাকে ভালোবেসে: সমবেত কণ্ঠে
গ. কণ্ঠে আমার বর্ণমালা:
আবিদা সুলতানা
ঘ. অপমানে তুমি জ্বলে: রফিকুল আলম
ঙ. আমি বাংলায় গান গাই:
মাহমুদুজ্জামান বাবু
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: শাহানাজ পারভীন ও
মো. ইসহাক আলী
প্রযোজনা: ইকতেদার আলম রাজন

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External service

রাত ১০.৩০-১১.৩০ মিনিট (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫-২.০০ মিনিট (ইউরোপ)

রক্তঝরা একুশ

ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক

খ. কবিতা একুশে ফেব্রুয়ারি:
প্রজ্ঞা লাবনী

গ. আলোচনা অনুষ্ঠান:
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও মাতৃভাষা লালন
আলোচক: মো: আজহারুল আমিন,
সাদমান সাকিব আলীম
সঞ্চালনা: ফারহানা পারভীন হক

ঘ. গান: আমার গেঁথে দাও না মাগো
গীতিকার: নজরুল ইসলাম বাবু
গ্রন্থনা: সাবরিনা লিপু
উপস্থাপনা:
সাবরিনা লিপু ও দাদ্দ হোসাইন
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

Time of Broadcast:
Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Between 11:45 PM & 1:00 AM
(English 2nd Transmission)

Blood Tinted Mother Tongue

a. Intro on International Mother Language Day.

b. Song: Ekhane Chelera Likheche Buker Rokte
(এখানে ছেলেরা লিখেছে বুকের রক্তে)
Singer: Konal & Rajib.
Lyric: Hirendronath Mridha.
Tune: Forid Ahmed.

c. Discussion:
Preserving and Promoting linguistic cultural diversity and multilingualism
Participant:
Azharul Amin, Sadman Sakib
Moderator:
Farhana Parvin Haque

d. Recitation of Poem:
Amar Emon Modhur Bangla Vhasha
(আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা)
Poet: Jasimuddin.
Translate By:
Prof. Syed Manzoorul Islam
Recited by: Daliya Ahmed.
Produced by: Fatematuz Zohra.

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-০৫ একুশের অমর গাঁথা:
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. ভাষার গান
খ. ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার
গ. ভাষার কবিতা
ঘ. ভাষা আন্দোলন ও তরুণ প্রজন্ম:
বিষয়ক প্রামাণ্য প্রতিবেদন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফাতেমা জেবুন্নেছা মুনিরা
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

৯-৩০ প্রভাত ফেরী: ভাষার গান নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুমন সমীর
উপস্থাপনা:
সুমাইয়া সুলতানা মনিরা
ও মো: সাব্বির
প্রযোজনা: শারমিন রহমান স্নিগ্ধা

বেলা

৩-৩০ রক্ত রাঙা বর্ণমালা:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ভাষার গান:
ও আমার বাংলা ভাষা/সমবেত কণ্ঠে/
কথা: হাবিবুর রহমান/সুর:
খন্দকার নুরুল আলম
খ. একুশের কবিতা:
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির
দাবি নিয়ে এসেছি
আবৃত্তি: খন্দকার শামসুজ্জোহা
গ. ভাষা সৈনিকের সাক্ষাৎকার:
অংশগ্রহণে:
ভাষা সৈনিক বিচারপতি
কাজী এবাদুল হক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: এম আর মাহবুব
ঘ. ভাষার গান:
স্বর্গের কথা শুনেছি আমি
শিল্পী: সাদিয়া চৌধুরী/কথা:
শাকাৎ খৈয়াম
গ্রন্থনা: অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর
উপস্থাপনা:
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
ও সঞ্জীব দত্ত
প্রযোজনা: মো: দেলোয়ার হোসেন

বিকাল

৪-০০ নারীর আন্দোলনের প্রথম সোপান:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. মেসবাহ কামাল,
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
সঞ্চালনায়: ড. মঞ্জুরুল হক
প্রযোজনা:
হরবিলাস রায়

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ,ময়মনসিংহে, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহে, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহে, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহে
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মিঃ	ময়মনসিংহে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, রংপুর
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫মিঃ	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মিঃ	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মিঃ	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মিঃ	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি

বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মিঃ	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যে ৬-৪৩ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বেতার বাংলা'র গ্রাহকচাঁদা পরিশোধে 'নগদ' একাউন্ট নম্বর: ০১৮৪৮২৫৯৪০৪

ডাকমাশুল ও অনলাইন চার্জসহ বার্ষিক ৬টি সংখ্যার গ্রাহকচাঁদা: ১৮২/- টাকা মাত্র

পুরাতন গ্রাহকেরা রেফারেন্সে গ্রাহক নম্বর ব্যবহার করবেন। টাকা পরিশোধের পর বেতার প্রকাশনা দপ্তরের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/betarbangla.bb (বেতার প্রকাশনা দপ্তর) এ আপনার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যে নম্বর থেকে টাকা পরিশোধ করেছেন তার শেষ চার ডিজিট এবং ট্রানজেকশন আইডি মেসেজ করে নিশ্চিত করুন।

বেতারবাংলা

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি

আঞ্চলিক নং	ট্রান্সমিটার		অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
			০০:০০ - ০৩:০০	৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - এফএম- ১০৪ মেগাহার্জ এফএম-৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম - এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৩:৫৭ - ২৩:০০	৯:০৩
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
		ডিডব্লিউ	১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
		বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০
		নিশুতি	২৩:৪৫ - ০৩:০০	৩:১৫
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ০৯:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ৮:৩০	২:৩০
			০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
			২১:০০ - ২১:২০	০০:২০
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০- ১০:০০	৩:৩০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
রাজশাহী	রাজশাহী - ৮৪৬ কিলোহার্জ		৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	০৪:০০
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১৩:০০	৭:০০
			১৪:০৫ - ১৪.৩০	০:২৫
			১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০-২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪.৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		৬:০০ - ১০:০০	৪:০০
			১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার		অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘন্টা
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	একএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	একএম - ৯০ মেগাহার্জ		১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০
	একএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ১৫:০০ ১৮:২০ - ২৩:১৫	১:০০ ৪:৫৫
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	একএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৪:০০ ১১:১৫
	একএম - ৯০ মেগাহার্জ		৭:০০ - ১০:০০ ১৯:০০ - ২৩:০০	৩:০০ ৪:০০
বরিশাল	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫ ১৫:০৫ - ১৫:৫৫ ১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৪:৪৫ ৭:২০
	একএম ১০৫.২ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১১:১৫ ১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৪:৪৫ ৯:২০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ		৬:০০ - ১১:১০ ১৫:০০ - ২৩:১৫	৫:১০ ৮:১৫
রাজশাহী	রাজশাহী - ১১৬১ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
	একএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
কক্সবাজার	একএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ		০৮:৩০ - ১৪:০৫ ১৮:২০ - ২৩:০৭	৫:৩৫ ৪:৪৭
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২৩:১৫	১২:১৫
	একএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০
	একএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ০৮:০০ ১১:০০ - ২৩:১৫	১:৩০ ১২:১৫
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ		১১:০০ - ২১:০০	১০:০০
	একএম - ৯২ মেগাহার্জ		১১.০০ - ২১.০০	১০:০০
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ একএম ৯২.০ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০ ১৪:০০ - ২১:০০	৩:০০ ৭:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ একএম ৯২ মেগাহার্জ		৭:৫০ - ২১:০০	১৩:১০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ		১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ট্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭০০-২৩০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬০০-১২০০			
	ঢাকা-এফএম ১০০/ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস	১৩০০-১৫০০			
	বিবিসি এর অনুষ্ঠান	১৭০০-২৩০০			
	ঢাকা-ক	২৩০০-২৩১৫	৩	১০০	৩.০
	বিশ্ব সংগীত	২৩১৫-০০০০			
	নিরবচ্ছিন্ন অধিবেশন	০০০০-০৩০০			
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক	০৬০০-০৭৩০			
	ঢাকা খ	০৭৩০-০৮৩০			
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম	০৯০০-১৯০০	১০	১০৪	২.৮৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০	১০	১০৬	২.৮৩
	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	১৪১৫-২৩১৫			
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে)	০৬৩০-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
		১২০০-১৯৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	১৯৩০-২০০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২০০০-২১০০			
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	এ.এম এর অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৮৮.৮	বর্ধীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে)	০৬৩০-০৬৪৫			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৪৫-০৭০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-০৭৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৭৩০-০৮০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৮০০-১০০০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০০০-১২০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান	১২০০-১৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৩০০-২১০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২১৩০-২২৩০			
	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২২৩০-২৩০০			
	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	২৩০০-২৩১৫			
খুলনা -৯০	বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	১০১৫-১১৩০	৫	৯০	৩.৩৩
		১৯৩০-২৩০০			
খুলনা-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
		১৪৩০-২৩১৫			

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গবাহী (মেগাহার্ৎজ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রিলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০ মেগাহার্ৎজ	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৭০০-১০০০ ১৯০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২৩১৫	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	বর্মীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৬৪৫ ০৬৪৫-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-১০০০ ১৪০০-১৯০০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০ ১০	৮৮.৮ ৮৮.৮	৩.৩৮ ৩.৩৮
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১৫	৫	১০৪	২.৮৮
রংপুর-৮৮.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৩০ ২১৩০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রংপুর-৯০	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১	১০৫.৬	২.৮৫

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঠাকুরগাঁও-৯২	এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১১১০ ১৪০০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	৯২.০	৩.২৬
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৩০	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	বর্মীয় এ.এম এর অনুষ্ঠান (ঢাকা থেকে রিলে) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৬৪৫ ০৬৪৫-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ১৫৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	১০৩.৬	২.৯০
বরিশাল-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-১১১০ ১৩৫০-২৩১০	১০	১০৫.২	২.৮৫
কক্সবাজার-১০০.৮	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৯০৫ ০৯০৫-১৬০০ ১৬০০-২১০০ ২১০০-২৩০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
বান্দরবান- ৯২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১৩০-১৬৩০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-১৭০০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৮০০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬
ময়মনসিংহ - ৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান	০৭৫০-১১০০ ১৪০০-১৬০০ ১৭০০-২১০০	১০	৯২.০	৩.২৬

বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন

১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন চাকায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বড়দিন উপলক্ষ্যে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দলীয় নির্বাচনি ইশতেহার-২০২৪ ঘোষণা করেন

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন

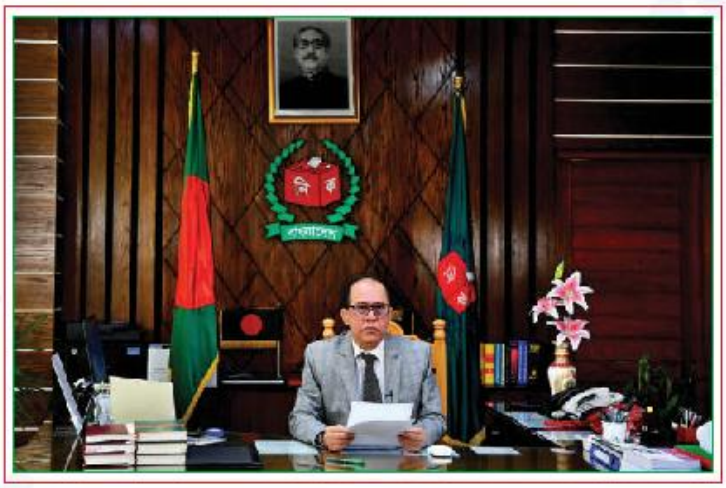

৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ঢাকার আগারগাঁয়ে নির্বাচন ভবনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন

৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগত আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন

১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জাতীয় সংসদ ভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দকে শপথবাক্য পাঠ করান

১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন

১৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবতা পালন করেন

২১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিস কক্ষে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে শপথবাক্য পাঠ করান

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিস কক্ষে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত ডেপুটি স্পীকার শামসুল হক টুকুকে শপথবাক্য পাঠ করান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া গত ২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের আগমন উপলক্ষ্যে এ কেন্দ্রে বিবিধ আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। কেন্দ্রে আগমনের পর প্রথমে তিনি বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নব নির্মিতব্য ২০ তলা ভবনের অগ্রগতি জানতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী মো. তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক মো. মাহফুজুল হক, সিনিয়র প্রকৌশলী সুব্রত কুমার দাশ, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোল্লা মো. আব্দুল হালিম ও প্রকল্প পরিচালক মো. আসিফুর রহমানের উপস্থিতিতে মতবিনিময় করেন। প্রকল্পের কাজ দ্রুত ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর তিনি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় কেন্দ্রের বিভিন্ন সংকট ও এ থেকে উত্তরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় সংকটসমূহ নিরসন ও কেন্দ্রের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল শাখাকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মতবিনিময় সভা শেষে কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সৌজন্যে কেন্দ্রের ৪ নম্বর স্টুডিওতে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেতারের শ্রোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমান ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে এঞ্জলোর সাথে তাল মিলিয়ে শ্রোতার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সহজতর উপায়ে বেতারের অনুষ্ঠান ও বার্তা পৌঁছানোর বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। আলোচনা সভায় বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী মো. তৌহিদুর রহমান ও কেন্দ্রের পরিচালক মো. মাহফুজুল হক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এর সিলেট কেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া গত ২৮ - ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকালে তিনি সিলেট বেতারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিজস্ব শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বেতারকে তিনি আরো বেশি গণমুখী ও শ্রোতাবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার উপরে গুরুত্বারোপ করেন।

এর পূর্বে সকালে তিনি বাংলাদেশ বেতারের টিলাগড় প্রেরণ কেন্দ্র এবং মিরের ময়দানস্থ প্রচার ভবন পরিদর্শন করেন। বেতার ভবনে পৌঁছালে আঞ্চলিক পরিচালক (দায়িত্বে) সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোঃ কামাল হোসেন এবং আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক (দায়িত্বে) সঞ্জয় সরকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ মহাপরিচালক মহোদয়কে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক এস এম জিল্লুর রহমান এবং মহাপরিচালক মহোদয় এর স্টাফ অফিসার মোঃ মাহমুদুন্নবী মহাপরিচালক মহোদয়ের সফর সঙ্গী ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি মহাপরিচালকের সম্মানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র থেকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, যশোর কর্তৃক আয়োজিত নয় (০৯) দিন ব্যাপী মধুমেলা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে একইসাথে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতার খুলনার ভেরিফাইড ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব থেকে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে লাইভ স্ট্রিমিং করা হয়েছে। যশোর জেলার জেলা প্রশাসক আবরাউল হাছান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার,

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন যশোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হক বাবুল, যশোর-৬ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আজিজুল ইসলাম এবং যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম মিলন। অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার প্রযোজনা করেছেন বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ মোমিনুর রহমান।

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের জনপ্রিয় ফোন-ইন অনুষ্ঠান "অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ"

সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের জনপ্রিয় ফোন-ইন অনুষ্ঠান "অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" এক এম ৮৮.৮ মেগাহার্জের সাথে অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ফেইসবুক ও ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৭.০৫ মিনিটে। ৫৫ মিনিট স্থিতির এই অনুষ্ঠানে আধিকার ভিত্তিতে জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে সরাসরি জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও দপ্তরপ্রধানগণ। গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখে "আশ্রয়ণ ও

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে-শেখ হাসিনা মডেল" শিরোনামে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ এবং মোঃ হুসাইন শওকত, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগ।

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার কেন্দ্রের কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট প্রদান

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১-৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ শিশু, যুব ও সাধারণ বিভাগে নাটক, উপস্থাপনা ও কবিতা আবৃত্তিতে কণ্ঠস্বর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উপস্থাপনায় শিশু শ্রেণিতে ১২৫ জন অংশ নিয়ে ১৬ জন, সাধারণ শ্রেণিতে ৫৯ জন অংশ নিয়ে ০৪ জন উত্তীর্ণ হন। নাট্যকণ্ঠে শিশু শ্রেণিতে ১২৯ জন অংশ নিয়ে ৩৩ জন, সাধারণ শ্রেণিতে ৩১ জন অংশ নিয়ে ০৫ জন উত্তীর্ণ হন। কবিতা আবৃত্তিতে শিশু শ্রেণিতে ১৪৭ জন অংশ নিয়ে ৩১ জন, সাধারণ শ্রেণিতে ৪৪ জন অংশ নিয়ে ১৪ জন উত্তীর্ণ হয়। কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ আসে ইউনিসেফের সহায়তায় চলমান কিশোর কিশোরী ক্লাব থেকে। বিভিন্ন উপজেলার স্কুল ভিত্তিক ক্লাব সদস্যদের ফলাফল ছিল প্রশংসনীয়।

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ কক্সবাজার বেতার প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট

প্রদান করা হয়। অনুকাশো এ অনুষ্ঠানে উত্তীর্ণ শিল্পী, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিল্পী নির্বাচনের জন্য তারা বেতার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া চলমান রাখার অনুরোধ করেন।

উত্তীর্ণদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন ইউনিসেফের SBC প্রতিনিধি মুনিরা পারভিন, আতাউল গনি ওসমানী, নাট্য ব্যক্তিত্ব স্বপন দত্ত। অনুষ্ঠানে কক্সবাজার বেতারের সহকারি পরিচালক (অনুষ্ঠান) কাজী নুরুল করিম, সহকারি বেতার প্রকৌশলী মহাম্মদ মুন্নাফ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম এবং আঞ্চলিক পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ কবির উপস্থিত ছিলেন।

বেতার অ্যালবাম

বাংলাদেশ বেতারের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম আয়োজিত বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানে ঢাকা, নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ কামরুল হাসান সোহেল বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রে "উপস্থাপনা কৌশল এবং প্রমিত বাংলা উচ্চারণ" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

মধুমেলা ২০২৪ এর অডিও-ভিজ্যুয়াল স্ক্রিনিংসহ সরাসরি সম্প্রচারে বাংলাদেশ বেতার, খুলনা'র বহিঃপ্রচার টিম

বেতার শ্রোতা ও পাঠকের পাতা

মাতৃভাষা

মায়ের মুখে ভায়ের মুখে বাবার মুখে বাংলা ভাষা
চাষির বুকে ফসল বোনার স্বপ্ন সুখে বাংলা ভাষা।
হৃদয় জুড়ে গানের সুরে মুটের প্রাণে বাংলা ভাষা
জেলের জালে মাঝির পালে বাউল গানে বাংলা ভাষা ।
ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতার স্বদেশ চেনার বাংলা ভাষা
জাতির পিতার বীর শহিদের মুক্তিসেনার বাংলা ভাষা
দোদুল দোলায় কষ্ট ভোলার নদীর বাঁকে বাংলা ভাষা
মধুর চাকে পাখির ডাকে পাতার ফাঁকে বাংলা ভাষা ।
সুবোধ-অবোধ খোকা-খুকু শিশুর পড়ায় বাংলা ভাষা
কাব্য-কথায় আঁকার খাতায় ছন্দ ছড়ায় বাংলা ভাষা
দূর পরবাস মাতৃভূমির স্মৃতিকথার বাংলা ভাষা
রবীঠাকুর কাজী নজরুল গীতিলতার বাংলা ভাষা।
হৃদয় জুড়ে জাগায় আশা মেঘ শ্রাবণের বাংলা ভাষা।
সাগর পাহাড় ঝরনাধারা সোনার ধানের বাংলা ভাষা।

অমিত কুমার কুণ্ডু

একুশ আসে

একুশ আমার বুকের মাঝে
যায় শুনিয়ে গান
একুশ আসে জানিয়ে যায়
বাংলা ভাষার মান।

একুশ আমার আলোর মিছিল
পলাশ ফুলের মালা
একুশ আসে শত্রুবুকে
ধরায় বিষম জ্বালা।

একুশ আমার দেশটা গড়ে
ভীষণ যুদ্ধ শেষে
একুশ আসে গর্ব নিয়ে
সোনার বাংলাদেশে।

একুশ আমার অহংকার
বিশ্ববাসীর কাছে
একুশ আসে শ্রদ্ধা জানাই
শহিদ সালাম বাঁচে।

বিজন বেপারী

প্রভাতফেরি

একুশ তারিখ ছোট্ট খোকা উঠে ভোরবেলা
রাস্তাঘাটে মানুষ দেখে বলে কিসের মেলা।

সবাই দেখি যাচ্ছে হেঁটে ফুলের মালা হাতে
বর্ণমালার হরেক অক্ষর উঁচু করে সাথে।

খোকার কথায় মায়ে বলে আজিকার এই দিনে
দামাল ছেলে এনেছিল ভাষা রক্তে কিনে।

রফিক শফিক বরকত জব্বার আরো কতো ছেলে
ভাষার জন্য জীবন দিলো বুকের রক্ত ঢেলে।

যায়নি তাদের রক্ত বৃথা ফুটলো ভাষার কলি
তাদের জন্য আজকে আমরা বাংলায় কথা বলি।

তাইতো এলে একুশ তারিখ প্রভাতফেরি গিয়ে
শহিদ ভাইদের শ্রদ্ধা জানাই ফুলের মালা দিয়ে।

হুমায়ুন আবিদ

প্রভাতফেরি

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

সবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে। দীপু রানু সোমা দিনা সবাই। সুমি আরেকটু আগেই বাবার সাথে উঠেছে। সুমি ঘুমোয় বাবারই সাথে। বাবা যেন তার কলিজার টুকরো। সেও যাবে প্রভাতফেরিতে বাবা, দীপু রানু সোমা ও দিনার সাথে। গতকাল রাতে যখন শহিদ মিনারে প্রভাত ফেরিতে যাওয়ার কথা হচ্ছিলো, তখনই সোমা বলে বসে - আমিও যাবো শহিদ মিনারে ফুল দিতে। প্রভাতফেরিতে। বাবা প্রথমে না করেছে। - ছোট তুমি। হাঁটতে পারবে না।

- না, আমি যাবো। সবাই যাচ্ছে, তাই আমিও যাবো। সবাই যেতে পারে, আমিও যাবো।

এবার ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছে সুমি। সকলের ছোট বলে তার আবদার সবার কাছে, সকলখানে একটু বেশি সফলময়। একরোখা জেদী মেয়ে সুমিকে যে থামানো যাবে না সে কথা বাবা ভালো করেই জানেন। কি আর করা! বাবা রাজি হয়।

-আচ্ছা বাবা, প্রভাতফেরি কি? সুমি হঠাৎ বাবাকে প্রশ্ন করে।

বাবা পাঞ্জাবী পরছিলো। ডান হাতের আস্তা গুটাতে গুটাতে সুমির প্রশ্ন শুনে থেমে যান বাবা। তারপর বলেন - বাহ্, সুমি মা আমার। সুন্দর প্রশ্ন করেছো তো। শোনো দীপু রানু সোমা দিনা - এই দিকে এসো। তোমরাও শোনো। সুমি প্রশ্ন করেছে - প্রভাতফেরি কি? মা জেনে থাকলে তোমরাও জেনে নাও।

রানু ও সোমা একই সাথে বলে ওঠে -হ্যাঁ ছোট কাকু আমিও জানি না প্রভাতফেরি অর্থ কি। দীপু ও দিনা চুপ থাকে। তারাও পাশে এসে দাঁড়ায়।

-সংক্ষেপে বলি শোনো। পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার যখন উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলো তখন কেউই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হলো না। বাবা বলতে শুরু করেন - তখন শুরু হয় আন্দোলন। তীব্র থেকে তীব্রতর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্রদের থামিয়ে দিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিলো পুলিশ। এতে বরকত, সালাম, রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরো অনেক শহিদের রক্তে সেদিন ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিলো। চিন্তা করা যায়! সেদিন বাঙালি বুকের রক্ত ঢালেনি শুধু, পৌরবের ইতিহাসও রচনা করেছিলো। তোমরা তো সবাই ছোট এখনও। আরো বড় হও। তখন আরো বিস্তারিত জানবে, শুনবে এবং বুঝতে পারবে।

- বাবা, প্রভাতফেরি কি সেটাই তো বললে না। সুমির বেশো তর সইছে না। বাবাকে আবারও প্রশ্ন করে।

- হ্যাঁ বলছি। ১৯৫২ সালে এই দিনে মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ বিলিয়ে দেয়া এই শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয় ফুল দিয়ে। শহিদ মিনারে দিনের প্রথম প্রহরে, মানে কাক ডাকা ভোরে ফুলের তোড়া হাতে খালি পায়ে শ্রদ্ধা জানানো, স্মরণ করতে যাওয়ার নামই প্রভাতফেরি। সাথে মহান শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাভরে একই সাথে সকলে গেয়ে ওঠে - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি? এই সবটা মিলেই প্রভাতফেরি। বুঝলে সুমি মা আমার! দীপু রানু সোমা ও দিনার প্রতিও উদ্দেশ্য করে বলে বাবা - তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝেছো!

- তোমরা কি বেরুবে? নাকি এখনও গল্প করবে? কখন যাবে প্রভাতফেরিতে। সময় কত হলো খেয়াল আছে? - ভেতর থেকে মা এসে তাগাদা দেন।

- হ্যাঁ চলো চলো, আর দেরি নয়। এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত তোমাদের জানাবো, আগে চলো প্রভাতফেরিতে যাই। বলেই বাবা ফুলের তোড়াটা হাতে তুলে নেন। সুমি, দীপু রানু সোমা ও দিনা তারা প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে আনা গোলাপ-ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে বাবার পেছন অনুসরণ করে। এরপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে ফুলেল শ্রদ্ধা হাতে বাবার সাথে সমস্বরে গেয়ে ওঠে- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি / আমি কি ভুলিতে পারি---।

বসন্তে বাসন্তী

ফাল্গুন এলেই ডালে ডালে
শিমুল পলাশের খেলা
দেখে দেখে উদাস ছেলের
কেটে যায় বেলা।
বাসন্তী রং শাড়ি পড়ে
রমণীরা ঘুরে বেড়ায়
বসন্তেরই এমন দিনে
মনের ভেতর ঢেউ খেলায়।
পাতার আড়াল থেকে কোকিল
মিষ্টি সুরে গাইছে গান
মনটা তাই আজ বড়ই ব্যাকুল
করছে শুধু আনচান।

বাপ্পী সুমন

প্রেমের সুর

ভালোবাসা থাকে হৃদয় গহীনে
যায় না তো কভু ভোলা,
প্রণয় আবেগে সুখের বাতাসে
দিবা-নিশি দেয় দোলা।

ভুল করে যদি প্রেম দেখা দেয়
করো না তো তারে হেলা,
অন্তিম কালে সঙ্গীর তালে
কাটিবে যে সুখে বেলা।

নিঃসঙ্গতা জীবনের পথ
করে দেয় আঁকা-বাঁকা,
দুখের অনলে প্রতি পলে পলে
অন্তর করে খাঁখাঁ।

ওহে প্রিয়তম আমি যে অধম
তোমার আশাতে থাকি,
খাতার উপরে রঙিন আঁখরে
তোমার ছবিটি আঁকি।

তুমি ওগো মোর প্রাণের সুজন
কথা একদম খাঁটি,
এসো প্রাণনাথ বাড়িয়ে দু'হাত
হাতটি ধরিয়া হাঁটি।

শারমিন খানম
সেবিকা সাজিয়ালী সদর, যশোর

বসন্ত এলো

শীতের জড়তা কেটে
বসন্ত এলো সবার মাঝে,
নতুন পাতায় পাতায়
বসন্ত এলো গাছের ডগায়,
মুগ্ধতা আনে প্রাণে
বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে,
কোকিল ডাকে কুহু কুহু
এই সুরে সবাই মোহ,
বাসন্তী রঙের শাড়িতে
মানিয়েছে বেশ নারীকে,
প্রকৃতি আজ নতুন সাজে
বসন্তের ফাগুনে।

নয়ন পার্কলী
মালিবাগ, ঢাকা

৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে এর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন

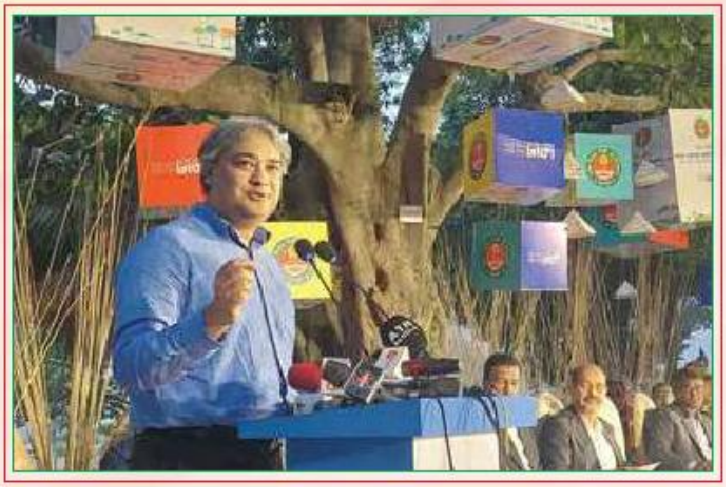

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত রাজধানীর গুলশানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থানসমূহের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সবুজায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত শহিদ ডা. ফজলে রাব্বি পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন

বহিরাঙ্গন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া এবং বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম এবং ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ২১শে বই মেলার উদ্বোধন করেন